প্রকৃতি কহে। সেই পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, অর্থাৎ পৃথক্ নহে। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভেদ, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ, কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে প্রপঞ্চ-ময়ী পৃথ্বীর নিয়ন্তাই সেই মায়া, অতএব পুরুষও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান কোন রূপেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির পৃথক্ জ্ঞানবিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিলে ইহার অধিক আর কি সম্ভব হইতে পারে?

যেমন কোন দ্রব্যগুণে অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে না। কিম্বা সূর্য্য-কিরণ এবং চন্দ্রকিরণ উভয়ই আলোকময় বোধ হইলেও সূর্য্যকিরণের দাহিকাশক্তি লক্ষিত হয়, কিন্তু চন্দ্রকিরণে তাহা লক্ষিত হয় না। অতএব দাহিকা শক্তি যে রূপ পৃথক্ বলিয়া মীমাংসা করা হইল, সেই রূপ ঈশ্বরের বিশ্বসৃজ্শক্তিও পৃথক, ইহা অপেক্ষা পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান আর কিছুই সম্ভব হইতে পারে না। উক্ত প্রমাণ অনুসারে ঈশ্বরের লিঙ্গভেদ করা ভ্রম-মূলক বলিয়া নিরাকৃত হইল।

এক্ষণে মনের দ্বারা পঞ্চদশীর মীমাংসিত মায়া বিশেষরূপে ধারণা করিয়া ভ্রমনিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলে ভ্রম যাহাকে কহে তাহা অগ্রেই প্রকাশ করা উচিত।

ভ্রম।

এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে অধ্যাস তাহাকেই ভ্রম, মোহ, অজ্ঞানতা এবং অবিদ্যা বলা যায়। যথা মরুমরীচিকা অতি বিস্তৃত প্রান্তরস্থ সূর্য্যকিরণে জলভ্রম ও রজ্জুতে সর্পভ্রম, এবং শুক্তিতে রজতভ্রম, এই সকল শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারা আরোপিকগুণ বিশেষ রূপে দূরীকৃত হইতে পারে না, সেই হেতু কিছু যুক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

যুক্তি।

কবি লংফেলো বলিয়াছেন "Things are not what they seem" বস্তুসমূহ যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নহে। তবে কি কাষ্ঠ-নামক পদার্থ, "লংফেলোর" মতে কাষ্ঠ নয়? অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম (অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তেজঃ ও আকাশ) এই পঞ্চমহাভূতমধ্যে কাষ্ঠ নামক কোন পদার্থ আছে বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অথচ বস্তুনির্ব্বিশেষে কাষ্ঠজ্ঞান ও তাহার কাঠিন্য এবং গুরুত্ব অনুভূত হওয়া, এই সংস্কারটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? একটী অশ্বত্থ ফলের অভ্যন্তরস্থ সর্ষপসদৃশ ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকা সংযোগে অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকার রস আকর্ষণপূর্ব্বক কোন অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতাদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওত অতি বিস্তীর্ণ শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প, ফল প্রসব করিয়া সময় ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। পরে তাহার মূল হইতে কাণ্ড ও শিখাদেশ পর্য্যন্ত কাষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে বি[illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, যাহাকে ছেদন করিতে হইলে কুঠার করাত, কাটারি প্রভৃতি অতি কঠিন কঠিন লৌহময় তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট যন্ত্রের আবশ্যক হয় তাহা কিনা অতি সূক্ষ্ম তরল মৃত্তিকার রসে * ভ্রম হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আর ভয়ানক ভ্রম কি হইতে পারে? এই হেতু লংফেলোর মতে উহা কাষ্ঠ নহে, মৃত্তিকার রস মাত্র। অতএব উদ্ভিদসমূহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে বলিয়া মীমাংসা করা হইল।

পুনঃ প্রমাণে অনুভূত হইতেছে যে ভ্রম বহুবিধ বলিলেও অযুক্তি হয় না। কারণ এক খণ্ড প্রস্তর একটী লৌহ দণ্ড দ্বারা কিছুক্ষণ আঘাতিত হইলে

* এই মৃত্তিকার রসকে কেহ জল মনে করিবেন না কারণ জল চারি গুণ বিশিষ্ট। ইহা যদিও তরল পদার্থ বটে, কিন্তু ইহা পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, ইহাতে মৃত্তিকার অংশ অধিক আছে।

তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া সেই প্রস্তরখণ্ড সময়ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতএব এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইয়াও কি প্রকারে সেই তেজোময় দাহিকশাক্তিবিশিষ্ট অগ্নিস্বরূপকে শীতলত্বগুণবিশিষ্ট কঠিন প্রস্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করি। কি ভয়ানক ভ্রম! যে প্রস্তর শতবর্ষকাল বস্ত্রাঞ্চলে বান্ধিয়া রাখিলেও, বস্ত্রভাগ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা কি না অগ্নিতে ভ্রম হইতেছে। যেমন বাষ্পাতে মেঘভ্রম, মেঘেতে জলভ্রম, এবং জলেতে কঠিন বরফভ্রম হইয়া থাকে। যে বরফের একখণ্ড মনুষ্যকে আঘাত করিলে অচিরাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় সেই বরফ কি না, অতি সূক্ষ্ম বাষ্পাতে ভ্রম হইতেছে। সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ব্যোম অর্থাৎ আকাশে, মহাকায় মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতি সকল বস্তুই ভ্রম হইতেছে। ইহা অপেক্ষা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর অধ্যাস আর কি হইতে পারে? বাষ্প, মেঘ, কিম্বা জলে বরফ ভ্রম যে রূপ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আকাশ, বায়ু, জল, তেজঃ-মৃত্তিকা অথবা পঞ্চভূতে সকল বস্তু ভ্রম হইতেছে বলিলে অসঙ্গত হইতে পারে না। মৃত্তিকা রসে যে কাষ্ঠভ্রম প্রতিপন্ন হইতেছে, আবার তাহাই অগ্নিময় পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কাষ্ঠ পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বনস্থলী দগ্ধ হেতু দাবানল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এক মৃত্তিকারসে যে কতপ্রকার ভ্রম হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। কারণ অম্ল, মধুর, কটু, কষায়, তিক্ত ও লবণ এই ষড়্‌বিধ রস সেই মৃত্তিকারস হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জগৎস্থ যাবতীয় পদার্থ মধ্যে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। যথা ইক্ষুতে মিষ্টগুণ, নিম্বপত্রে তিক্ত গুণ ও মরিচাদিতে কটুগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকার নিজের গুণ গন্ধ, ও তাহা এক রূপ। কিন্তু সেই অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সৌরভ, পুষ্পবিশেষে অর্থাৎ মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতিতে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

স্বভাবের অন্যথা হইলেই বিকৃতি বলা যায়। যেমন বাষ্প বিকৃত হইয়া মেঘ, মেঘ বিকৃত হইয়া বারি, এবং বারি বিকৃত হইয়া বরফ হইয়া থাকে সেইরূপ আকাশ বিকৃত হইয়া বায়ু, বায়ু বিকৃত হইয়া তেজঃ এবং তেজঃ বিকৃত হইয়া জল হইতেছে। সময়ানুসারে ঐ জলেও অনল দৃষ্ট হয়, উহাকে বাড়বানল বলে। এবং সেই জল বিকৃত হইয়া মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি হইয়াছে। এই পঞ্চমহাভূতে যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ সকল যে রূপ ভ্রম হইতেছে, সেইরূপ কেশাগ্রের শতাংশের একাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম আত্মাতে রজ্জু-সর্পবৎ বিশ্বভ্রম হইতেছে। প্রমাণ, যথাঃ—

যত্র বিশ্ব মিদংভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় যে বস্তুতে এই মিথ্যাজগৎ ভ্রম হইতেছে, তাহা আনন্দ স্বরূপ, পরমানন্দ সরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সুখী হও।

এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে সমগ্র জগৎ ভ্রমমূলক মাত্র।

পঞ্চ মহাভূত কিরূপে উৎপন্ন হয়।

অনেকে শূন্যকে আকাশ মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেই শূন্য কোন রূপেই আকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না, কারণ শূন্য আকাশের ন্যায় গুণবিশিষ্ট পদার্থ নহে। যেমন মৃত্তিকা একটী ভ্রমাত্মক বস্তু, সেইরূপ জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশও এক একটী পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, কারণ পদার্থ মাত্রেরই গুণ থাকা সম্ভব। যখন শব্দ আকাশের নিজের গুণ লক্ষিত হইতেছে, তখন আকাশ অবশ্যই একটী বস্তু। অতএব যখন শূন্যের গুণ নাই, তখন উহা কোন রূপেই আকাশ

বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আকাশ যে একটী গুণবিশিষ্ট মহাভূত, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কখনই "পঞ্চভূত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। চারি মহাভূত বলিয়াই নিরস্ত হইতেন। এক্ষণে সেই আকাশ বিকৃত হইয়া, বায়ু হইয়াছে, এই হেতু বায়ু দুই গুণ বিশিষ্ট হইল। যথা শব্দ ও স্পর্শ। বায়ুর নিজের গুণ স্পর্শ ও আকাশের গুণ শব্দ। এই জন্য বায়ু, শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট হইয়াছে। আকাশ ও বায়ুর বিকৃতি, তেজঃ। তেজের নিজগুণ রূপ, এখন তেজঃ তিনগুণবিশিষ্ট হইল, যথা শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। অর্থাৎ রূপ কখনই বায়ু কিম্বা আকাশে লক্ষিত হয় না। আকাশ বায়ু এবং তেজঃ বিকৃত হইয়া জল হইয়াছে। এই জন্য জল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিগুণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। জলের নিজ গুণ রস, ইহা আকাশ, বায়ু কিম্বা তেজে লক্ষিত হয় না। একারণ রস জলের নিজগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। পূর্ব্বোক্ত ভূতচতুষ্টয়ের বিকৃতিই মৃত্তিকা। মৃত্তিকা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট পদার্থ। মৃত্তিকা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ভূত চতুষ্টয়ে গন্ধ অনুভূত হয় না। তদ্ধেতু গন্ধ মৃত্তিকার নিজগুণ বলিয়া অভিহিত হয়।

কিরূপে পঞ্চ মহাভূত লয় হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত সমুদয় যে রূপে সৃষ্ট হইয়াছে ঐ রূপ বিপর্য্যয়ক্রমে উহারা আবার লয় প্রাপ্ত হইবেক। প্রমাণ, যথাঃ—

ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী পৃথ্বীতোয় মধ্যে বিলীয়তে।
অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্ব বায়ুনা গ্রস্যতেঽনলঃ॥
আকাশস্তু পিবেৎ বায়ুং মন আকাশ মেবচ।
বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি॥

উত্তরগীতা।

ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী এই পৃথিবী জলমধ্যে বিলীন হইবে। সেই জল অগ্নিতে অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনেতে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহঙ্কারে, অহঙ্কার চিত্তমধ্যে, চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ আত্মাতে এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। প্রোল্লিখিত পঞ্চ মহাভূত ও মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি যাবতীয় নশ্বর পদার্থ সেই পরমাত্মাতেই নিশ্চয় লয় প্রাপ্ত হইবে। অপিচ, তন্ত্রে ব্যক্ত আছে—

আকাশাৎজায়তে বায়ুর্বায়ো রুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥
মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবি বিলীয়তে বায়ৌ বায়ু বিলীয়তে তু খে॥

আকাশ হইতে বায়ু জন্মিয়াছে এবং সেই বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে এই বৃহৎকায় মৃত্তিকা হইয়া থাকে। বিপর্য্যয়ক্রমে এই পৃথিবী জলেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল পুনরায় তেজেতে, তেজঃ বায়ুতে, এবং বায়ু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আকাশে বিলীন হইয়া যায়।

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিদ্ যে পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া বারম্বার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সেই পঞ্চ মহাভূতের পর্য্যায় এবং বিপর্য্যয় ক্রমে যে রূপে সৃষ্টি ও প্রলয় হইবার সম্ভাবনা তাহা যদি বিচার দ্বারা সকলের মনেতে বিশেষ রূপে ধারণা হয় তাহা হইলে সত্যযুগের ন্যায় ঈশ্বর স্বপ্রকাশ এবং জগৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় ভ্রম মাত্র বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। সেই জ্ঞান ব্যতীত লোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণাই সার এবং বহুবিধ আয়াস স্বীকার বিড়ম্বনা মাত্র।

ভক্ষ্যদ্রব্য।

মায়ার কি অলৌকিক ক্ষমতা! কি ভ্রমাত্মিকাশক্তি! স্থিরচিত্তে যদি

কেহ মায়ার মহীয়সী শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই বিমোহিত হইতে হইবে। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিগণ যেরূপ বিদ্যা প্রভাবে একটী পয়সাতে ভ্রমাত্মক হংসাণ্ড, কপোত প্রভৃতি দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ এক মায়া, অতি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ মৃত্তিকারসকে, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, কৃশ, কঠিন, কোমল এবং নানাবিধ সৌগন্ধ এবং ষড়্‌বিধ রসসংযুক্ত করিয়া ইন্দ্রজালিকের ন্যায়, আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি বহুবিধ সুস্বাদু ফল, ধান্য, কলাই, গোধূম প্রভৃতি নানা প্রকার শস্য এবং অসংখ্য মূল, মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির আহারীয় দ্রব্যরূপে প্রদর্শন করে। এই সকল বস্তু সামান্য জ্ঞানে মৃত্তিকার রস ব্যতীত আর কিছুই অনুমিত হইতে পারে না। অতএব এক বস্তুকে নানা প্রকারে প্রদর্শন করা, সেই মায়ার কুহক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যদ্যপি উদ্ভিজ মাত্রেই মৃত্তিকার রস হইল, তবে তৈল, খলি, গুড় চিনি ইত্যাদি যাহা সরিষা ও ইক্ষুদণ্ড পেষণের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে তাহা সুতরাং মৃত্তিকা রস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের যত প্রকার আহার ও পানীয় দ্রব্য আছে তন্মধ্যে অমৃতোপম দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলকারক এবং পুষ্টিকর দ্রব্য আর কিছুই নাই। এই দুগ্ধ হইতে অত্যুৎকৃষ্ট নবনী, ঘৃত, ছানা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধের অভাবে শৈশবাবস্থায় মনুষ্য ও পশুজাতীর কোনক্রমেই জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে সেই দুগ্ধ কোন বস্তুতে ভ্রম হইতেছে তাহা বিচার করা আবশ্যক।

দুগ্ধ।

বহু দিবস হইল কোন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এইরূপে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন। দুগ্ধ শোণিত ভিন্ন আর কিছুই নহে তবে যখন তোমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া থাক তখন গোমাংস ভক্ষণে ক্ষতি কি?

উত্তর। গাভীর দুগ্ধ পান করিলে যদি তাহার মাংস ভক্ষণ করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে শৈশবাবস্থায় যাঁহার স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছ সেই গর্ভধারিণীর মাংস কেন না ভক্ষণ কর?

এই রূপে অনেকেই দুগ্ধকে দেহস্থ শোণিত মনে করিয়া থাকেন। ইহা একটী ভয়ানক ভ্রম। দুগ্ধ শোণিত হয় সত্য, কিন্তু শোণিত কখনই দুগ্ধ রূপে পরিণত হইতে পারে না। জলধর সমুৎপন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিগুণবিশিষ্ট বারিধারা ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্র এক রস অনুভূত হয়, কিন্তু ভূমিতে পড়িলে মৃত্তিকার গুণানুসারে যেরূপ লবণ, মাধুর্য্যাদি রস ভেদ হইয়া থাকে, সেই রূপ মৃত্তিকারস এক রূপ হইলেও, বীজের গুণানুসারে মধুরাদি রসভেদ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর নিম্ববৃক্ষের নিমিত্ত কিম্বা ইক্ষুদণ্ডের জন্য পৃথক্ রস সৃষ্টি করেন নাই, তত্রাচ ঐন্দ্রজালিকশক্তিবিশিষ্ট মায়ার এরূপ রচনা শক্তি এবং এক বস্তুতে নানাবিধ বস্তুর ভ্রম দর্শাইবার ক্ষমতা যে, যে মৃত্তিকারস নিম্ব বীজের অঙ্কুরের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তিক্তগুণবিশিষ্ট হয়, সেই মৃত্তিকারস পৃথক্ না হইয়াও ইক্ষুদণ্ডে প্রবেশ করতঃ মিষ্টগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ দুগ্ধকে বিকৃত করিলে দধি, মাখনাদি উৎপন্ন হয়, সেই রূপ ইক্ষুরসকে বিকৃত করিলে গুড়, চিনি ইত্যাদি হইয়া থাকে। কিন্তু করুণাময়ীর ইচ্ছা ব্যতীত পর্য্যায়ক্রমে বিকৃত সৃষ্টভূম্যাদি যে রূপে বিপর্য্যয় ক্রমে পুনঃ কারণে বিলীন হইতে পারে না, সেইরূপ ঐ সকল বিকৃত বস্তু অর্থাৎ দধি,

গুড়, মাখনাদি উহাদের কারণ অর্থাৎ দুগ্ধ এবং ইক্ষুরসে পুনঃ আনয়ন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। তদ্রূপ যে দুগ্ধ পান করিলে দেহেতে শোণিত, শুক্র, মজ্জাদি ধাতু সকল বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা কখন পুনরায় দুগ্ধ হইতে পারে না। এরূপ সৃষ্টিকৌশলের প্রতি মনোনিবেশ করিলে নিশ্চয়ই বিমোহিত হইতে হইবে। ধর্ম্মের গতি অতীব সূক্ষ্ম, তন্নিমিত্ত কেহই অনুভব করিতে পারেন না। যদি কেহ সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি অবলম্বন পূর্ব্বক জগৎপাতার অপারমহিমা, এবং মায়ার অত্যদ্ভুত সৃষ্টি প্রণালীতে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত, বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হওত, মন সংযোগের দ্বারা তন্ময় হইয়া সেই পরমানন্দ অনুভব করেন, তখন তাঁহাকে অন্ধ, মূক, বধির, জড়, কিম্বা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় জ্ঞান হইবে।

এক্ষণে দুগ্ধ কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার বিচার করা আবশ্যক। প্রসবান্তে রসপরিপাকের নিমিত্ত স্ত্রীলোকদিগকে দুই তিন দিবস অনশনে রাখা হয়, সেই দুএক দিন, পশ্বাদির দুগ্ধ, কিম্বা অপর স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধের দ্বারা তাঁহাদের শিশু-সন্তানগণের জীবন রক্ষা করিতে হয়। আর যে দিন হইতে তাঁহারা পথ্য পাইয়া থাকেন, সেই দিবসাবধি কিছুদিন পর্য্যন্ত অপরিমিত মাতৃস্তনদুগ্ধ পাওয়াতে শিশুগণের পশ্বাদির কিম্বা অপর স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ আর আবশ্যক হয় না। ইহাতে নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে যে, দুগ্ধ আহারীয় দ্রব্যের রস ভিন্ন আর কিছুই নহে। নতুবা প্রসূতির অনশনকালে, স্তনদুগ্ধ প্রাপ্ত না হইবার কারণ কি? অতএব আহার ও পানীয় দ্রব্যের রস যদ্যপি রূপান্তর হইয়া দুগ্ধরূপ ধারণ করিল তাহাহইলে গাভী, উদ্ভিজ্জ তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া যে অমৃতোপম দুগ্ধ প্রদান করে, তাহা মৃত্তিকা রস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কারণ উদ্ভিজ্জ মাত্রেই মৃত্তিকার রস বলিয়া যুক্তির

দ্বারা পূর্ব্বেই মীমাংসিত হইয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকারসে দুগ্ধ, ঘৃতাদি উপাদেয় দ্রব্য সকল ভ্রম হইতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুনশ্চ যুক্তিতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভক্ষদ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধিতে দুগ্ধেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তখন কিরূপে দুগ্ধকে অন্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায়। মায়ার কি বিচিত্র গতি! আহারের হ্রাস বৃদ্ধিতে প্রথম দোহনাবস্থায় দুগ্ধেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু কিছুদিন পরে আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ইহাতেও অনুমান হইতেছে যে, ভক্ষদ্রব্যের সমস্ত রস দুগ্ধ না হইয়া কখন অধিকাংশ দুগ্ধ এবং কিয়দংশ শোণিত, শুক্রাদি, আর কখন বা কিয়দংশ দুগ্ধ এবং অধিকাংশ শোণিত, শুক্রাদি হইয়া ধাতুরূপে পরিণত হয়। আর যে সকল দুগ্ধবতী গাভীর এক বৎসরের অধিককাল দুগ্ধ হওয়া সম্ভব, হঠাৎ তাহাদের বৎস নষ্ট হইলে কাহার দুগ্ধ একবারে রোধ হইয়া ধাতুরূপে পরিণত হয়, কেহবা স্বল্পপরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এক মৃত্তিকা-রসে যদ্যপি কখন তৃণাদি রূপ উদ্ভিজ্জ, কখন শুক্রশোণিতাদিরূপ ধাতু এবং কখন ঘৃত, দুগ্ধ, মাখনাদি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য ভাণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বিকৃত সৃষ্ট পদার্থ সকল ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মিথ্যা ভ্রম ভিন্ন কিরূপে সত্যজ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, আর ইহা অপেক্ষা এক বস্তুতে বিবিধ ভ্রম আর কি সম্ভব হইতে পারে? এবম্বিধ যুক্তি অনুসারে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চময়ী বিশ্ব সংসার, মুনিদিগের নিশা স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রমাণ, যথাঃ—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

ভগবদ্গীতা।

যাহা সকল ভূতের রাত্রের ন্যায় হইয়াছে সংযমীসাধক তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে সকল প্রাণী জাগরিত থাকে তত্ত্বদর্শক মুনি তাহা নিশাস্বরূপ জ্ঞান করেন। ভাবার্থ—

অজ্ঞানান্ধ জীবের চক্ষে ভ্রমাত্মক এবং মিথ্যা জগৎ সত্য এবং স্বপ্রকাশের ন্যায় জ্ঞান হওয়াতে, ঈশ্বরবোধ নিশা স্বরূপ হইয়াছে, আর জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট মুনিগণের ঈশ্বরবোধ দৃঢ়তর অভ্যস্ত হওয়াতে মিথ্যা নশ্বর জগৎ নিশারন্যায় জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের জগৎজ্ঞান জাগ্রতাবস্থা এবং ঈশ্বরবোধ প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থার ন্যায় হইয়াছে। আর মুনিদিগের জাগ্রতাবস্থা ঈশ্বরবোধ এবং জগৎজ্ঞান তাঁহাদের সুষুপ্তাবস্থা বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু তাঁহারা চক্ষুরুন্মীলন করিলেও ব্রহ্ম ভিন্ন কখন বিষয় দর্শন করেন না।

যেমন ঘট, ইষ্টক, প্রদীপাদি মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিলেও, মৃত্তিকা তাহাদের মূল স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ মনুষ্য, পশু এবং পক্ষ্যাদির ভক্ষদ্রব্য সকল মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অনুভূত হইলেও তাহা মৃত্তিকারস ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ দেহ কোন্ বস্তুতে ভ্রম হইতেছে তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

মানবদেহ।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, কিন্তু তাঁহার মায়া সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ়বৎ ঘুরাইয়া থাকেন।

রাহুগ্রস্থ শশধরের ন্যায় এই শিবস্বরূপ জীব, বিষয়চিন্তাদ্বারা মলিন হইলে ভয়ানক শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ শশধর রাহুকর্ত্তৃক গ্রাসিত হইলে জগৎ যে প্রকার তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যের মন বিষয় চিন্তাদ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইলে ঈশ্বরবোধোদয়ে সক্ষম হয় না। এবং শশধরের মুক্তানুক্রমে জ্যোৎস্না রূপ আলোকের যদ্রূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, মনের বিষয়বিরক্ত্যনুসারে, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরজ্ঞানের বৃদ্ধিও সেই রূপ হইবার সম্ভাবনা। আর শশধরের সম্পূর্ণ মুক্তাবস্থায় জগৎ আলোকময় হওয়াতে লোকসকল যে রূপ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ যখন মন, জগৎকে ভ্রমময় বলিয়া জ্ঞাত হয়, তখন বিষয়চিন্তা হইতে মুক্তি লাভানন্তর সম্পূর্ণরূপে বোধোদয়দ্বারা শিবত্ব লাভ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে সক্ষম হয়। ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু মানবগণ মায়া কর্ত্তৃক ভ্রান্ত হওয়াতে সে বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারিয়া নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক যেরূপ কুক্ষিস্থিত বালককে দেশ বিদেশে অনুসন্ধান করিয়া থাকে তাহার ন্যায় ঈশ্বর লাভার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রমাণ, যথা ;—

সংত্যজ্য হৃদ্গৃহেশানং দেবমন্যং প্রযান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্ত হস্তস্থ কৌস্তুভা॥

যোগবাশিষ্ঠ॥

অন্তর্যামি হৃদয়গাহ দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার অনুগত হয়, তাহার হস্তস্থিত কৌস্তুভমণি ত্যাগ করিয়া অন্য রত্ন ইচ্ছা করা হয়।

এই অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কারুকার্য্য বিশিষ্ট দেহ কোন্ কোন্ বস্তুতে উপলব্ধি হইতেছে তাহার নিরাকরণ করা আবশ্যক, আর ইহার মূল কোন্

পদার্থ, তাহার অনুধ্যান করাও বিশেষ প্রয়োজন। অতএব তাহার সবিশেষ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতে নিয়োজিত হওয়া গেল।

প্রথম—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ।

দ্বিতীয়—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়।—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

তৃতীয়—পঞ্চপ্রাণবায়ু।—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

চতুর্থ—পঞ্চকোষ।—অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ।

পঞ্চম—সপ্তধাতু। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্।

এতদ্ভিন্ন এই ভ্রমাত্মক দেহ মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং অহঙ্কার বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই দেহের উৎপত্তি নিরাকরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে, প্রায় সকলেই "মাতৃগর্ভস্থ শোণিত শুক্রের যোগ" নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু দ্বিতীয়বার শোণিত শুক্রের যোগ না হইলে, সেই স্বল্প পরিমিত শোণিত শুক্রে প্রসূতসন্তানের দেহ কিরূপে এত পুষ্টিকর হয়? জননীর আহারীয় দ্রব্যের কিয়দংশ সার গ্রহণ করিয়া সন্তান যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বীজ যেমন অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকারস আকর্ষণ পূর্ব্বক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মনুষ্যগণও সেই প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধাত্রী, প্রসূত সন্তানের নাভি সংলগ্ন যে নাড়িকা ছেদন করে, উহা গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধির জন্য, মাতার ভোজন ও পানীয় রস আকর্ষণ করিতে থাকে এবং তাহাতেই শিশু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখন দেখা উচিত যে ঐ শৈশবের দেহ কোন্ বস্তুতে ভ্রম হইতেছে। আহারীয় দ্রব্য সকল মৃত্তিকারস বলিয়া পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। তদ্ধেতু উক্ত শিশুও যে মৃত্তিকা রস ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পরে না, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

যেরূপ জলবুদ্বুদ, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হইলেও তাহার উৎপত্তির কারণ জল ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না, সেইরূপ অস্থি, মাংস, মজ্জা ও ইন্দ্রিয়াদি শোভন দেহ, পৃথক রূপে দৃষ্ট হইলেও সেই মৃত্তিকারস ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতঃপর সেই শিশু কিরূপে বর্দ্ধিত হইয়া যৌবনাবস্থায়, শৈশবাবস্থাপেক্ষা শতগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল? শৈশবাবস্থায় পশ্বাদি ও মাতার স্তনদুগ্ধদ্বারা পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। ক্রমে সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া, অন্ন, জল ও ফল মূলাদির দ্বারা যে দেহ পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহাও কাহার অগোচর নাই। এক্ষণে যে সমস্ত পদার্থরসে এই দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই সমুদয় খাদ্যদ্রব্য, মৃত্তিকা রস বলিয়া পূর্ব্বে যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। তবে এই প্রকাণ্ড দেহ ও দেহস্থ শুক্র শোণিত প্রভৃতি যে মৃত্তিকারসে ভ্রম হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বোল্লিখিত মতে জগৎস্থ সমস্ত জীব যে মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য মাত্র। এই সকল কারণে জগৎ স্বপ্নবৎ জ্ঞান হওয়াতে, রঘুকুলতিলক করুণাময় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বৈরাগ্য প্রকরণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

কিংমে রাজ্যেন ভোগৈশ্চ কোহহং কিমিদমাগতং।
যন্মিথ্যৈব বাস্তু তন্মিথ্যা কস্যনাম কিমাগতং॥

যোগবাশিষ্ঠ॥

আমার রাজ্যে ও ভোগে কিপ্রয়োজন? আমি কে? এই আগত ধনাদি বস্তুই বা কি? যাহা বস্তুতঃ মিথ্যা তাহা মিথ্যাই থাকুক, এ কাহার নাম ও কোথা হইতে বা আসিল? অর্থাৎ "আমি কোশলাধিপতি" "আমার নাম শ্রীরামচন্দ্র," "আমি কৌশল্যা-গর্ভসম্ভূত" "আমি রঘুবংশজাত" "আমি অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি" ইত্যাদি সকল বাক্যই অলীক। এবং

রাজ্য ধনাদি সকল বস্তুই মিথ্যা ভ্রম মাত্র। যেরূপ শুক্তিতে রজতাদি দৃষ্ট হয়; আকাশে, নীল, পাতাদি ভ্রম হয় এবং রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইয়া থাকে, সেই রূপ মায়া কর্ত্তৃক ব্রহ্মেতে জগৎ ভ্রম হইতেছে অতএব এরূপ ভ্রমাত্মক রাজ্য, ভোগ এবং ধনাদি বস্তুতে কি প্রয়োজন?

এক্ষণে সকল বস্তু ভ্রমাত্মক হওয়াতে যদ্যপি মিথ্যা হইল, তাহাহইলে "সত্য" শব্দটী কোন্ বস্তুতে প্রয়োগ হইতে পারে, আর ভ্রমাত্মক বাক্য কখন সত্য হইতে পারে কি না তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক।

সত্য ও মিথ্যা।

এই অখণ্ড অবনীমণ্ডলে যে বস্তু অব্যয়, অর্থাৎ নিত্য তাহাই সত্য, আর যাহা নশ্বর, অনিত্য, তাহাই মিথ্যা। সত্য ও মিথ্যা এই শব্দদ্বয় ভ্রমাত্মক বাক্যের উপর কোন ক্রমেই প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ মিথ্যা হইলে তাহার কার্য্য কখনই সত্য হইতে পারে না। ভোজবিদ্যা প্রভাবে, অস্ত্র-শস্ত্র এবং বসন ভূষণাদি শোভিত অশ্বারূঢ় কতকগুলি যোদ্ধার সৃষ্টি হইলে তাহাদের ইতস্ততঃ গমনাগমন, বাক্‌যুদ্ধ, আস্ফালন, শস্ত্র নিক্ষেপ, অস্ত্র প্রহার ইত্যাদি যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার সমূহ যেরূপ মিথ্যা, আর পুত্তলিবাজীর পুত্ত-লিকাদের নৃত্যগীতাদি যেমন সত্য নহে, সেইরূপ ইন্দ্রজালিকের ন্যায় মিথ্যা দেহ, কারণ হওয়াতে ইহার কার্য্য অর্থাৎ বাক্য প্রয়োগাদি মিথ্যা ভিন্ন কখনই সত্য হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি আমার নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলে যেরূপ পিতামাতাদত্তনাম, ও বাসস্থানের আখ্যা সত্যবোধে উল্লেখ করা যায় এবং তাহাই প্রশ্নকারিব্যক্তি অবিচার্য্য চিত্তে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আবার আমার পিতামাতা যদি আমার অন্য কোন নাম রাখি-তেন, এবং স্বগ্রামের পৃথক নাম রাখা হইত তাহাও বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ-

হইতেছে অতএব যখন নামের স্থিরতা নাই, তখন পিতামাতার যদৃচ্ছা-দত্ত নাম কিরূপে সত্য হইতে পারে? এবং এই ভ্রমাত্মক দেহ খপুষ্প, বন্ধ্যা-পুত্র, শশশৃঙ্গ এবং কুর্ম্মলোমের ন্যায় অলীক হওয়াতে উহাদিগের বাসস্থানের ন্যায় ইহারও বাসস্থান সত্যরূপে নির্দ্দেশ হইতে পারে না। আরও যখন আমাকে কেহ পিতা, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল ইত্যাদি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে সম্বোধন করিতেছে তখন কোন্ আখ্যাটি সত্য বলিয়া অবধারিত করা যায়? অতএব আখ্যামাত্রেই যখন সত্যজ্ঞানে প্রয়োগ হইতে পারে না, যে হেতু উহা ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন ও উত্তরকারী উভয়েরই দেহ, উহাদের মুখনিঃসৃত বাক্য, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি এবং বাসস্থান, সকলই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এরূপ ভ্রমাত্মক অনিত্য দেহের পুষ্টিসাধন জন্য ঘৃত, দুগ্ধ, নবনী, তণ্ডুল, গোধূম, কলাই, মৎস্য এবং মাংসাদি ভোজন করিবার আবশ্যক কি? হিংসা, দ্বেষ, আত্মাভিমান, আত্মপর বিচার, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা এবং চৌর্য্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন কি? বহুল আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন, কিম্বা অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস করিয়া বহুবিধ উপাধি লাভের ফল কি? যখন এই অনিত্যদেহ নিশ্চয়ই কালগ্রাসে পতিত হইবে তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি জাতিভেদাভিমান এবং উপাধি সকল কোথায় থাকিবে? ধনবান, জ্ঞানবান, বিদ্বান, শ্রীমান, মূর্খ, দরিদ্র ও কুৎসিতাদি জ্ঞান এই অনিত্য দেহে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? নাস্তিক, আস্তিক, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তি ভ্রমান্ধ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই অনিত্যদেহ অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অনায়াসে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া যখন ভস্মীভূত হইবে, তখন উহা আতর, গোলাপ ও চন্দনচর্চ্চিত করিবার প্রয়োজন কি? বরং বিজন বিপিনা-

ব্যগ্রে উপবেশন করিয়া অনশন ব্রতদ্বারা শীর্ণশরীরে যৎসামান্য বন্দ ও ফল মূলাদি ভোজনপূর্ব্বক নিয়ত ঈশ্বর উপাসনা করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য নচেৎ যে দেহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে তাহা যদি শৃগাল কুক্কুরের ভোজ্য হয়, অগ্নিতে ভস্ম হয়, অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত হয় তাহাতে ক্ষতি কি? এক্ষণে যে দেহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে, তাহাতে নিরূপিত সংজ্ঞা, উপাধি ও বিশিষ্ট নিয়মাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি এই দেহ ভ্রমাত্মক হইল, সমস্ত কার্য্য, উপাধি ও সংজ্ঞা মিথ্যা হইল, তবে এ দেহ রাখিবার আবশ্যক কি? যাহাদের নিমিত্ত জীবিত থাকিতে অভিলাষ হয়, অর্থাৎ রাজ্য, ধন, অট্টালিকা, আর পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, ইহাঁরা কেহই চিরস্থায়ী নহেন।

যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্ব মনঃস্থিরং।
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী নামে রাজত্ব কোথায় গেল? রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর কোশল নামে রাজত্ব কোথায় গেল? অতএব ঐ সমস্ত বিষয় চিন্তানন্তর স্থির করা কর্ত্তব্য যে, যে জগতে আমরা অবস্থান করিতেছি তাহাও সত্য অর্থাৎ নিত্য নহে।—

অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রসমূহ উচ্চৈঃস্বরে যাঁহাদের গুণ গান করিতেছে, যোগী, ঋষি এবং মুনিগণ ধ্যানাবলম্বনে সর্ব্বক্ষণ যাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ চরণ যুগল অতি ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ অহরহ যাঁহাদের নামামৃত পান করিতেছেন, লক্ষ্মী দিবারাত্রি যাঁহাদের চরণ সেবা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহ, অপার সমুদ্রবৎ বংশ, রাজ্য, ধন, ও ঐশ্বর্য্য সকলই যখন

অব্যক্ত হইল, তখন আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর, ভ্রমাত্মক, নশ্বর দেহে এবং পরিজনে আস্থা কি? অপিচ যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বৈরাগ্যপ্রকরণে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি। যথা :—

দিশোঽপি নহি দৃশ্যন্তে দেশোপ্যন্যোঽপি দেশভাক্।
শৈলা অপিবিশীর্য্যন্তে কৈবাস্থা মাদৃশে জনে॥

যখন ভূমণ্ডলস্থ দিকসকল অব্যক্ত হইবে এবং দেশ ও অন্যান্য সকল বস্তু অদৃশ্য হইবে, আর পর্ব্বত সকলও যখন বিনষ্ট হইবে, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি?

অদ্যতে হনন্তয়াপি দ্যৌ ভুর্বনগ্রাণি ভুজ্যতে।
ধরাপি যাতি বৈধুর্য্যং কৈবাস্থা মাদৃশে জনে॥

অনিত্যতা হেতু স্বর্গাদি ত্রিভুবনকে যখন কাল ভোজন করিবেন এবং পৃথিবীও যখন বিনষ্ট হইবেন, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি?

শুষ্যন্ত্যপি সমুদ্রাশ্চ শীর্য্যন্তে তারকা অপি।
সিদ্ধা অপি বিনশ্যন্তি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে॥

সমুদ্র সকল যখন শুষ্ক হইবে ও তারা সকল যখন শীর্ণ হইবে এবং সিদ্ধগণও যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি?

পরমেষ্ঠ্যপি নিষ্ঠাবান হ্রিয়তে হরিবপ্যজঃ।
ভাবোঽপ্যভাব মায়াতি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে॥

ব্রহ্মা যখন বিনষ্ট হইবেন এবং অজন্মা বিষ্ণুও যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন আর এই ভাব সকল যখন সম্পূর্ণরূপে অভাব হইবে তখন আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি?

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে দেহধারণ করিয়া দীর্ঘায়ুঃ অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ, বীর্য্যবান্ অপেক্ষা বীর্য্যবান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যশস্বী অপেক্ষা অধিকতর যশস্বী হইয়াও যখন এরূপ আ ক্ষপ করিয়াছেন তখন আমাদের ন্যায় কৃতঘ্ন (অর্থাৎ পিত্রাদেশ প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ) অল্পায়ু, হতবীর্য্য, হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি, লোভি ইত্যাদিঅসংখ্য দোষাক্রান্ত ব্যক্তিগণের এই ভ্রমাত্মক দেহ এই দণ্ডেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যখন এই ভ্রমাত্মক দেহ রক্ষার জন্য নিয়মিত স্নান, আহার, নিদ্রা ও পরিশ্রম না হইলে যৎপরেনাস্তি কষ্ট হয়, তখন কিরূপে তাহা ত্যাগ করিতে পারি? যে দেহ অসুস্থ হইলে ঔষধি সেবন করিতে হয়, পথ্যাপথ্যের বিচার করিতে হয়, যাহার উপর এত স্নেহ, মমতা তাহাকে কিরূপে নষ্ট করিতে পারি? যে দেহ নষ্ট করিলে যান, বাহন, পরিজন, বিষয়, বৈভব সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে তখন সেই দেহ কিরূপে পরিত্যজ্য হইতে পারে? তাহা যদি না হইল তবে সকল লোকেই যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদের করণীয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মনুষ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের কি করা উচিত? পশুবৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুন অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? কি দেহের সার্থকতাজনক ক্রিয়ার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য? এই ভ্রমাত্মক দেহ যদি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, অনলের দাহিকাশক্তি ও বরফের শীতলত্বগুণ অনুভব করিতে না পারিত, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারিত্ব লাভ করিলে ক্ষতি ছিল না। যখন সেই দেহ কোন অত্যাশ্চর্য্য কারণে সুখ দুঃখ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন অবশ্যই ন্যায় অন্যায় বিচার করিতেও বাধ্য হইয়াছে। এবত এই দেহ জড় ও অচেতন, তাহাতে আবার মুক্তিকারন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ইহাতে যে

সার্থবতা কিছুই নাই তাহা অসত্য, কারণ এই দেহ আরোপিক আধার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহার মুখ্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে জীবন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এখন সাধারণ জ্ঞানে সেই জীবনই যে অস্বভাবিক গুণবিশিষ্ট তাহাই স্থির বলিতে হইবে। এক জন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন (Life is a state of trial not reward) অর্থাৎ মনুষ্যের জীবন পরীক্ষার জন্য ব্যতীত পুরস্কারের জন্য প্রদত্ত হয় নাই।

যদি জীবন পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, তবে কি অভিপ্রায়ে সেই করুণানিদান পরমেশ্বর চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বহুবিধ সুস্বাদু আহারীয় দ্রব্য, সুরম্য হর্ম্ম্য, আত্মীয়-স্বজন, যান, বাহন, শ্বেত, পীত, লোহিতাদি বর্ণাশ্রিত সুদৃশ্য বিবিধ বস্ত্র, সৌগন্ধ, কমল, কোকনদ, কুন্দাদি কুসুমচয়, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মহার্হ পদার্থ সকল সৃজন করিয়াছেন? জীবগণ স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, ইহা কি তাঁহার অভিপ্রেত নহে? অবশ্য ইহা তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু ঐ ভ্রমাত্মক, অনিত্য মিথ্যা বস্তু সকল সত্যজ্ঞানে মানবগণ তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয় কি না, ইহাই তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, নচেৎ ঐ সকল পদার্থ উপভোগের নিমিত্ত, জীবন পুরস্কারের স্বরূপ প্রদত্ত হয় নাই। যে সকল বস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বথা সকলের আবশ্যক তৎসমুদয় কোথা হইতে আসিল, এবং তাহাদের স্রষ্টা কে, "আমি কে" এবং "আমার স্রষ্টাই বা কে" এই সকল বিষয়ের নিয়ত অনুধ্যানে নিরত হওয়া নিতান্ত উচিত। নতুবা পশ্বাদির ন্যায় সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানের বাধ্য হইয়া কিরূপে অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য পদবীতে আখ্যায়িত হইতে পারা যায়।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞান নরাণামধিকং বিশেষো
জ্ঞানেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ ॥
উত্তরগীতা।

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই বৃত্তি চতুষ্টয়, মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি জীব মাত্রেরই আছে। কিন্তু যাহার জন্য মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে তাহাকে জ্ঞান কহে। সেই জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

কিন্তু সেই বহ্বায়াসলব্ধ অমূল্যরত্ন জ্ঞান, মনুষ্য মাত্রেরই উপার্জ্জন করা উচিত। জ্ঞান * নিরাকার, বোধসূচক পদার্থ মাত্র। তাহার লাভ লালসা পরিতৃপ্ত করিতে হইলে শাস্ত্রসমুদ্র দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত মন্থন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অধুনাতন সভ্যগণ অনেকেই প্রায় বলিয়া থাকেন যে, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ ও পুরাণাদি যখন মনুষ্য কৃত, তখন তাহা পাঠ করিয়া আর কি হইবে? এই প্রস্তাবটি যে কতদূর ভ্রমমূলক, তাহা বলা যায় না। কারণ মনুষ্যকৃত ব্যাধি বিধান প্রদায়িনী নিদানোল্লিখিত পথ্য ও ঔষধি যখন বিশ্বাস করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে তাহার আশু উপকার হয়, তখন যে রামায়ণাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। পরন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, যখন এই সকল শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কেহ মহর্ষি, কেহ দেবর্ষি, কেহ রাজর্ষি, কেহ ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন, এবং যাহার

* জ্ঞান যে কি পদার্থ এই পুস্তকের শেষভাগে তাহা বিশেষ রূপে প্রকাশ হইয়াছে।

সাহায্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল লাভ হইয়া থাকে, তখন তাহার আলোচনা করিলে যে নিশ্চয় জ্ঞান লাভ হয়, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র মনুষ্যকৃত বলিয়া অবজ্ঞা করা, একটি প্রধান ভ্রম। বাইবেল বলুন, কোরাণ বলুন বা হিন্দু-দিগের বেদাদি শাস্ত্র বলুন, সকল শাস্ত্রেরই শেষ ফল এক ভিন্ন দুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অজ্ঞাত প্রদেশে গমন সময়ে পান্থজনেরা দিক নির্ণয় হেতু যেমন পথ চতুষ্টয়ের সংযোগ স্থানে অপেক্ষা করে, সেইরূপ শাস্ত্রান্তর অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে স্বধর্ম্ম পুংখ্যানুপুংখ্যরূপে আলোচনা করা বিধেয়। এক ঈশ্বরই যখন সকল ধর্ম্মের সার, তখন বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্বজাতীয় দিগের নিকট অপরিণামদর্শী, লোভী, বিধর্ম্মী, বিশ্বাসঘাতক, রূপে পরিচিত হইয়া পুরীষবৎ অস্পৃশ্য, ঘৃণিত ও অপ্রিয় হওয়া অপেক্ষা মনুষ্যকৃত শাস্ত্রালোচনা করিয়া জ্ঞানলাভ করাই শ্রেয়ঃ ও ইহলোকে মান্য হইয়া যথাবিধি স্বধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করাই সর্ব্বাংশে ভাল। যদি স্বধর্ম্মে থাকিয়া সর্ব্বজাতি সম্মত সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আরাধনা বা তাঁহার তত্ত্বা-নুসন্ধান না হইত তাহা হইলে পর-ধর্ম্মাবলম্বনে কোন ক্ষতি ছিল না। অতএব স্ব স্ব ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে হইলে অগ্রেই দেখা উচিত যে আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম কেন? আমার মৃত্যু হয় কেন এবং অহংপদের বাচ্য কোন্ বস্তু, অর্থাৎ "আমি" শব্দটি কিসে বর্ত্তায়? দেহে আমি শব্দ কখনই প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ যাহা জড়ময়, নশ্বর, এবং মৃত্যুর পর সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট দেহ সত্বেও যখন "আমি" শব্দ স্ফুর্ত্তি পায় না, তাহাকে কখনই "আমি" বলা যাইতে পারে না। আর যে অনির্ব্বচনিয় ক্ষমতা দ্বারা এই

মাংসাস্থিময় দেহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে সেই ক্ষমতা কার, তাহাও দেখা উচিত। কিন্তু, সেই বিষয় অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে, যদি এইরূপ বিশ্বাস হয়, তবে শাস্ত্রোক্ত প্রণালীমতে কার্য্য করাই বিধেয়, নচেৎ প্রাকৃত লোকের ন্যায় অস্থিরচিত্তে একবার ব্রহ্মসমাজে, একবার খৃষ্টিয়ান চর্চ্চে, এক-বার মস্‌জিদে, অথবা চিরপ্রচলিত কুলক্রমাগত প্রথানুসারে কৃতাহ্নিক হওতঃ দেব দেবীর উপাসনা তৎপর হইয়া অবিশ্বাসের সহিত ভ্রমণ করিলে কোন ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাদি কিছুই লব্ধ না হইয়া মানবগণ অতি দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার এই অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কৌশল, সমগ্র জীবনে উপলব্ধি হয় না, তাঁহার অনুসন্ধান কি মনে করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? শাস্ত্রাভ্য-ন্তরে যে একটি নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই নতুবা শাস্ত্রকারেরা কেন পুনঃ পুনঃ দেব দেবীর উপাসনা, জপ, ধ্যান, এবং যোগাদির অনুষ্ঠান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। সেই নিগূঢ় বিষয় জানিতে হইলে দৃঢ় "বিশ্বাস" ভিন্ন, কিছুতেই জ্ঞাত হইবার সম্ভা-বনা নাই। আরও দেখা উচিত যে বিশ্বাস শব্দটি কোন বিষয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পরন্তু বিশ্বাস করায় দোষ কি, আর গুণই বা কি? এবং তাহা কাহারও সাহায্য সাপেক্ষ কি না? যখন এই অলৌকিক কৌশল পরিপূরিত মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সৃষ্টি আমাদের চক্ষের উপর ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইতে দেখিয়াও সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, তখন সেই শাশ্বত-প্রণব-পুরুষ সৃজিত মনুষ্যকৃত শাস্ত্র সকল অবিশ্বাস করি-বার কারণ কি? তাহা কি লোকের অনিষ্টের জন্য প্রণীত হইয়াছে, যে অবিশ্বাসের যোগ্য হইবে? তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। মনে করুন যদি কোন ব্যক্তি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলেন যে আমার একটি

পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহা গতকল্য পিপীলিকার ন্যায় পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। সেই কথায় বোধ হয় কেহই বিশ্বাস না করিয়া, অনায়াসে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া তাড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে যুক্তিদ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তাহা অনায়াসেই সত্য হইতে পারে। কারণ যে বিশ্বসৃক্‌শক্তিবিশিষ্ট বিশ্বস্রষ্টা জলচর মৎস্যের পাখা প্রদান করিয়াছেন, যিনি পাখাশূন্য পিপালিকাকে সময়ানুসারে পাখা প্রদান করেন, যাঁহার অনন্ত কৌশলমাহাত্ম্যে আমাদের এই দেহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে, যাঁহার সমগ্র জগৎকৌশল ভাবিয়া দেখিলে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতজ্ঞান হইতে হয়, তাঁহার দ্বারা যে গাভীর পাখা হইতে পারে না, কোন ক্রমেই তাহা সম্ভব নহে। বক্তা যখন তাহার স্রষ্টা নয় তখন তাহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অতএব যে বিশ্বাস মনুষ্যমাত্রেরই আয়ত্তাধীন, কাহারও সাহায্য সাপেক্ষ নহে, তাহা যদৃচ্ছা প্রয়োগ হইতে পারে। জগৎপাতা জগদীশ্বরের অপার মহিমার পোষক হেতু বিশ্বাস করায় তাঁহার মহিমাবর্দ্ধন ও নির্ম্মল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়। অবিশ্বাস করিলে তাঁহার সেই অপার মহিমার খর্ব্ব করিয়া কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য করা হয়। অতএব উল্লিখিত যুক্তি অনুযায়িক সকল শাস্ত্র বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। কারণ খৃষ্টীয়ান্‌দিগের বাইবেল নামক ধর্ম্মপুস্তকে যীশুখৃষ্টের গুণানুবাদ, হিন্দুদিগের বাল্মিকি-কৃত রামায়ণে ককুৎস্থকুলপ্রদীপ রঘুকুলতিলক ধর্ম্মাত্মা দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের মহিমা বর্ণন, বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতে যদুকুলসম্ভূত লোক-ললাম শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন ও মহাভারতে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন কৃত যোজনচতুষ্টয়ান্তর পদবিক্ষেপকারী বৃহৎকায় অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে শূন্যমার্গে নিক্ষেপাদি বিষয় যাহা কথিত আছে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে

তৎসমুদয় কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু গ্রন্থপ্রণেতাগণ তাহাদের স্রষ্টা নহেন। যিনি মেদ, মাংস, মজ্জা, ত্বক্, অস্থি, শোণিত ও শুক্র এই সপ্তধাতু বিশিষ্ট দেহকে মৃত্তিকারসে ভ্রম করাইতেছেন, তিনি সকলই করিতে পারেন, সকলই হইতে পারেন ও তাঁহাতে সকলই সম্ভব। যিনি যীশুখৃষ্ট রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মে পায়-গম্বররূপে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, তিনিই হিন্দুদিগের রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ বরাহ, বামন ও কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই ॥

প্রমাণ যথা—

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ১ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ২ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৩ ॥

ভগবদ্গীতা।

আমি অজ (জন্মরহিত) অব্যয়াত্মা (অক্ষয়) এবং ভুতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় মায়া দ্বারা সম্ভূত (অব-তীর্ণ) হইতেছি ॥ ১ ॥ হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তৎকালে আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ২ ॥ সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কর্ম্মিদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রয়োজন হেতু আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥ ৩ ॥

স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য কি না, আর তাহাতে দোষ গুন কি।

শাস্ত্রপ্রমাণ। যথাঃ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

ভগবদ্গীতা।

স্বধর্ম্ম যদ্যপি উত্তমরূপে প্রতিপালন করিতে না পারা যায় তাহাতেও মঙ্গল হইবার সম্পুর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু পরধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও অমঙ্গল ভিন্ন কখন মঙ্গল হইতে পারে না, অতএব স্বধর্ম্মে মরণও ভাল কিন্তু পরধর্ম্ম অতি ভয়জনক॥

—

যুক্তি।

সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, যে যখন আমরা মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন পিতা মাতা ভিন্ন রক্ষা করিতে আর আমাদের কেহই ছিলেন না। মাতার স্তনদুগ্ধ ভিন্ন জীবনরক্ষার উপায় আর কিছুই ছিল না। পশ্বাদির দুগ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু পিতা মাতার সাহায্য ব্যতীত তাহা লব্ধ হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। পিতা মাতা আমাদের সম্পূর্ণ নিঃসহায় এবং ক্ষমতাহীন অবলোকন করিয়া, নির্দ্দয় ব্যভিচারিণীদের ন্যায় যদি নষ্ট করিতেন, তাহা হইলে এখনকার সভ্য বন্ধুগণের সহিত কিরূপে আমরা পরিচিত হইতাম? কিরূপে আমরা আর্য্যগণের, আর্য্যধর্ম্মের এবং আর্য্যশাস্ত্রের অনাদর করিতে সক্ষম হই-তাম? আমাদের অভিনব মত সকল, অভিনব বিদ্যা, অভিনব জ্ঞান, অভিনব পরিচ্ছদ, অভিনব খাদ্য, অভিনব বক্তৃতা ক্ষমতা ও অভিনব

আচার ব্যবহার কোথায় থাকিত? সভ্যতা লাভানন্তর সর্পত্বকের ন্যায় আমরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব এই প্রত্যাশায় তাঁহারা কি আমাদের লালন-পালন করিতে বাধ্য ছিলেন? তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আর সে সময়ে আমাদের নষ্ট করিলে, তাঁহাদের রাজদণ্ডের কোন আশঙ্কাই ছিল না, যে হেতু সে অবস্থায় পিতা মাতা ভিন্ন আমাদের সে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে, ধরায় আর কেহই ছিলেন না। আরও মনে করুন যদি কোন সদ্যোজাত শিশুকে, নির্জ্জন বনমধ্যে কোন একটি অট্টালিকায় রাখিয়া, প্রত্যহ নিয়মানুসারে তাহার পানীয় দুগ্ধাদি এবং আহারীয় দ্রব্যাদি কৌশল ক্রমে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই শিশু, পিতা মাতার কিম্বা অন্য মনুষ্যের বাক্যালাপ শ্রবণ না করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক জন ধীশক্তি সম্পন্ন ধার্ম্মিক মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হইবে? কি পশ্বাদির ন্যায় গণ্য হইবে? সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে পশুবৎ ভিন্ন মনুষ্যবৎ আচার ব্যবহার হওয়া কোন রূপেই তাহার সম্ভব হইতে পারে না। আর সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখিলে যখন পিতামাতার কোন দণ্ডাজ্ঞার ভয় নাই, তখন অনায়াসেই তাঁহারা মূর্খ করিয়া রাখিতে পারেন। অথবা সে বিষয়ের নিমিত্ত কেহই তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। অতএব যাঁহাদের দেহ হইতে আমাদের দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, যে মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া আমরা বলিষ্ঠ হইয়াছি, যাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছি, ভরণপোষণ বিষয়ে শৈশবাবস্থায় কোন অপ্রতুল ছিলনা, শিশুকালে যাঁহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়া আমাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছে, যাঁহাদের কৃপা, পরিশ্রম এবং অর্থ সাহায্যে বিদ্যালাভ ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়াছে, ও এতাবৎকাল স্বধর্ম্মে রহিয়াছি তবে আজ কেন সেই পূজ্যপাদ জনক জননীর হিতকরী যুক্তি ত্যাগ করিয়া

অপরিণামদর্শী মূঢ় ব্যক্তিগণের ন্যায় অসার যুক্তির বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা-করি? কি প্রত্যাশায় তাঁহারা আমাদের নিমিত্ত এতকাল এতাধিক কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্যছিলেন?

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্"

কেবল পুত্রদত্ত পিণ্ড প্রয়োজন হেতু মুনিঋষিগণ দারপরিগ্রহ করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতেন, কিন্তু আশ্রমীদিগের তাহাই যে একমাত্র কারণ তাহা নহে।

যে পুত্রকামনায় দার পরিগ্রহ করিতে হয়, যাহাকে শত্রু হস্ত হইতে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, যাহার সুখে সুখী এবং দুঃখে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে হয় এবং যে পুত্রের উন্নতি হইলে পিতা মাতার আনন্দের আর সীমা থাকে না, সেই পুত্রের প্রতি অপরিসীম স্নেহের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে যে কি নিহিত আছে তাহা একবার না ভাবিয়াও সেই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া সময়ে সময়ে অতুল আনন্দ অনুভব করেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সেই পুত্র বার্দ্ধক্যে সেবা শুশ্রূষা করিবে, ও স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া পরে জনক জননীর অন্তে প্রেতক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডদান * ও সৎকীর্ত্তি সকল লোপ না করিয়া, সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল রাখিবে, কেবল এই বিশ্বাসই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন বলিতে হইবে। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর্ব্বে আমাদের একবার ঐ সকল বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। প্রাগুক্ত বিষয় আলোচনা না করিয়া যে পুত্র তাঁহার নির্দ্দোষী পিতামাতার চির-বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে সেই পুত্র বিশ্বাসঘাতক, নরাধম, ও কৃতঘ্ন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এক্ষণে পিতামাতার তুল্য হিতৈষী মিত্র, শ্রেষ্ঠ

* শ্রাদ্ধ তর্পণাদির কি প্রয়োজন তাহা দ্বিতীয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

গুরু ও জীবনের রক্ষক এ জগতে আর কাহাকেও যখন লক্ষিত হয় না, তখন তাঁহাদের সেই চিরবিশ্বাস ভঙ্গ জন্য পুত্রকে যে ফল ভোগ করিতে হইবে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি মিত্রের অনিষ্টাচরণ, উপকার অস্বীকার, ও বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া যথেচ্ছাচারী হয়, তাহাকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব পিতামাতার চির অভীপ্সিত কার্য্য, ও প্রবর্ত্তিতধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রতি-পালনীয়।

ধর্ম্ম যখন একটি পবিত্র আশ্রয় বলিয়া সকল জাতির জ্ঞান আছে, এবং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে পরস্পর অধিকাংশ লোকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নিজের ও ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, তখন কিয়দংশ কার্য্য নাস্তিকসদৃশ, কিয়দংশ হিন্দুদের মত ও কিয়দংশ ব্রাহ্ম, ম্লেচ্ছ ও যবনদিগের মত, অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ চরমে পরমপদলাভ লালসায় বঞ্চিত হওতঃ কঠোর জঠরযন্ত্রনা বারম্বার ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে ফল কি ?

পরস্পার ধর্ম্মের নিন্দা করা একটি ভয়ানক দোষ।

কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি শৈব, কি সৌর বা গাণপত্য অথবা যবন কিম্বা ম্লেচ্ছ ইহাঁদের পরস্পর ধর্ম্মের নিন্দা করা একটি ভয়ানক দোষ বলিয়া জ্ঞাতব্য। যেহেতু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। যিনি যীশুখৃষ্ট, তিনিই হিন্দুদিগের কৃষ্ণ, তিনিই রাম, রহিম, শিব, দুর্গা এবং তিনিই সেই ব্রহ্ম, আর তিনিই সকল জাতীর সকল দেবতা এবং তিনিই এই জগৎব্রহ্মাণ্ড। তবে মাত্র ভাষাভেদে এবং কুলপ্রচলিত মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে বলিয়া, স্ব স্ব উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্যবর্দ্ধনের জন্য, পরস্পর কাহারও দ্বেষ করা

যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না, আর তাহাতে নরক হইবার সম্ভাবনা। সে বিষয় পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।

উভৌ তৌ নরকে যাতো ভারিণাং ভার ভঙ্গবৎ ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত হইয়া যে শঙ্করদ্বেষী হয়, ও শঙ্করের ভক্ত হইয়া যিনি বিষ্ণুদ্বেষী হন, ইহাঁরা উভয়েই ভারীর ভার ভঙ্গের ন্যায় নরক গামী হন। যেমন ভারীর একটি কলস ভঙ্গ হইলে অপরটিও তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ উভয়েই অপরিণামদর্শীরন্যায় দ্বেষ প্রকাশ করিয়া উভয় কুলচ্যুত হন।—

অপিচ বিষ্ণুসহস্র নামের শেষভাগে ব্যক্ত আছে। যথাঃ—

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং।

সর্ব্বদেব নমস্কারং কেশবং প্রতিগচ্ছতি ॥

যেরূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়া সকল জল সাগরে মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ যেখানে যে দেবতাকে প্রণাম করা হউক না কেন সকলই কেশবেতে বর্ত্তায়।

যখন আর্য্য জাতীর সদ্গতি লাভের শাস্ত্ররূপ সোপান অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, চিত্তের কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও অনভিজ্ঞতা দূরীভূত করিবার বিশেষ সদুপায় রহিয়াছে, যখন নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনাদির আবশ্যক কি, তাহার অর্থ কি, করায় ফল কি, ও না করিলে ক্ষতি কি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বিদিত হইবার উপায় রহিয়াছে তখন সেই আর্য্যশাস্ত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা পরিবাদ করিয়া বিধর্ম্মাবলম্বী হওয়া কি সহজ ভ্রম? শালগ্রাম-শীলার মস্তকোপরি সচন্দন তুলসী প্রদান, এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,

নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করায় সেই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় কি না, আর হস্ত পদবিশিষ্ট স্বাকার প্রতিমূর্ত্তিতে, (যাহা দেব দেবী রূপে পূজিত হয়) ঈশ্বরত্ব আছে কি না তাহা ক্রমান্বয়ে এই পুস্তকের দ্বিতীয় প্রকরণে মীমাংসা করা হইয়াছে। ভরসা করি পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া হিন্দু-শাস্ত্র বিশ্বাস্য কি না অনায়াসেই অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন।

বিচার—ভ্রম সংশোধন।

হিন্দুশাস্ত্রে বহুবিধ জটিলতাথাকায় অনেকেই তাহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া অনাদর করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই জটিলতার দ্বারা কোন উপকার হয় কি না তাহার অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া সারসংগ্রহ করিতে কেহই চেষ্টা করেন না। অনায়াসলব্ধ অব্যবস্থিত কার্য্যই সকলের প্রিয়। সুতরাং দুই একটী শাস্ত্রোক্ত বিচারের কারণ নির্দ্দেশ করা উচিত। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন যে "জপাৎ সিদ্ধি,র্জপাৎ সিদ্ধি, র্জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ" অর্থাৎ জপেতে করিয়া মনুষ্যগণ সিদ্ধ হইবেক ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আবার পূর্ব্বোক্ত শঙ্কর উক্তির বিশেষ পোষকণীয় একটী বচন ভগবদ্গীতার বিভূতি যোগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি" অর্থাৎ যজ্ঞ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞরূপ যে জপ তাহাই আমি। সেই জন্য আমি বাহ্য পূজা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে জপ করিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ তখন জপে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই রূপ চিন্তা করি যে সেই বেদান্ত সিদ্ধান্ত যে মহাপুরুষ তাঁহার সহিত জপের কোন সংযোগ আছে কি না? সন্দিগ্ধ চিত্তের স্থৈর্য্য হেতু বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে দেখিলাম মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আত্মজ্ঞান নির্ণয়ে লিখিত রহিয়াছে "ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমা দুপবাস শতৈরপি" অর্থাৎ জপ, হোম কিম্বা শত শত উপবাস করিলে

কখন মুক্তি হইতে পারে না। আরও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ দেব বলিয়াছেন "শরীর কৃতং অকৃতং মনঃকৃতং কৃতং" অর্থাৎ বাহ্য শরীর দ্বারা যে জপাদি কার্য্য করা হয় তাহাতে কিছুই উপকার হইতে পারে না। কিন্তু মনের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই ফলপ্রদ হয়। শাস্ত্রের এইরূপ বিচিত্র গতি দেখিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় হইতে হইল। নির্ব্বাত সরসী-সলিল, বিক্ষিপ্ত উপলচয় দ্বারা বিতাড়িত হইয়া, যেরূপ অসংখ্য তরঙ্গশ্রেণী উত্থিত করে, আমার চিত্তও তদনুযায়িক হইল। কারণ কর্ব্বুরকুলান্ত-কারী-ককুৎস্থ-কুলগুরু মহাভাগ বশিষ্ঠ দেব যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। যখন কুলগুরুপ্রদত্ত অভীষ্ট দেব-দেবীর নাম, অথবা হরিনাম, দুর্গানাম কিম্বা রামনাম জপ করা যায় সেই সময়ে বহুবিধ সাংসারিক চিন্তায় মন আন্দোলিত হইতে থাকে অথচ জপের কোন প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং এরূপ জপ করিলে কি ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা? এই হেতু মনঃ দ্বারা সম্পাদ্য যে ধ্যান, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। শরীরকৃত জপ পরিত্যক্ত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। এই রূপে একাগ্র-চিত্তে নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ, শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি, হরপার্ব্বতীর অপরূপ রূপকান্তি প্রতিনিয়ত ধ্যান করিতে লাগিলাম, চিত্ত সংযত হইল ও মনের আনন্দবর্দ্ধন হইল। কিন্তু আবার হরিষে বিষাদ উপস্থিত, কারণ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত একটি শ্লোক নয়ন গোচর হইল। যথা—

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষ সাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্॥

যদি মনঃকল্পিত দেবদেবীর মূর্ত্তি জীবের মোক্ষসাধিকা হয়, তবে স্বপ্নকালীন কল্পনা দ্বারা যে মনুষ্যগণ রাজ্যপ্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা তাহারা রাজা

না হইয়া স্বপ্নান্তে কেন তাহারা স্ব স্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ স্বপ্ন যেরূপ মনঃকল্পিত ভ্রমমূলক চিন্তা, যুক্তি অনুসারে ধ্যানভাবও তদ্রূপ, কারণ মনের চিন্তাতে যদি সকল বিষয় সিদ্ধ হইত, তাহাহইলে এ জগতে কোন বিষয়ই জীবের দুষ্প্রাপ্য হইত না।

অপিচ,

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্॥

ব্রহ্মরূপ যে সদ্ভাব তাহাই উত্তম, ধ্যান ভাব মধ্যম, জপ ও স্তুতিভাব অধম এবং শৌচাচার ও বাহ্যপূজাদি অধমাধম বলিয়া জ্ঞাতব্য।*

পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে মধ্যম, অধম এবং অধমাধম ভাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপ যে সদ্ভাব তাহাতেই প্রবৃত্ত হইবার জন্য, শাস্ত্রালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কারণ শাস্ত্রসাহায্য ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই, তাহা আমার বিশেষ ধারণা ছিল। পরে সেই ব্রহ্মরূপ সদ্ভাব যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদনুযায়িক কএকটি বচন প্রাপ্ত হইলাম। যথা—

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থময় এই জগৎ মায়া কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা উক্ত হইয়াছে এবং সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে এক মাত্র সত্য পদার্থ জানিয়াই জীব সুখী হয়েন।

---

*ইহার প্রকৃতার্থ দ্বিতীয় প্রকরণে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ এক ঈশ্বর দ্বিতীয় নাস্তি।*

অপিচ, হিমালয়ের প্রতি ভগবতীর উক্তি। যথা—

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং।
নির্গুণং পরমং জ্যোতি সর্ব্ব ব্যাপ্যেক কারণং॥
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধ বিমুক্তয়ে॥

ভগবতী গীতা॥

হে তাত! আমি ত্রিগুণাতীত, আমার অংশ নাই, আমি পরিপূর্ণ-রূপে অবস্থান করিতেছি। আমার রূপ অতি সূক্ষ্ম সুনির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় যাহা বাক্যের অতীত, আমি বিকল্প রহিত,, আমার আদি নাই, আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ বিগ্রহ। মুমুক্ষু লোকেরা আমাকে এই রূপ ধ্যান করিয়া দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

এই নিমিত্ত মনঃকল্পিত রূপাদি ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে যত্নবান হইলাম। কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপে নিষ্পন্ন করিতে হয়, অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল সময়ে সময়ে "ব্রহ্ম ব্রহ্ম" বলিয়া শব্দ করি, কখন বা নেত্র মুদ্রিত করিয়া উপবেশন করতঃ মনে মনে চিন্তা করি, যে আমার ব্রহ্ম ভাবনারূপ যে সদ্ভাব তাহাই ইহাদ্বারা সাধিত হইতেছে। কিন্তু দুর্নিরুদ্ধ মন, জপকালীন অপেক্ষা, অধিকতর চিন্তিত হইল। তখন আমি অবিচার্য্য চিত্তে স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম, যে এরূপ ব্রহ্ম উপাসনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাকে ব্রহ্ম উপাসনা কখন বলা যাইতে পারে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ইহ-

*ইহার তাৎপর্য্যার্থ [illegible]তীয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

কাল এবং পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মানুভব একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান। তাহাতে সক্ষম হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যাইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে ঘোর তামসময়ী রজনীতে হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য, জল, তৈল, ইক্ষু, পক্ষী, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিবা মাত্র সেই ব্যক্তি যেরূপ ঐ প্রত্যেক বস্তু পৃথক্ পৃথক্রূপে অনুমান করিতে সক্ষম হন, সেই রূপ "ব্রহ্ম" শব্দটি উচ্চারণ করিলেই যদি কেহ তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রমাণ যথা।--

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ
বিনা পরোক্ষানুভবং ব্রহ্ম শব্দৈর্ন মুচ্যতে॥

বিবেকচূড়ামণিঃ॥

যেরূপ পীড়িত ব্যক্তির ব্যাধি, বিনা ঔষধ সেবনে কেবল "ঔষধ," "ঔষধ" এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে নাশ পায় না, সেই রূপ পরোক্ষানুভব ব্যতিরেকে (অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতে না পারিলে) কেবল "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" এই রূপ শব্দ উচ্চারণ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।—

অপিচ,

উত্তরগীতা—

"অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং"॥

শ্রুতি

"যদ্বাচা ন মনুতে," যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে,"
"যন্মনসা ন মনুতে"॥

অর্থাৎ যিনি তর্কের অবিষয়, বাক্যাতীত এবং যাঁহাতে বাক্য নিবর্ত্ত হয়। আর যিনি অবিজ্ঞেয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা কেহই যাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না।

এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা সকল আশা ভঙ্গ হওয়াতে, তখন সদ্ভাব যে ব্রহ্মভাবনা, তাহা আমাকে অগত্যা পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং পুনরায় অধমাধম ভাব যে বাহ্য পূজাদি, অতি সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। সেই সময় হইতে কিছুকাল আমি সন্ধ্যাহ্নিক, বাহ্য পূজা, জপ, ধ্যান, ইত্যাদিরূপ ভক্তি যোগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম। আর নিম্নোল্লিখিত শ্লোক পাঠান্তে আমার অব্যভিচারী ভক্তির উদয় হইল। যথা—

"কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরাগতিঃ"।
"নাস্তি যজ্ঞাদি কর্ম্মাণি হরের্নামৈব কেবলং"।
"কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" ॥

অর্থাৎ কলিতে ভাগীরথী গঙ্গা মুক্তিদান করিতে সক্ষম, গীতা পাঠই পরম গতি স্বরূপ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, কেবল হরিনামামৃত পান করাই বিধেয়, কলিতে মনুষ্য মাত্রেরই মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ বিশেষরূপে অবগত হওয়াতে অতিশয় আনন্দ অনুভব হইল এবং সকল কার্য্যই নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠান করিতে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু ভক্তগণের নিকট নানাবিধ ভক্তির লক্ষণ শ্রবণ করাতে প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে পশ্চাদুক্ত শ্লোক দুইটি বিবেকচূড়ামণিঃগ্রন্থে নয়ন গোচর হইল। যথা—

"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"।
"স্ব স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে" ॥

মোক্ষের কারণ-ভূত সামগ্রীর মধ্যে একা ভক্তিই প্রধান এবং স্ব স্ব রূপের অনুসন্ধানই (অর্থাৎ আমি কে এবং আমার রূপই বা কিরূপ প্রকার) প্রকৃত ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তি রিত্যপরে জগুঃ"।

"উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ"॥

অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আপনাতে যে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান তাহাই যথার্থ ভক্তি কিন্তু যিনি উক্ত সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে অধিকারী, নচেৎ মোক্ষের অভিলাষ বৃথা॥

সাধন চতুষ্টয় কাহাকে বলে। যথা—

নিত্যা নিত্যবস্তুবিবেকঃ॥ ১॥
ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ॥ ২॥
শমদমাদিষট্কসম্পত্তিঃ॥ ৩॥
মুমুক্ষুতা॥ ৪॥

প্রথম। নিত্য ও অনিত্য এই পদার্থদ্বয়ের বিচার।

দ্বিতীয়। ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগের ইচ্ছারাহিত্য।

তৃতীয়। শমদমাদি ষট্‌সংখ্যক সম্পত্তি।

চতুর্থ। মুমুক্ষুতা।

এবম্বিধ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি স্ব স্ব রূপের অনুসন্ধান করিতে যোগ্য হন এবং তাঁহাকেই প্রকৃত ভক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে দেখিলাম যে, যোগাদির অনুষ্ঠান, মুক্তির একটি শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু

সেই যোগ বিবিধ প্রকার। যথা—মন্ত্র-যোগ, হট-যোগ, লয়-যোগ, রাজ-যোগ, কর্ম্ম-যোগ, সাংখ্য-যোগ, ভক্তি-যোগ ইত্যাদি। তাহার মধ্যে সমাধি-যোগ এবং কুম্ভক-যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে মনাদির লয় হইয়া যায়, তাহাতে আর বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না। এবং সেরূপ সিদ্ধ যোগীর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। চিত্তের একাগ্রতা দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত হইলেই সমাধি-যোগে সিদ্ধি হয়, এবং ব্যাপক কাল প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বায়ু একেবারে নিরোধ হওয়াতে কুম্ভক-যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই উভয় যোগই মুক্তিপ্রদ তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই, তত্রাচ ইহাকেও জ্ঞানি-ব্যক্তিগণ তৃণের ন্যায় অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রমাণ। যথাঃ—

একাগ্রতা নিরোধোবা মূঢ়ৈরভ্যস্যতে ভৃশম্।
ধীরাঃ কৃত্যং ন পশ্যন্তি স্বপ্নবৎ স্বপদে স্থিতাঃ ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

যাহারা সম্পূর্ণরূপে চিত্তের একাগ্রতা কিম্বা বায়ুনিরোধ করিতে অভ্যাস করেন তাঁহারা নিতান্ত মূঢ়, কারণ জ্ঞানিব্যক্তিগণ স্বপদে অর্থাৎ (ব্রহ্মপদে) স্থিত হইয়া সমুদয় বস্তু স্বপ্নসদৃশ জ্ঞান করাতে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই দেখিতে পান না।

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম্মণা নো-ন বিদ্যয়া
ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা।

বিবেকচূড়ামণিঃ।

যোগের দ্বারা, সাংখ্য দ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা কিম্বা বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না। ব্রহ্ম এবং আত্মারঐক্য সাধন দ্বারা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

শাস্ত্রসকল উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করুন, দেবতাগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুন, বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করুন, কিম্বা দেবদেবীর উপাসনাতৎপর হউন, কিন্তু জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞান ব্যতীত শত ব্রাহ্মকল্পকালেও মুক্তিলাভ হইবে না।

এক্ষণে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য সাধন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইবে বিবেচনা করিলাম। কিন্তু নিম্নোল্লিখিত শ্লোক পাঠে তাহাও অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। যথা—

যোগো জীবাত্মনো রৈক্যং পূজনং শিব কেশবৌ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগা ন চ পূজনং॥

জীবের সহিত আত্মার ঐক্যসাধন রূপ যে যোগ তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ এবং সকল পূজার মধ্যে শিবপূজা এবং বিষ্ণুপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু যে জ্ঞানি ব্যক্তির এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, তাঁহার পক্ষে যোগও নাই এবং পূজাও নাই।

আমার সে জ্ঞান কোথায়, যদ্দ্বারা আমি দেবদেবীর পূজা, যোগাদির অনুষ্ঠান এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি? পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সেই পরম বস্তুকে অনুভব করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তখন সে বিষয়ে কীটানু-কীট অপেক্ষা অধম হইয়া আমি কিরূপে সক্ষম হইতে পারি।

প্রথম প্রকরণের সমালোচনা।

আর্য্যশাস্ত্র প্রকৃত একটি রত্নাকর স্বরূপ। অনুসন্ধান করিলে ইহাতে

না পাওয়া যায় এমন কোন বস্তুই নাই। আর শাস্ত্রপ্রণেতাদের অলৌকিক বুদ্ধি কৌশলের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা জ্ঞাত হইতে পারিলে, এমন কি, তাঁহারা ব্যতীত পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ উপলব্ধি হয় না। তাহার যৎকিঞ্চিৎ সাধারণের বিদিতার্থ, এই বিচার উপলক্ষে উপাসনা, যোগ, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানের পৃথক্ পৃথক্ মতামত প্রদর্শন করা হইল। আরও শাস্ত্র-প্রমাণ এবং সেই সকল প্রমাণানুযায়িক বিশেষ অজ্ঞাতযুক্তি আবিষ্কারপুরঃসর সাকার নিরাকার প্রভৃতি যত প্রকার উপাসনার প্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে, সকল মত খণ্ডন করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মানুভব ব্যতিরেকে পুত্তলিপূজার বিধি কেহই সংস্থাপন করিতে পারেন না। সেই হেতু অধুনাতন সকল লোকের মনে আর্য্যগণকৃত পৌত্তলিকধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানমূলক এবং অতিকুৎসিত দোষাবহ কুলক্রমাগত প্রচলিত প্রথা বলিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। যে সকল বিষয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রদর্শনের দ্বারা ত্যজ্যরূপে সপ্রমাণিত হইল, তাহার মধ্যে একটি বিষয়ও ত্যজ্য নহে, বরং দেবাদিদেব মহাদেবেরও গ্রাহ্য বলিতে হইবে। তাহা বিশিষ্ট যুক্তিসহকারে দ্বিতীয় প্রকরণে মীমাংসিত হইয়াছে। এখন তাহার কিয়দংশ ব্যক্ত করা হইতেছে। যথা—

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥

উত্তরগীতা।

ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র অগ্নিই দেবতা, যদ্দারা যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়াথাকে। আর সাগ্নিক্ দ্বিজগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া যে অগ্নি সেবন করিয়া থাকেন, সেই অগ্নি তাঁহারা যাবজ্জীবন রক্ষা করিয়া যাবতীয় যজ্ঞ,

হোম এবং উপনয়নাদি সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, পরে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সেই অগ্নি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র অগ্নিই তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দেবতারূপে জ্ঞাতব্য। আর মুনিগণের হৃদয়স্থিত আত্মাই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ আত্মানুভব করিতে সক্ষম না হওয়াতে কেবল মৃত্তিকা, ধাতু এবং পাষাণময়ী প্রতিমা পূজার বিধি হইয়াছে। এবং সমদর্শী যোগিগণ সমস্ত পদার্থে অর্থাৎ প্রতিমা, অগ্নি, নিজদেহ, পরদেহ এবং মৃত্তিকাদিতে ব্রহ্মানুভব করিয়া থাকেন। যদি ঐরূপ সকল বস্তুতেই ব্রহ্মানুভব করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সমদর্শী বলিয়া কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মানুভব এবং পার্থিবপদার্থ অনুভব উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট জ্ঞান, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রপ্রমান এবং বিশিষ্ট যুক্তিদ্বারা যদ্যপি সকল বস্তুতে ব্রহ্মের সত্তা সপ্রমাণিত হয়, আর যাঁহারা ব্রহ্মানুভব করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহারা যদি (ব্রহ্মজ্ঞান অভাবে) মৃন্ময়াদিজ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক ফুল বিল্বপত্রাদি অর্পণ করেন, তাহা হইলে কি ব্রহ্মের পূজা করা হয় না? অমৃত না জানিয়া বিষজ্ঞানে অমৃত পান করিলে কি অমর হয় না? বিষ না জানিয়া অমৃতজ্ঞানে বিষ পান করিলে কি মৃত্যু হয় না? বিষমিশ্রিত দুগ্ধ, না জানিয়া দুগ্ধবোধে পান করিলে তাহাতেও কি মৃত্যু হয় না? অবশ্য হয়। সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা যদ্যপি যৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মানুভব করিতে না পারিয়া, মাত্র পৃথক্ পৃথক্ বস্তু, অর্থাৎ মৃন্ময়াদি পুত্তলিকা জ্ঞানে পূজাদি করিলে অবশ্য সেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মেরই পূজা করা হয় ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।

অতএব যে শাস্ত্রমতে দেবদেবীর উপাসনা হইতে ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত

বিচার করিয়া সন্দেহদোলায় দোদুল্যমানচিত্তের কুসংস্কার দূরীভূত হয় না, তাহার উপর কিরূপে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়, এইরূপ প্রশ্ন প্রায় সকল হৃদয়েই উদয় হইতে পারে। কিন্তু যে সকল অকথ্য বিষয় লইয়া মূঢ়েরা হিন্দুশাস্ত্রের উপর দোষারোপ করে সেই সকল বিষয় প্রশ্ন-নির্ব্বিশেষে এই পুস্তকের প্রথম প্রকরণেই সংস্থাপিত হইল। এবং দ্বিতীয় প্রকরণে তাহা সম্যক্ যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন না, যে অধুনাতন সভ্যগণ কৃত এরূপ কোন নূতন কূটার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহা হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্যে মীমাংসা হইতে পারে না। ভরসা করি পাঠকমহোদয়গণ মনযোগ পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে অনায়াসেই বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।--

প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত।

হরি ওঁ তৎসৎ

আর্য্যশাস্ত্রের মুক্তদ্বার।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা।

"বসুদেবসুতং দেবং কংস চানূর মর্দ্দনং।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুং" ॥ ১ ॥

বসুদেবপুত্র, দিব্যমূর্ত্তি, কংসচানূমর্দ্দক তথা দেবকীর পরমানন্দ, জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং" ॥ ২ ॥

যাঁহার কৃপাতে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া যায়, আমি সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতস্তুন্বন্তিদিব্যৈ স্তবৈর্বেদৈঃ
সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ" ॥ ৩ ॥

যাঁহাকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মহাদেব ও বায়ু দিব্যস্তবে স্তব করেন,

সামবেদাধ্যায়ীরা অঙ্গ, পদ, ক্রম * এবং উপনিষৎসহ বেদসমূহ দ্বারা যাঁহাকে গান করেন, যোগীরা ধ্যানাবলম্বনে ও তদ্গত মনে যাঁহাকে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত অবগত নহেন সেই শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩ ॥

"সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তমগোচরম্"।
"গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্" ॥ ৪ ॥

"নিখিল বেদান্তনিষ্পন্ন ভাব যাঁহার বিষয়ীভূত, অথচ যিনি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, সেই পরমানন্দরূপ সদ্গুরু গোবিন্দকে প্রণাম করি" ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তোমমাব্যয়মনুত্তমং ॥ ১ ॥

ভগবদ্গীতা।

আমি অব্যক্ত, কিন্তু প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হওয়াতে মূঢ় লোকেরা আমাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু আমার অব্যয় এবং অনুত্তম পরম ভাব তাহারা জানিতে পারে না ॥ ১ ॥

নাহংপ্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥ ২ ॥

ভগবদ্গীতা।

আমি যোগ মায়াতে সমাবৃত থাকিয়া সকলের নিকট প্রকাশবান্ হওয়াতে মূঢ়লোক আমাকে স্বপ্রকাশ ও বিনাশহীন বলিয়া জানিতে পারে না ॥ ৩ ॥

---

* বেদ পাঠের নিয়ম বিশেষ।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূত মহেশ্বরং॥ ৩॥

ভগবদগীতা।

আমার পরমাত্মতত্ত্ব এবং সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরত্ব না জানিয়া অজ্ঞ লোকেরা আমাকে মানুষিক দেহধারী বলিয়া বোধ করে॥ ৩।

সকল ভূতে, সকল জীবে, বৃক্ষাদিতে এবং প্রস্তর, ইষ্টক ও লৌহাদিতে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারূপে অবস্থিতি।

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ১॥

ভগবদ্গীতা।

সকল স্থলে সমান-দর্শনকারী ও যোগেতে সমাহিত চিত্তবিশিষ্ট সাধক আত্মাকে সকল প্রাণীর অন্তর্গত এবং জীব সকলকে আপনার আত্মাতে দেখিয়া থাকেন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং" এরূপ উক্ত হওয়াতে পাছে লোকে কেবল জীবমাত্রেই আত্মার অবস্থিতি জ্ঞান করেন, সেই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবলের হিতার্থে প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়িপশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

ভগবদ্গীতা।

যিনি সকল স্থানে আমাকে এবং আমাতে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমিও বিনষ্ট হই না এবং তিনিও আমার পক্ষে বিনষ্ট হন না।

পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে আত্মা পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত যাহাতে সকলে এরূপ বিবেচনা না করে, সেই নিমিত্ত পুনশ্চ ব্যক্ত করিতেছেন।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়িবর্ত্ততে॥

ভগবদ্গীতা।

যিনি সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে এক (অদ্বিতীয়) ভাবে ভজনা করেন তিনি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন আর আমাতেই লয় প্রাপ্ত হন।

সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন পশ্যেজ্জনার্দ্দনং।
জ্ঞান চক্ষুর্বিহীনত্বা দন্ধঃ সূর্য্যবিমোদিতং॥

উত্তরগীতা।

যেমন সূর্য্যোদয় হইলেও অন্ধ ব্যক্তি দিবাকরকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ জ্ঞান চক্ষুর্বিহীনত্ব হেতু অজ্ঞানান্ধ জীবসমূহ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ প্রশান্ত জনার্দ্দনকেও দর্শন করিতে সক্ষম হয় না।

ঈশ্বর সকল বস্তুর অন্তর্গত।

তদ্যুক্ত মখিলং বস্তু ব্যবহার স্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত আত্মবোধ।

সেই ব্রহ্মের সহিত অখিলবস্তুগণ যুক্ত আছে এবং যাবতীয় ব্যবহার তদ্দ্বারাই অন্বিত হইয়াছে, যে প্রকার দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ঘৃত ব্যাপ্ত থাকে সেই প্রকার ব্রহ্ম পদার্থ সর্ব্বগত হইয়াছেন।

ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্যলক্ষণং ॥

উত্তরগীতা।

যিনি ঊর্দ্ধাধো মধ্যদেশাদি সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত আছেন অর্থাৎ যিনি চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিব্যাদি ভূতভৌতিক পদার্থ সমূহের অন্তর্ব্বাহে পরিপূর্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আত্মা। যে ব্যক্তি আত্মাকে তাদৃশ রূপে ধ্যান করেন তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন, তাদৃশ ভাবনাই সালম্ব সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞাতব্য।

আকাশোহ্যবকাশশ্চ আকাশ ব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্মউচ্যতে ॥

উত্তরগীতা।

এই আকাশ অবকাশস্বরূপ অর্থাৎ শূন্য স্বভাব, কিন্তু এই অবকাশ-স্বরূপে এমন কোন অদৃশ্য পদার্থ আছে যাহাতে শব্দ গুণ অনুমিত হয়। তাহাকেই আকাশ কহা যায়। যিনি সেই আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী অথচ শব্দ গুণ রহিত তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়েন।

বহিরন্ত র্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

যেমন আকাশ এই চরাচর বস্তু সমূহের বাহ্যাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদায় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষি স্বরূপ যে আত্মা, তিনি ইহার অন্তর্বাহে অবস্থিতি করিয়া, আকাশাদি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাপ্যভাসয়ন্নিখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নি প্রতপ্তায়স পিণ্ডবৎ॥

আত্মবোধ।

যে প্রকার অগ্নি প্রতপ্তলৌহপিণ্ডের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম বস্তু, সকল পদার্থের অন্তর বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসার প্রকাশ পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্ম কাহাকে বলে।

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপ গুণ বর্ণাখ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥

আত্মবোধ।

যে বস্তু সূক্ষ্ম ও স্থূল, হ্রস্ব ও দীর্ঘ, জন্ম ও বিনাশশীল কিম্বা রূপ গুণ বর্ণাভিধান বিশিষ্ট নহে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন।

যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদংভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥

আত্মবোধ।

যাঁহার প্রভাহেতু সূর্য্যাদি জ্যোতির্গণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি স্বীয় প্রকাশ্য সূর্য্যাদি দ্বারা প্রকাশিত নহেন ও যাঁহার প্রকাশ হেতু সমস্ত বস্তু প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমংরবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

ভগবদ্গীতা।

হে ভারত! যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী (অর্থাৎ আত্মা) সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশবান্ করিয়া থাকেন॥

পুরুষ-প্রকৃতির পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ)।

সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থং সর্ব্বাধারং সনাতনং।
সর্ব্বকারণ কর্ত্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরং॥

শ্রীসনৎকুমার-সংহিতা।

তিনি যাবতীয় ভূতের আত্মা ও সমুদায় ভূতের অন্তর্গত এবং সমস্ত পদার্থের আধার ও সনাতন (নিত্য) চতুর্দ্দিগস্থ যাবতীয় বস্তুর কারণ ও কর্ত্তা, তিনি নিদান (মূল কারণ) ও প্রকৃতির পরম ব্রহ্ম।

প্রকৃতি দ্বারা সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥

ভগবদ্গীতা।

প্রকৃতি অর্থাৎ ভগবানের মায়াবশতঃ কর্ম্ম সকল সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মান হয়; যিনি তাহাতে আত্মাকে অকর্ত্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি হয় না।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমং।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥

ভগবদ্গীতা।

যাবৎ স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাবৎ

তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির) যোগ হইতে উৎপন্ন জানিবে।

আমাদের দেহে আত্মার অবস্থিতি কিরূপ অর্থাৎ আত্মা কেবল হৃদয়-স্থিত কিম্বা সর্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত।

কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃপয়োমৃতং।
দেহ মধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপ বিবর্জ্জিতঃ॥

জ্ঞানসঙ্কোলিনীতন্ত্রম্।

যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে বহ্নি ও পুষ্প মধ্যে গন্ধ এবং জলের মধ্যে অমৃত তদ্রূপ দেহের মধ্যে আত্মারূপী যে দেবতা তিনি পুণ্য পাপ বিবর্জ্জিত হইয়া সমস্ত দেহে বিরাজ করিতেছেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নিগুর্ণং গুণভোক্তৃ চ॥

ভগবদ্গীতা।

তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণের আভাসযুক্ত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিত, সঙ্গ-বিহীন, সকলের আধার ও নিগুর্ণ অথচ গুণোপলব্ধিকারক।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

ভগবদ্গীতা।

অনাদিত্ব এবং নিগুর্ণত্ব হেতু এই পরমাত্মা অব্যয় হয়েন; হে কৌন্তেয়! শরীরস্থ হইয়াও তিনি কিছুই করেন না এবং লিপ্তও হয়েন না।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

ভগবদ্গীতা।

যেমন সূক্ষ্মভাব হেতুক সর্ব্বত্রস্থিত আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেই রূপ দেহের সর্ব্বত্র অবস্থিত এই আত্মা উপলিপ্ত হয়েন না।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূত ভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণুপ্রভবিষ্ণু চ ॥

ভগবদ্গীতা।

আত্মা প্রাণীসমূহে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তবৎ অবস্থিত এবং ভূতগণের বিনাশ ও উৎপাদনকর্ত্তা —এবং তিনিই জ্ঞেয় বিষয়।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং ॥

ভগবদ্গীতা।

জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে সেইজ্যোতিঃ তমোগুণের অতীত ব্যক্ত হয়েন, এবং তিনিই জ্ঞান ও জ্ঞানগম্য জ্ঞেয় সকলের অন্তরে বিরাজিত আছেন।

অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না।

একং ভূতং পরংব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বচরাচরং।
নানাভাবং মনোযস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রম্।

এই চরাচরময় জগৎ এক সত্য পরমব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহাতে যাঁহার মনে নানা ভাবোদয় হয় তাঁহার মুক্তি হয় না।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥

ভগবদ্গীতা।

যদ্দ্বারা (প্রতিদেহে) বিভক্ত সকল প্রাণীতে একমাত্র অব্যয় আত্মভাব দৃষ্ট হয় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে।

যদাভূত পৃথগ্‌ভাব মেকস্থ মনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে তদা।

ভগবদ্গীতা।

যখন প্রাণিগণের পৃথগ্‌ ভাব একস্থ দৃষ্ট হয়, তৎকালে বিস্তৃতরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎ স্ব বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

ভগবদ্গীতা।

যিনি সমস্ত প্রাণীতে সমানরূপে অবস্থিত বিনশ্বর বস্তুতে অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

সমংপশ্যন্‌ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিত মীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং॥

ভগবদ্গীতা।

সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের দর্শনকর্ত্তা আত্মাদ্বারা আত্মার হিংসা করেন না এবং তদ্দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃপূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্‌ ভবেৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্‌।

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ এবং পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট পরাৎপর সর্ব্বব্যাপী সত্যপদার্থ অথচ এতদ্দেহস্থিত হইয়াও দেহস্থ নহেন এতদ্রূপে যিনি আত্মাকে জানেন তিনিই মোক্ষভাজন হয়েন।

ঈশ্বর আমাদের নিকটস্থ কিম্বা দূরস্থ এবং কি নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে অবগত হইতে পারি না।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥

ভগবদ্গীতা।

প্রাণিগণের ও স্থাবর জঙ্গমের বহির্ভাগে ও অন্তরে অবস্থিত, এই হেতু তিনি সকল জীবের নিকটস্থ কিন্তু সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত কেহ জ্ঞাত হইতে না পারাতে তাঁহাকে দূরস্থ বলিয়া বিবেচনা হয়।

ন দূরং নচ সংকোচাল্লব্ধ মেবাত্মনঃ পদম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরায়াসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।

অষ্টাবক্রসংহিতা।

যাহাতে বিকল্প নাই, যাহা অনায়াসসাধ্য, যাহার বিকার নাই, সেই নির্ম্মল ব্রহ্মপদ দূরও নহে, সন্নিহিত বলিয়া লব্ধও হয় না।

নারদের প্রতি দৈববানী।

আরাধিতঃ যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতঃ যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ॥
অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ॥

নারদ পঞ্চরাত্র।

যদি হরি আরাধিত হন্, তবে তপস্যার ফল কি, আর যদি হরি আরাধিত না হন্, তবে তপস্যার ফল কি, যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন, তবে তপস্যার কি ফল, আর যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যার কি ফল?

যুক্তি।

এই অখণ্ড মণ্ডলাকারের ন্যায় শূন্যে, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, বায়ু, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ, এই দশদিক্ লক্ষিত হইতেছে। ইহার

কোন এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া ধনুর্নির্মুক্ত শর অপেক্ষা দ্রুতগামী কোন পদার্থ কল্পকোটীকাল অবিশ্রান্তবেগে গমন করিলেও অনন্তত্ব হেতু বিশ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হইবে না *। পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত শ্লোক সকল পাঠান্তে তাৎপর্য্যার্থ অবগত হইতে পারিলে জানিতে পারা যায়, যে এরূপ অদ্ভুত, অসীম এবং অচিন্তনীয় অবকাশ স্বরূপ যে শূন্য স্বভাব, তাহাতে আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম অচিন্ত্যোপাধি বিনির্মুক্ত, আদ্যন্ত রহিত, শুদ্ধশান্ত, নির্গুণ, নিরবয়ব, নিত্যানন্দ অখণ্ডৈকরস, অদ্বিতীয় কোন সর্ব্বশক্তিমান্ পদার্থ, পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং সেই বস্তুতে ওতপ্রোতরূপে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং বৃহৎ আকারবিশিষ্ট পৃথ্বী (যাহা অন্যান্য গ্রহ হইতে দেখিলে খদ্যোতের ন্যায় বোধ হয়) অবস্থান করিতেছে এবং জগৎস্থ যাবতীয় জড় ও অজড় পদার্থের অন্তর বাহ্যে পরিপূর্ণরূপে সেই বস্তু অন্বিত রহিয়াছেন।

যাঁহার সত্তায় এই ভ্রমাত্মক এবং অপ্রকাশ জগৎ সত্য ও স্বপ্রকাশ বলিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে এবং সেই জগৎ বিনষ্ট হইলেও যিনি স্বরূপে অবস্থান করিবেন তাঁহারই নাম আত্মা। সেই আত্মা ভিন্ন এই ভূমণ্ডলে কোন নিরাকার কিম্বা সাকার বস্তু অজড় নাই। বেদ তাঁহাকে সর্ব্বগত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত কি প্রকৃতি, কি সুর কিঅসুর, কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি কীট, কি পতঙ্গাদি, সকলেই জড় হইয়াও অজড়ের ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়াছে।

---

* অদৃষ্ট পার পর্য্যন্ত মতিবেগেন ধাবতা।
সর্ব্বতো গরুড়ে নাপি কল্পকোটি শতৈরপি।

যোগবাশিষ্ঠ ॥

যাহার পারম্পর্য্যের অন্ত, কল্পকোটি শতেও গরুড় সর্ব্বতো ভাবে অতিবেগে গমন করিয়া পাইতে শক্ত হয় না।

এই সকল হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং যুক্তি পাঠ করিয়াও যদি কেহ স্বেচ্ছাচারিত্বলাভ করিবার প্রত্যাশায় মনে করেন ঈশ্বর নাই, তাঁহাকে এইটী মাত্র জিজ্ঞাস্য যে, জড়রূপ বৃক্ষ ও শস্যাদির বীজ, কি ক্ষমতা দ্বারা জড়রূপ মৃত্তিকার সংযোগে অঙ্কুর উৎপাদন পূর্ব্বক মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিয়া কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প এবং ফলের সহিত বর্দ্ধিত হওত বৃক্ষরূপ পরিগ্রহ করে? এবং কোন্ ক্ষমতা দ্বারা ইন্দ্রজালিকের ন্যায় জড়রূপ মৃত্তিকার রসে প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপ ভ্রম প্রদর্শন করায়? যদি বলেন "স্বভাবের দ্বারা এই সকল উৎপন্ন হয়"। উত্তর—স্বভাব একটি বাক্যমাত্র যাহা অভিধানে ও মনুষ্যের রসনায় অবস্থিতি করে, এবং ঐ বীজের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। আর স্বভাবনামে কোন পদার্থ (যৎকর্ত্তৃক বীজের ঐ সকল শক্তি লাভ হইতে পারে) ভূমণ্ডলে আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদি বলেন "আপনা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই স্বভাব বলা যায়"। উত্তর—বীজ, মৃত্তিকা ও মৃত্তিকারস, এই সকল জড়ময় পদার্থ, অতএব জড়ময় পদার্থের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা, বর্দ্ধিত হওয়া, কিম্বা রূপান্তরলাভ করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করা কখন সম্ভবে না। আর যদি বলেন "আপনা হইতেই চিরকাল এইরূপ হইয়া আসিতেছে"। তাহা অত্যন্ত দূষিত বাক্য বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ, বালকেরাও জানে যে বীজ মৃত্তিকাতে রোপণ করিলেই, বৃক্ষ হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। কি ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্টি হয়, কেন সৃষ্টি হয়, কেনইবা পতন হয় তাহা পশুতে পরিজ্ঞাত নহে এবং মনুষ্যও যখন জ্ঞাত হইতে পারিল না, তখন পশু অপেক্ষা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আর কি রহিল? মনে করুন, জড়রূপ শুক্র ও শোণিতের যোগে, গর্ভস্থ শিশু কি ক্ষমতা দ্বারা মাতৃউদরস্থ আহা-

রীয় দ্রব্যের রস গ্রহণ পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া, এরূপ আশ্চর্য্য দেহ ধারণ করত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, পরে বিদ্যাভ্যাস জ্ঞানলাভ নানাবিধ প্রবৃত্তি-মার্গ, নিবৃত্তিমার্গ, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া কাল-গ্রাসে পতিত হয়! আর কোন্ বস্তু বা বিদ্যার প্রভাবে অতি সূক্ষ্ম ও তরল মৃত্তিকারসে কঠিন অস্থিময় প্রকাণ্ড দেহ ভ্রম হইতেছে? যদি কেহ বলেন, স্বভাবের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বভাব একটি বাক্য মাত্র, স্বভাব নামে কোন একটি পদার্থ লক্ষিত হয় না—যদ্দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকোষ, সপ্তধাতু এবং মনঃবুদ্ধি-প্রকৃতি-অহঙ্কারবিশিষ্ট এরূপ অদ্ভূত দেহ নির্ম্মাণ হইতে পারে, কিম্বা মাত্র মৃত্তিকারসে এরূপ অসম্ভব ইন্দ্রজালিকের ন্যায় ভ্রম দর্শাইতে পারে। কার্য্য মাত্রেরই কারণ কর্তৃত্ব এবং আবশ্যকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই কারণ দ্বিবিধ—যথা নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। ঘটরূপ যে একটি কার্য্য তাহার নিমিত্ত কারণ চক্র, দণ্ড, কুলাল (অর্থাৎ কুম্ভকার) প্রভৃতি. আর উপাদান-কারণ মৃত্তিকা; যিনি ঘটটিকে ব্যবহার করেন, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লক্ষিত হইতেছে। কারণ তিনি ইচ্ছা করিলেই সেই ঘটকে অনায়াসে ভাঙ্গিতে বা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে পারেন। আর আবশ্য-কতা পক্ষে, জল বা অন্যান্য পদার্থ রক্ষার নিমিত্ত ঘট নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। যদ্যপি কার্য্য মাত্রেরই কারণ থাকা সম্ভব হইল, তাহা হইলে জগৎ এবং জগৎস্থ জীবসমূহের দেহরূপ এমন যে অত্যদ্ভূত মহৎ কার্য্য, তাহা আপনা হইতেই সৃষ্ট হয়, আপনা হইতেই লয়প্রাপ্ত হয় অজ্ঞের ন্যায় এইরূপ বিবে-চনা করিয়া মনুষ্য মাত্রেরই নিশ্চিন্ত থাকা অনুচিত বিধায়ে, তাহা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

প্রাণী সকল আত্মায় এবং অদ্বিতীয় আত্মা প্রাণী সকলে কিরূপে অবস্থান করিতেছেন, মৃত দেহে আত্মা থাকেন কি না, এবং দেহ ভস্মীভূত হইলে আত্মা ভস্মসাৎ হন কি না।

শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে আত্মা, এই অখণ্ড মণ্ডলাকার সদৃশ শূন্য স্বভাবে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। আর আমরা সকলে সেই আত্মায় কিরূপে অবস্থান করিতেছি, তাহা অনন্য চিত্তে প্রণিধান করুন। যেমন একটি বৃহৎ জলাশয়ে, সহস্র সহস্র শূন্যকুম্ভ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে, সেই কুম্ভ সকল যেরূপে অবস্থান করিয়া থাকে, আর সেই ঊর্দ্ধমুখকুম্ভ সকলকে জল হইতে উত্তোলন না করিয়া, যদ্যপি জল মধ্যে অধোমুখ কিম্বা ইতস্ততঃ চালনা করা যায়, তাহাদের অভ্যন্তরগত সলিল যেমন বহির্গত হইতে পারে না এবং তাহাদের অন্তর্ব্বাহে সলিল যেমন পরিপূর্ণভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় আত্মাতে আমরা সকলে অবস্থান করিতেছি। আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমনই করি, জীবিতই থাকি, কিম্বা মৃতই হই, এই নশ্বর দেহ, অগ্নি সংস্কার দ্বারা ভস্মীভূত না হইলে, আত্মা কখনই বহির্গত হন না—আমাদের অন্তর বাহে পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করেন; কারণ আত্মা ভিন্ন জীবের সৃষ্টি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। আত্মা ব্যতীত বিশ্ব সংসারে সকল পদার্থই জড়ময়। মৃতদেহ কিছুদিন রাখিলে, কালক্রমে কঠিন অস্থি ভিন্ন সমস্ত দেহটি কীট হইয়া নিঃশেষিত হইবেক। বেদে আত্মাকে সর্ব্বগত এবং অচল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলপূর্ণ করিলে শূন্য কুম্ভের অভ্যন্তরস্থ বায়ু, সচল স্বভাব প্রযুক্ত বহির্গমনে বাধ্য হয়,

কিন্তু আত্মা স্থিরস্বভাব এবং অচল, এই হেতু জীবিতদেহের ন্যায়, মৃত-দেহেও অবস্থান করিতে বাধ্য হন। এবং দেহ ভস্মীভূত হইলেও, আত্মা ভস্মসাৎ হন না। প্রমাণ যথা—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম ক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম বিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥

ভগবদ্গীতা।

শস্ত্র সকল ইহাঁকে ছেদন করে না, বহ্নি দহন করে না, জল ক্লেদযুক্ত করে না এবং বায়ু ইহাঁকে শোষণ করে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য ও সর্ব্বকাল একরূপ, সর্ব্বগত, স্থির স্বভাব, অচল, রূপান্তরাপত্তি শূন্য এবং অনাদি ও অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত কথিত হন। দেহের শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি এবং ত্বক্ এই সপ্ত ধাতু ও নখ, চুল, লোমাদি এবং বৃক্ষাদির বীজ সকল ব্যাপিয়া আত্মা অবস্থান করিতেছেন। প্রমাণ যথা—

"তিলমধ্যে জথা তৈলং ক্ষীর মধ্যে যথা ঘৃতং।
পুষ্প মধ্যে যথা গন্ধঃ ফল মধ্যে যথা রসঃ।
তথা সর্ব্বগতো দেহী দেহ মধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥"

উত্তরগীতা।

যে প্রকার তিলমধ্যে, অর্থাৎ তিলের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া তৈল, দুগ্ধের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া ঘৃত, পুষ্পের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া গন্ধ এবং

ফলের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া মধুরাদিরস থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বগতঃদেহী, অর্থাৎ আত্মা, এই দেহের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া স্থিত হয়েন।

কি ক্ষমতাদ্বারা জড়ময় পদার্থ সকল, অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম এবং দেহাদি সৃষ্ট হইয়া বৃদ্ধিলাভ করে।

এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থ এবং সমস্ত ক্রিয়া যোগ সাপেক্ষ, কোন পদার্থ স্বয়ং উৎপন্ন, কিম্বা কোন ক্রিয়া, আপনা হইতে সম্পন্ন হইতে পারে না। যেরূপ স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উভয়ের যোগ ভিন্ন, কাব্য, নাটক প্রভৃতির রচনা হয় না, স্ত্রী পুরুষের সংযোগ ভিন্ন সন্তান উৎপাদন হয় না, বীজ এবং মৃত্তিকার সংযোগ ভিন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না, সেই রূপ পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ ভিন্ন, সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু সেই পুরুষ, দ্রব্য-গুণে দাহিকাশক্তিবিহীন অগ্নি, ও স্বরবর্ণের ন্যায় স্বয়ং অবস্থান করিতে সক্ষম। এক্ষণে তাঁহার সেই বিশ্বসৃক্‌শক্তির অবস্থান, অগ্নিবিহীন দাহি-কাশক্তির ন্যায় এবং স্বরবর্ণবিহীন ব্যঞ্জন বর্ণের ন্যায়, সম্ভব হয় না। এই নিমিত্ত প্রকৃতিকে বেদান্তমতে জড়রূপা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ যে স্থানে দাহিকাশক্তি প্রকাশ পাইতেছে, সে খানে অগ্নি অদ্বিত রহিয়াছে, আর যে স্থানে ব্যঞ্জন বর্ণের (ক) লেখা হইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বর বর্ণের অকার যোগ হইয়াছে। যেরূপ অগ্নি, দাহিকা শক্তি হইতে এবং "অ"কার ব্যঞ্জন বর্ণের "ক"কার হইতে পৃথক্ হইতে পারে না তদ্রূপ বিশ্বসৃক্‌শক্তি এবং তৎসৃষ্ট পদার্থ সমূহ হইতে, পুরুষের বিনা আত্মার অভাব সম্ভবে না। আর যেরূপ দাহিকাশক্তিদ্বারা কানন দগ্ধ কালে, অগ্নির অভাব সম্ভবে না, তদ্রূপ প্রকৃতি সৃষ্ট জগৎ এবং জগৎস্থ যাবতীয় সৃষ্টপদার্থের স্থিতিকালে, আত্মার অভাব সম্ভবে না। কানন সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ হইলে পর, অগ্নির সত্তা সম্ভবে না, কিন্তু আত্মা সেরূপ

নহেন, প্রলয়ের পরেও, তিনি স্ব-রূপে অবস্থান করেন। তঁাহার অভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না*।

পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে যেরূপ সৃষ্টি রচনা হয় তদ্রূপ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগে গ্রন্থ রচনা হইয়া থাকে। গ্রন্থমধ্যস্থ পৃথক্ পৃথক্ সকল শব্দের প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তরবাহ্যে স্বরবর্ণ যেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহের সর্ব্বাবয়বের অন্তরবাহ্যে আত্মা প্রকাশ পাইতে-ছেন †। আর প্রত্যেক পদে ব্যাকরণের সন্ধি, বিভক্তি এবং কারক প্রভৃতি লক্ষণ যেরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, একটি একটি পৃথক্ পৃথক্ দেহে এবং পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে জগৎস্থ যাবতীয় কারণ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। এববিধ যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বীজের এবং প্রত্যেক জীবের দেহস্থিত শোণিতশুক্রের অন্তরবাহ্যে, সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বকারণের কারণ আত্মা ব্যাপিয়া আছেন। এবং তাঁহাতে যে বিশ্বসৃক্ শক্তি আছে, সেই শক্তিদ্বারা সকল জীবজন্তুর দেহ এবং বৃক্ষাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং কালে সেই সকল লয় হইয়া যাইতেছ। আর সেই শক্তিকেই "স্বভাব" বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছে। স্বভাবের প্রকৃত অর্থ প্রকৃতি। এই দেহের এবং জগতের

---

* প্রপঞ্চস্য বিনাশেন স্বাত্মনাশো নহি ক্বচিৎ।

অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের বিনাশ হইলে আত্মার কখনই বিনাশ হয় না।

অদ্বৈতানুভূতিঃ।

† যথা—"গিরি গৌরী" এই দুইটি শব্দ। ইহার প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্গত স্বরবর্ণ ও বহির্ভাগের স্বরবর্ণ যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে সেইরূপ এই দেহের প্রত্যেক ধাতুর, নখ ও লোমের অন্তর বাহ্যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন।

নিমিত্ত-কারণ প্রকৃতি এবং উপাদান-কারণ পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। সেই পুরুষ এবং প্রকৃতি, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় অভেদ হওয়াতে, মতান্তরে ঈশ্বরকে জগতের উভয় কারণ (অর্থাৎ নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ) বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। সৃষ্টপদার্থের উপর সকল দেবতা, গ্রহ এবং কালের সম্পূর্ণরূপ কর্ত্তৃত্ব বিধান হইয়াছে। আর কর্ম্মই ইহার আবশ্যকতা।

উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইল। তথাপি সাধারণের বিশ্বাসের নিমিত্ত, স্বতন্ত্র প্রমাণ দর্শাইতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত (১) একটি প্রদেশে, (২) পরমা সুন্দরী, পতিব্রতা এবং পতিপ্রাণা, হীনাঙ্গী, অতিঅপরূপ, একটিরমণী (৩) বাস করেন। তাঁহার অত্যন্ত স্ত্রৈণ ভর্ত্তা, (৪) তাঁহার আলিঙ্গনে জীবত্ব, (৫) এবং বিরহে শিবত্ব (৬) প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি সধবা কি বিধবা, তাহা প্রায় অধিকাংশ লোকে স্থির করিতে পারেন না। তাঁহাকে অনেকে বিধবা (৭)

(১) চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ্, পায়ু, উপস্থ, মনঃ, বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং অহঙ্কার।

(২) ব্রহ্মে। (৩) প্রকৃতি। (৪) আত্মা।

(৫) অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিলেই, তিনি সচেতন হয়েন। অথবা পরব্রহ্ম স্বপ্রকৃতির লেশকে আশ্রয় করিলেই, তিনি জীবত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মাদি নানাবিধ জীব সংজ্ঞা লাভ হইয়া থাকে।

(৬) অর্থাৎ প্রকৃতির বিরহে, তিনি অচেতনের ন্যায় হয়েন, অথবা স্বীয়সচ্চিদানন্দময়রূপে অবস্থান করিয়া থাকেন।

(৭) অর্থাৎ "ঈশ্বর নাস্তি, স্বভাবের দ্বারা সৃষ্টি এবং সংহার হইয়া থাকে" এরূপ উক্ত হইলে, প্রকৃতিকে বিধবা বলা হয়, যেহেতু প্রকৃতিরই নাম স্বভাব।

মনে করেন; আর কতকগুলি লোকে বলেন তিনি সধবা, (৮) অথচ তিনি চিরকালই প্রসব করিতেছেন। তিনি বন্ধ্যা নহেন, তাঁহার গর্ভলক্ষণ বার মাসই লক্ষিত হইতেছে। তত্রাচ যাঁহারা তাঁহাকে পতিহীন জ্ঞান করেন, বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা তাঁহাদের দেখা উচিত যে, যে স্ত্রীলোক এক দণ্ড স্বামী ভিন্ন অবস্থান করে না, এরূপ পতিপরায়ণা কামিনীর, পতি অভাবে কিরূপে গর্ভলক্ষণ লক্ষিত বা প্রসব করা, সম্ভব হইতে পারে?

আমাদের অজ্ঞাত বিষয় দ্বিবিধ হইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার স্বামী জীবিত অথবা মৃত; এই দুই সম্ভব, যেহেতু আমরা তাঁহার ভর্ত্তাকে কখন দর্শন করি নাই। কিন্তু যদ্যপি কোন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া বলেন যে, সেই স্ত্রীলোকটির স্বামী অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছেন, তাহা হইলে জগতের সকল লোকেই তাঁহার সেই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব যদ্যপি একব্যক্তির বাক্যে, আমাদের অজ্ঞাত বিষয়ের (যাহা উভয়ই সম্ভব,) এক পক্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর-বিষয়ে অজ্ঞাতত্ব হেতু, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই উভয় সম্ভব হইলেও, বহু-সংখ্যক শাস্ত্রাদির (অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ ও ন্যায়) মীমাংসায়, এবং সকল জাতীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং ভূমণ্ডলস্থ প্রায়, সকল লোকের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সকলকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

অতএব সেই অচিন্ত্যোপাধি, বিনির্মুক্ত, সর্ব্বকারণের কারণ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ আত্মার বিশ্বসৃক্‌শক্তিকর্ত্তৃক সৃজিত হইয়া, যে এই জগৎ বিরাজ

(৮) ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টি এবং সংহার হইতেছে এরূপ স্বীকার করিলে প্রকৃতিকে সধবা বলা হয়।

করিতেছে ও কালসহকারে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সকল অন্তঃকরণে অনুমিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এরূপ পবিত্র আর্য্যশাস্ত্রকে, এক্ষণে প্রায় সকল লোকেই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু অবজ্ঞা করিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কেবল দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। যেহেতু তাহা সমূলে উন্মূলন করিবার উপায় নাই। যে শাস্ত্রের মর্ম্ম, মুসলমান ও ম্লেচ্ছাদি জাতিতেও জানিতে পারিলে, অনায়াসে পরম গতি লাভ করিতে পারে সেই শাস্ত্র লোপ করিতে সকলেই যত্নবান। কি ভয়ানক আক্ষেপের বিষয়! সবলে সম্যক্ প্রযত্নাতিসহকারে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনার উন্নতি করিয়া, স্বধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, পরস্পর সমদর্শন ও পবিত্রাচরণ পূর্ব্বক যশস্বী হওত, সাধারণের আদরণীয় হইবেন, না—সর্ব্বতোভাবে অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহার বিপরীতপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, সমস্ত স্বদেশীয় আচার-ব্যবহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র কলুষিত হইতেছেন। ইহাতে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যে কতদূর অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। যদি আর্য্যশাস্ত্র সত্য হয় এবং পুনর্জ্জন্ম থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ প্রত্যবায়হেতু দুর্লভ মানবদেহ পুনর্ব্বার আর প্রাপ্ত না হইয়া, অতি জঘন্য শূকরাদিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন এই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া, প্রধানতঃ আমি কে, এই দেহ কার, কেন আমি জাত হইলাম, পাপ পুণ্য কাহাকে বলে, দারপরিগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি, দেবদেবীপূজার প্রণালী কেন হইয়াছে, শ্রাদ্ধতর্পণাদির আবশ্যক কি, এই দেহকৃত (যে দেহ অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইবে) পাপ পুণ্যের অন্যকোন ফলভোক্তা আছে কি না, পৃথক স্বর্গ নরক আছে কি না, পুনর্জ্জন্ম হয় কিনা, ইহলোকে সিদ্ধিলাভ

না হইবার কারণ কি, ব্রহ্মতেজের হ্রাস হয় কেন, এবং জাতিভেদ আছে কি না ইত্যাদি বিষয় বিচার করিয়া দেখা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সকল কর্ম্মের ফল আছে কি না, এবং স্থূলদেহাতিরিক্ত অন্য কেহ ফলভোক্তা আছে কি না?

এই সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কর্ম্ম এবং বৃদ্ধিলাভ। ক্রিয়াহীন কোন বস্তু, বা কর্ম্মের নিষ্ফলত্ব, লক্ষিত হয় না। সূর্য্য স্বভাবসিদ্ধগুণে তাপ দান করিতেছেন, চন্দ্রের শীতলত্বগুণে জগৎ স্নিগ্ধ হইতেছে, বায়ু অনবরত বহিতেছে, স্থাবরজঙ্গম সকল বৃদ্ধিলাভ করিতেছে ও জীবজন্তু সকল স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সকল কর্ম্মেরই কিছু না কিছু ফল লক্ষিত হয়। যথা আহার করিলে ক্ষুধাশান্তি ও জীবনরক্ষা হয়, গাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদন করিলে শীত নিবারণ হয়। বিদ্যাভ্যাস করিলে অর্থ লাভ হয়। ঋতু-কালে স্ত্রীগমন করিলে সন্তান উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ রোপণ করিলে ফল লাভ করা যায়। অতএব সকল কর্ম্মের আশুই হউক বা বিলম্বেই হউক, ফল দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে মনে করুন, এক ব্যক্তি যদ্যপি যাবজ্জীবন লোকের হিতানুষ্ঠান ও অন্য ব্যক্তি অহিতাচরণ করে, কিম্বা এক ব্যক্তি মনুষ্য হত্যা করত, তাহাদের অঙ্গাভরণ এবং বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া, জীবিকা-নির্ব্বাহ করে ও অপর ব্যক্তি দরিদ্রদিগকে অন্ন দান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে; কিম্বা কোন লোক বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, যাবজ্জীবন ঈশ্বর আরা-ধনাতেই সময় অতিবাহিত করে, কেহ বা কুৎসিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করত, কালগ্রাসে পতিত হয়; কোন মহাত্মা, শমদমাদি গুণে ভূষিত হইয়া, চির-কাল যোগাদির অনুষ্ঠানে রত থাকেন, কোন দুরাত্মা নির্ভীক হৃদয়ে, গুর্ব্বা-

ঙ্গনা-গমন, দিবা-মৈথুন ও অতি-ভোজন করিয়া রোগাক্রান্ত হওত যৌবন-কালেই কালগ্রাসে পতিত হয়; কোন মহানুভব ব্যক্তি সমদর্শন-গুণে অলঙ্কৃত হইয়া সলিলপতিত পতঙ্গাদির জীবনরক্ষার্থ, শীতকালে আর্দ্রবস্ত্র-হইয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়; আর কোন নরাধম কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবিয়া, পুলকিতচিত্তে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র গাভী হনন করিয়া, পরিবারের ভরণ-পোষণ করে কর্ম্ম মাত্রেরই যদি ফল থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্মের অবশ্যই ফল আছে বলিতে হইবে।

পাঠকগণ মনে করুন, পরস্বাপহরণ একটি কর্ম্ম, তাহার ফল কি কেবল অর্থলাভ মাত্র? তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু রাজদণ্ডই তাহার প্রকৃত ফল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভ্রমান্ধ ব্যক্তি ক্রোধরূপ রিপু দ্বারা পরাজিত হইয়া পিত্রাদি হত্যা করিলে, ক্রোধের শান্তি বিধান করাই কি তাহার এক মাত্র ফল? তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যখন রাজাজ্ঞা দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে? এরূপ অনিষ্টা-চরণ পূর্ব্বক মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া যদি কোন দুরাত্মা পলায়নের দ্বারা রাজদণ্ডাজ্ঞা হইতে অব্যাহতি লাভ করে, তাহার কি কর্ম্ম-ফল ভোগ হইবে না? রাজা ভিন্ন আর কি বিচার কর্ত্তা কেহ নাই? রাজা ভিন্ন অন্য বিচার-কর্ত্তা যদি না থাকিত তাহা হইলে দুষ্কর্ম্মান্বিত ভূপতিগণ কখন রাজ্যভ্রষ্ট হইতেন না। যেমন প্রজাগণের বিচারকর্ত্তা ভূস্বামী হইয়া থাকেন, সেইরূপ পাপাত্মা ভূপতিগণেরও একজন শাসনকর্ত্তা থাকা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অনুমান হইতেছে। তাহা না হইলে রাজাগণ প্রজাদিগের উপর অহিতা-চরণ করিতে বিরত হইতেন না, এবং ঈশ্বরকে কেহ জগন্নাথ বলিয়া সম্বো-ধন করিত না। মহতাশয় ব্যক্তিগণ প্রশান্ত চিত্তে যমনিয়মাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়-

গণের বহির্মুখ বৃত্তিকে কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় সঙ্কোচ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে অন্তর্মুখ বৃত্তিতে স্থাপিত করিয়া অতি কঠোর যোগাদির অনুষ্ঠানে কৃত-নিশ্চয় হ'ত, পরস্ত্রী মাতৃবৎ এবং পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করেন। আর দুরাশয় মনুষ্যগণ যে কোন প্রকারে হউক (অর্থাৎ ছলে, বলে অথবা কৌশলে) ব্রহ্মত্তর ভূমি ও পরের গচ্ছিত ধনাদি হরণ এবং পতিব্রতা স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট অকুতোভয়ে সম্পাদন করিতে যত্ন প্রকাশ করে। এবম্বিধ সদসৎ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া, যদি অচি-রাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন, তাহা হইলে ঐ নিষ্কামী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংযম রূপ যে দৈহিক কষ্ট, আর ঐ কামুক ব্যক্তির পরদার গমন-রূপ যে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ এবং পরস্বাপহরণ রূপ যে মনোভিষ্ট লাভ, তাহাই কি সদসৎ কর্ম্মের ফল রূপে জ্ঞাতব্য হইবে? সামান্য জ্ঞানেও কখন তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর এই ভ্রমাত্মক নশ্বর দেহই যে তাহার ফল ভোক্তা, তাহা নহে। যেহেতু এই দেহ জড়ময়, নিদ্রাবস্থায় ও মৃত্যুর পর চেতনা শূন্য হইয়া থাকে। অতএব এই স্থূল দেহ কর্ম্ম সকলের ফলভোক্তা নহে। এই দেহাভ্যন্তরে পৃথক একটি সূক্ষ্ম দেহ অবস্থিতি করিয়া থাকে। সেই দেহই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, তাহার দ্বারাই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় এবং সেই সূক্ষ্ম দেহই সদসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হয়। যেমন আমি চুরি করিলে তোমার দণ্ড বিধান হইতে পারে না, তদ্রূপ সূক্ষ্ম-দেহ-কৃত কর্ম্মের ফলভাগী স্থূল-দেহ হইতে পারে না। প্রমাণ যথা —

কো বা করোতি কর্ম্মাণি কো বা লিপ্যেত পাতকৈঃ।
কো বা করোতি পাপানি কো বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রম্।

কে কর্ম্ম করে, কে পাপে লিপ্ত হয় এবং কে পাপ করে ও কোন্ ব্যক্তিই বা পাপ হইতে মুক্ত হয়?

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।

মনশ্চতন্মনাভুত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ।

জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রম্।

মনঃ পাপ করে এবং মনঃ পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক হইলে পুণ্য এবং পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না।

সেই মন বুদ্ধিবিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ, এই জড়ময় স্থূল দেহের ন্যায়, ক্ষণভঙ্গুর নহে। এবং ইহার সহিত ভস্মসাৎ হয় না। তাহাকে কর্ম্মজ ফলভোগের নিমিত্ত বারম্বার যাতায়াত করিতে হয়। প্রমাণ যথা।—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

ভগবদ্গীতা।

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। যে ব্যক্তি জন্মিয়াছে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু আছে এবং মৃত ব্যক্তিরও নিশ্চয় জন্ম আছে, অতএব এরূপ অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা তোমার উপযুক্ত হয় না।

অপিচ

যোগবাশিষ্ঠে।

কিন্নামেদং বত সুখং যেন সংসার সংস্থিতিঃ।

জায়তে মৃতয়ে লোকো ম্রিয়তে জননায় চ॥

এই বিষয়সুখ কিপ্রকার, ইহার নামই বা কি, যদ্দ্বারা সংসার স্থিতি হয়। সংসার মধ্যে লোক মরণার্থ জাত এবং পুনর্জ্জন্মার্থ মৃত হয়।

স্থূল দেহাতিরিক্ত কর্ম্ম জন্য এবং কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত, সকল

জীবের আর একটি পৃথক্ সূক্ষ্মদেহ যদি না থাকিত, তাহাহইলে সুষুপ্তাবস্থায় এবং মৃত্যুর পর এই জড়ময় দেহ সমস্ত অবয়ব সত্তে, শ্রবণ দর্শনাদি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, একেবারে নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থিতি করিত না, তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের আর সমাধির আবশ্যক হইত না, পাপ পুণ্যের বিচার থাকিত না, সকলে যদৃচ্ছাক্রমে বিহারাদি করিয়া ঘটভঙ্গের ন্যায় দেহ নষ্ট হইলেই মুক্ত হইতে পারিতেন। অর্থাৎ ঘটভঙ্গ হইলে ঘটাভ্যন্তরস্থ আকাশ যে প্রকার মহাকাশে লয় হইয়া থাকে সেইরূপ জীবের দেহ নষ্ট হইলেই মুক্তিলাভ হইত, আর এপ্রকার সদসৎ কর্ম্মের বিচার করিতে হইত না। জাগ্রদবস্থাতেই যখন মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ, দূরদেশস্থ পুত্র-মিত্রাদি আত্মীয় গণের বিপদাশঙ্কার চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, এই জড়ময় স্থূল-দেহ প্রকৃত জড়ের ন্যায় শ্রবণাদি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন সুষুপ্তাবস্থায়, কিম্বা মৃত্যুর পর অথবা সমাধিকালে, কিরূপে বাহ্যিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে? ঐ সকল অবস্থায় স্থূলদেহ কখনই কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। অতএব সূক্ষ্মদেহের সাহায্য ব্যতীত, এই স্থূলদেহ নিশ্চেষ্ট, জড় এবং অচেতনের ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহাদ্বারা কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না, অথবা ইহাদ্বারা কার্য্যাকার্য্যের বিচারও সম্ভবে না। কেবলমাত্র এই স্থূলদেহের দ্বারা, সূক্ষ্মদেহ তাহার অভিলষিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করে, আর সেই সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্ম জন্য বারম্বার জন্ম-গ্রহণ করিয়া তাহাদের ফলভোগ করিয়া থাকে। আর সকল ভূতজাতির দেহ যে দুইপ্রকার তাহার শাস্ত্র প্রমাণও দ্রষ্টব্য। যথা—

আতিবাহিক একোস্তি দেহোঽস্যাস্ত্যাধিভৌতিকঃ।
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং ব্রহ্মণ স্ত্বেকএব হি॥

যোগবাশিষ্ঠ।

সকল ভূতজাতির এক আতিবাহিক সূক্ষ্ম শরীর, আর অন্যএক আধিভৌতিক স্থূলশরীর—এই দুই দেহ হয়। ইহাতে ব্রহ্মার এক শরীর, ইহার কারণ কি।

আধিভৌতিক স্থূলদেহ।

রসাদি পঞ্চীকৃত ভূত সম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখ সুখাদি কর্ম্মণাং।
শরীর মাদ্যন্ত বদাদি কর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূল মুপাধিমাত্মনঃ॥

রামগীতা।

পঞ্চীকৃত অর্থাৎ এক এক ভূত প্রত্যেক প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত এবম্ভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম নামক এই পঞ্চভূতের কার্য্য ও সুখ দুঃখাদির কারণস্বরূপ, কর্ম্মসমূহের ভোগের আশ্রয় ও প্রারব্ধ কর্ম্মজাত এবং উৎপত্তি নাশ বিশিষ্ট অথচ পরম্পরাক্রমে মায়ার বিকার-স্বরূপ যে এই অন্নময় শরীর, জ্ঞানিগণ ইহাকে আত্মার স্থূল উপাধি বলিয়া জানেন।

আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ।

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ৈ যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃত ভূত সম্ভবং।
ভোক্তুঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবে
চ্ছরীর মন্য দ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ॥

রামগীতা।

অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যে, মন ও বুদ্ধি এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত, পদ,

আস্য, গুহ্য, লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পঞ্চপ্রাণ সাকল্যে এই সপ্তদশাবয়ব যুক্ত অথচ স্থূলশরীর হইতে ভিন্ন যে এই সূক্ষ্মদেহ ইনি অধিষ্ঠানের সহিত চিদাভাস স্বরূপ ভোক্তার সুখ দুঃখাদি অনুভবের সাধন স্বরূপ হয়েন, জ্ঞানিগণ ইহাঁকে আত্মার সূক্ষ্ম-শরীর বলিয়া জানেন।

এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট যে আতিবাহিক সূক্ষ্ম শরীর ইহা আধিভৌতিক স্থূলদেহ হইতে যে পৃথক্ তাহার প্রমাণ যথা।

শ্রীমচ্ছাঙ্করাচার্য্যবিরচিত আত্মানাত্ম বিবেকঃ।

১ প্রশ্ন। সূক্ষ্মশরীরং নাম। সূক্ষ্মশরীর কাহাকে বলে?

উত্তর। অপঞ্চীকৃতভূত কার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং।

অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের কার্য্যস্বরূপ সপ্ত-দশকযুক্ত যে লিঙ্গ শরীর, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর কহে।

২ প্রশ্ন। সপ্ত দশকং নাম। অর্থাৎ সপ্তদশটি কি?

উত্তর। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, বায়বো বুদ্ধির্মনশ্চেতি।

অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি, ইহাকে সপ্তদশক কহে।

৩ প্রশ্ন। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ কি?

উত্তর। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুর্জ্জিহ্বা ঘ্রাণাখ্যানি।

অর্থাৎ কর্ণ, চর্ম্ম, নেত্র, রসনা ও নাসিকা।

৪ প্রশ্ন। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয় কাহাকে কহে?

উত্তর। শ্রোত্রব্যতিরিক্তং কর্ণ শষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণ শক্তি মদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ কর্ণ ভিন্ন অথচ কর্ণরন্ধ্রকে অধিকার করিয়া আছে

এমন যে নভোদশাশ্রিত ও শব্দগ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহা কেই কর্ণেন্দ্রিয় কহে।

৫ প্রশ্ন। ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ চর্ম্মেন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। ত্বগ্‌ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তকব্যাপীশীতোষ্ণাদিস্পর্শ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ চর্ম্মব্যতিরিক্ত, কিন্তু চর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, এরূপ পাদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপক ও শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ গ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়কেই চর্ম্ম (অর্থাৎ ত্বক্) ইন্দ্রিয় কহে।

৬ প্রশ্ন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ নেত্রেন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। গোলকব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ মণ্ডলাকৃতি নেত্র স্থান ব্যতিরিক্ত, পরন্তু নেত্রকেই আশ্রয় করিয়া আছে, এরূপ নেত্র মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের পুরোবর্ত্তী ও রূপগ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে, নেত্রেন্দ্রিয় কহে।

৭ প্রশ্ন। জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসগ্রহণ-শক্তিমদি-ন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ রসনাব্যতিরিক্ত অথচ রসনাকে অবলম্বন করিয়া আছে এতাদৃশ রসনার পুরোবর্ত্তী ও রসগ্রহণ-শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়কে রসনেন্দ্রিয় কহে।

৮ প্রশ্ন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ নাসিকেন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয় মিতি।

অর্থাৎ নাসিকা ব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, এই রূপ নাসিকার পুরোবর্ত্তী ও গন্ধ গ্রহণ শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কেই, নাসিকেন্দ্রিয় কহে।

৯ প্রশ্ন। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি। অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কাহাকে কহে?

উত্তর। বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থাখ্যানি।

অর্থাৎ বাক্ (বাক্য), পাণি (হস্ত), পাদ (চরণ), পায়ু (গুহ্যদ্বার), ও উপস্থ (লিঙ্গ), এই সকলকেই কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে।

১০ প্রশ্ন। বাগিন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। বাগ্‌ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ বাক্য ভিন্ন, অথচ বাক্যকে সমাশ্রয় করিয়া আছে, ঈদৃশ অষ্টস্থানস্থায়ী ও শব্দের উচ্চারণশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে বাক্যেন্দ্রিয় কহে।

১১ প্রশ্ন। অষ্ট স্থানং নাম। অর্থাৎ অষ্ট স্থান কোথায়?

উত্তর। হৃদয়কণ্ঠশির-ঊর্দ্ধৌষ্ঠাধরৌষ্ঠ তালুদ্বয়-জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি।

অর্থাৎ হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, অধর ওষ্ঠ, তালুদ্বয় এবং জিহ্বা, এই অষ্টবিধ স্থান।

১২ প্রশ্ন। পাণীন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ হস্তেন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ হস্তব্যতিরিক্ত অথচ হস্ততলকে সমাশ্রয় করিয়া আছে এইরূপ আদান প্রদান শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়কে হস্তেন্দ্রিয় কহে।

১৩ প্রশ্ন। পাদেন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ পাদেন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি গমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ পদব্যতিরিক্ত অথচ পদকে আশ্রয় করিয়া আছে, এমন পদতলস্থিত গমনাগমন শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে পাদেন্দ্রিয় কহে।

১৪ প্রশ্ন। পায়ুিন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ পায়ু ইন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। গুদব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়ুিন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ গুহ্যদেশ ভিন্ন কিন্তু গুহ্যদেশকে অবলম্বন করিয়া আছে, এমন বিষ্ঠাবিসর্জ্জন শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়কে, পায়ু ইন্দ্রিয় কহে।

১৫ প্রশ্ন। উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম। উপস্থেন্দ্রিয় কাহার নাম?

উত্তর। উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ লিঙ্গ ব্যতিরিক্ত অথচ লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া আছে, ঈদৃশ প্রস্রাব ও রেতঃ বিসর্গ শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে উপস্থেন্দ্রিয় কহে।

১৬ প্রশ্ন। প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম। অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার নাম?

উত্তর। প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে।

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান, ইহাদিগকে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কহে। সেই প্রাণাদির স্থান প্রভেদ রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্ব শরীরগঃ॥

বক্ষস্থলে প্রাণবায়ু, গুহ্য স্থলে অপানবায়ু, নাভিস্থলে সমান বায়ু, কণ্ঠস্থলে উদানবায়ু এবং সর্ব্ব শরীরে ব্যানবায়ু সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে।

তেষাং বিষয়াঃ। প্রাণঃ প্রাগ্গমনবান্।
অপানোঽবাগ্গমনবান্। উদান ঊর্দ্ধ্বগমনবান্।
সমানঃ সমীকরণবান্। ব্যানোবিষ্বগ্গমনবান্॥

সেই প্রাণাদি বায়ুগণের বিষয় সকল ব্যক্ত হইতেছে। বহির্গমনশীল বায়ুকে প্রাণ, অধোগমনশীল বায়ুকে অপান, ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুকে উদান, ভুক্ত অন্নাদি সমতাকরণশীল বায়ুকে সমান এবং সমস্ত শরীরে গমনশীল বায়ুকে ব্যান কহে।

এই আধিভৌতিক এবং আতিবাহিক দেহ অচেতন হইয়া
কি শক্তি দ্বারা কার্য্যক্ষম হইয়াছে।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ-মহাভূত সম্ভূত ভোগের আলয়স্বরূপ জড়ময় স্থূল-দেহ এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা এবং কর্ম্মজন্য সুখ দুঃখরূপ ফলভোক্তাস্বরূপ যে সূক্ষ্ম দেহ, ইহারা উভয়ে অচেতন হইয়াও, কিরূপে সচেতনের ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া

পুনঃ পুনঃ জীর্ণদেহ ত্যাগানন্তর অভিনব নূতন দেহ ধারণ * এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন, সুখদুঃখ অনুভব, সদসৎ কর্ম্ম, সদসৎ বিচার এবং হিংসা, দ্বেষ, দয়াধর্ম্ম, ক্ষমা প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে, ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া সকল মনুজের নিতান্ত আবশ্যক। যাহার অজ্ঞতা হেতু মনুষ্যের ভ্রান্তচিত্ত নাবিক অভাবে তরণীর ন্যায় ও প্রবল বায়ুবেগবিচ্ছিন্ন জলধরের ন্যায়, স্থৈর্য্যলাভ না করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকে তাহা নিবারণার্থ নিম্নলিখিত শাস্ত্র প্রমাণ দ্রষ্টব্য। যথা —

চিদ্বিম্ব সাক্ষ্যাত্ম ধিয়াং প্রসঙ্গত
স্ত্বেকত্রবাসাদনলাক্ত লৌহবৎ।
অন্যোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্ম চেতসোঃ॥

রামগীতা।

চিদাভাস (আত্মার প্রতিবিম্ব), সাক্ষিচৈতন্য (সাক্ষিস্বরূপ আত্মা) ও অন্তঃকরণ, এই তিনের প্রসঙ্গক্রমে একত্র বাস হেতু, অনলাক্ত লৌহের ন্যায় পরস্পর অধ্যাস বশতঃ, আত্মাস এবং অন্তঃকরণে জড়াজড়ত্ব প্রতীত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ অতি পবিত্র, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সকল বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি

* বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, জীবসকল সেই রূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য নূতন দেহে প্রবেশ করেন।

এবং লয়ের কারণ, তেজোময় দাহিকাশক্তি বিশিষ্ট অগ্নি, যেরূপ, স্থূল, দীর্ঘ এবং গোলাকার না হইয়াও, অতি কঠিন জড়ময় লৌহের সংসর্গহেতু, ঐ সকল আরোপিক দোষাক্রান্ত, এবং লৌহ, দাহিকা শক্তি-বিশিষ্ট না হইয়াও সঙ্গ গুণে দাহিকা-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া দাহন করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ এই জড়ময়, নশ্বর, ভ্রমাত্মক স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহ, সচেতন না হইয়াও, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বকারণের কারণ ও সর্ব্বগত আত্মার সহিত একত্র বাস হেতু, তাঁহার ন্যায় চেতনা-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া সম্ভাবিত আয়ত্তাধীন কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে. এবং পবিত্র আত্মা প্রকৃতির পর, (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) এবং ত্রিগুণাতীত হইয়াও, অপবিত্র দেহদ্বয়ের সংসর্গে, বহু দোষাক্রান্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। প্রমাণ যথা —

কোষেষু পঞ্চস্বপি তত্তদাকৃতি
র্বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলোযথা।
অসঙ্গরূপোহয়মজোয়তোহদ্বয়ো
বিজ্ঞায় তেস্মিন্নভিতোবিচারিতে॥

যে প্রকার শুদ্ধস্বভাব স্ফটিক, নীল, পীত, লোহিতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সন্নিকটে থাকিলে, তত্তৎদ্রব্যের নীল পীতাদি বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মা, নিরাকার, জন্মরহিত, অদ্বিতীয় এবং অসঙ্গ হইয়াও, অন্নময়াদি পঞ্চ-কোশ সংসর্গহেতু, সেই সেই কোষাদির ধর্ম্ম তাঁহাতে আরোপিত হয়, কিন্তু, অন্নময়াদি পঞ্চকোষ লইয়া বিচার করিলে, আত্মা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়েন। পঞ্চকোষের নাম যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। এই স্থূলদেহের নাম অন্নময় কোষ। যাহার সংসর্গ হেতু, "আমি স্থূল" "আমি কৃশ" "আমি দীর্ঘ" ইত্যাদি দেহধর্ম

আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টা সাধন, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, হস্তাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণময় কোষ বলিয়া অভিহিত হয়। এই প্রাণময় কোষের সংসর্গ হেতু "আমি ক্ষুধিত" "আমি পিপাসিত" এইরূপ প্রাণধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন, মনোময় কোষ বলিয়া কথিত হয়। এই মনোময় কোষের সংসর্গ জন্য, অসন্দিগ্ধ আত্মার সংশয় উপস্থিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির নাম, বিজ্ঞানময় কোষ। যাহার সংসর্গহেতু "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" ইত্যাদি বুদ্ধি-ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। আর আনন্দ-ময় কোষ, কারণ শরীর অবিদ্যা, তাহাদ্বারা সামান্য প্রিয়মোদরহিত আত্মায় প্রিয়মোদবিশিষ্টতা আরোপিত হইয়া থাকে।

কি নিমিত্ত পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণাদির বিধি হইয়াছে, আর কিরূপে পিতৃলোকে তাহা প্রাপ্ত হয়েন।

সর্ব্বগত আত্মার সহিত একত্র বাস হেতু, তাঁহার চেতনাশক্তিদ্বারা সচেতন হইয়া, এই স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহ কার্য্যক্ষম হইয়াছে। আর এই অন্ন-ময় কোষ অর্থাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, সেই সূক্ষ্মদেহ যেখানেই গমন করুক, (অর্থাৎ নরকে গমন করুক বা তাহার স্বর্গলাভই হউক অথবা পুন-র্ব্বার এই দুর্লভ মনুজ দেহই ধারণ করুক) সর্ব্বত্রেই সেই সচ্চিদানন্দময় আত্মার অবস্থান হেতু, কুত্রাপি তাঁহার সঙ্গলাভের অভাব না থাকায়, চির-কাল জড় হইয়া অজড়ের ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা তিনি আমাদের নিকটস্থ আর কিরূপে হইতে পারেন! কেবল অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সর্ব্বব্যাপকতা অবগত হইতে না পারিয়া, এবং তাঁহার সহিত চিরকাল একত্র বাস হেতু জড়ময় মনাদি সচেতনের ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়াছে, এই বিষয়টি বিশেষরূপে সকলের বোধ না থাকায়, (মনের

কর্তৃত্বাভিমান একেবারে অপরিহার্য্য হওয়াতে) আমরা মুক্তিলাভ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়াছি, এবং যাঁহাতে আমরা অবস্থান করিতেছি, যিনি সকল প্রাণীর এবং সকল ভূতের আধাররূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইতেছি। এই সকল নিগূঢ় কারণ বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা অবগত হইয়া আর্য্য মহাত্মাগণ তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মাই এই বিশ্বরূপ বৃক্ষের মূলস্বরূপ। মূলে জলসিঞ্চন করিলে যেরূপ বৃক্ষস্থ শাখাপ্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির তৃপ্তি সাধন হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্রে আত্মার অবস্থান হেতু, জলে কিম্বা স্থলে পিণ্ডাদি অর্পন করিলে, পিতৃমাতৃদেহস্থ আত্মার তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকল ভস্মসাৎ হইবার পর, দেহস্থ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা, ঘটভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ যে প্রকার মহাকাশে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী নিরুপাধি আত্মায় লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ সকল, পিণ্ডাদি অর্পনকালে, স্বর্গস্থ বা নরকস্থ কিম্বা প্রেতত্ব অথবা পুনর্দেহস্থই হউন, পিণ্ডের সহিত এবং সেই সূক্ষ্মদেহ সকলের সহিত আত্মার যোগ থাকায় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই হেতু তর্পণাদি, সন্ধ্যাহ্নিকের ন্যায়, নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃক্ষাদিতে জলসিঞ্চন না করিলে যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়, প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক, ঈশ্বর উপাসনা এবং তর্পণাদি না করিলে, ঈশ্বর কিম্বা পিতৃলোক সেরূপ নাশ প্রাপ্ত হন না, বরং আমাদেরই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। কেবল কৃতজ্ঞতাস্বীকার এবং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, ঐ সকল নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের বিধি হইয়াছে। নচেৎ, আমাদের আতপতণ্ডুল, রম্ভা, ফুল, বিল্বপত্র, দুর্ব্বা অথবা তিল-তুলসীর নিমিত্ত, কেহ প্রতীক্ষা করিতেছেন না।

ইন্দ্রিয় চরিতার্থের নিমিত্ত, দারপরিগ্রহ করিবার বিধি নির্দ্দেশ হয় নাই। কিন্তু এখনকার প্রায় সকল লোকের মনে উহাই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্"। ঈশ্বরের সৃষ্টির যে প্রধান উদ্দেশ্য প্রজা বৃদ্ধি, সেই নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, পুত্রার্থী হইয়া দারপরিগ্রহ করিতে হয়। আর তাঁহার দ্বিতীয় নিয়ম স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করা। কর্ম্মের জন্য এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, কর্ম্মের দ্বারা স্থিতি হইতেছে এবং সেই কর্ম্মেতেই লয়প্রাপ্ত হইবেক। অতএব যে পুত্র অনবধানতা প্রযুক্ত স্বধর্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া, তাঁহার সেই দ্বিতীয় নিয়ম ভঙ্গ করেন, প্রত্যবায় হেতু অবশ্য তাঁহাকে শোচনীয়াবস্থায় পতিত হইতে হইবেক। ঈশ্বরের সৃষ্টিচাতুর্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া, তাঁহার অলৌকিক কৌশল সকল অবগত হইতে পারিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার প্রজাবৃদ্ধিরূপ স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত, রতিক্রীড়ায় সকল জীবের অনুপম ইন্দ্রিয় সুখানুভব হইয়া থাকে। যে সুখের প্রত্যাশায় প্রলোভিত এবং হত-জ্ঞান হইয়া সকল, লোকেই ইন্দ্রিয় চরিতার্থই দারপরিগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান করতঃ, স্ব স্ব ইষ্ট সাধনে বঞ্চিত হইয়া, অজ্ঞতা হেতু সর্ব্বক্ষণ নিজের অনিষ্টাচরণ করিয়া, ইষ্ট সাধন হইল মনে করিয়া থাকেন। আর তাহাতে ঐরূপ সুখানুভব যদি না হইত, তাহা হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না এবং তাঁহার প্রজাবৃদ্ধির সম্পূর্ণ বিঘ্ন উপস্থিত হইত। অতএব ইহা অপেক্ষা মায়ার চাতুরী আর কি হইতে পারে।

আর্য্যশাস্ত্র সামান্য মনুষ্যকৃত কি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে?

যে শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রবৃত্তিমার্গ, নিবৃত্তিমার্গ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, সত্য,

মিথ্যা, খাদ্য, অখাদ্য, ইত্যাদি বিশেষ আলোচনার সহিত মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যকৃত জ্ঞান করিয়া, যাঁহারা তাহাতে উপেক্ষাপ্রদর্শন করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ প্রকৃতির পর, ত্রিগুণাতীত, সর্ব্বকারণের কারণ, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বগত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধার, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্ব স্বরূপে শাস্ত্রাদি রচনা করেন না, যে হেতু তিনি নিষ্ক্রিয়,-কিছুই করিতে বাধ্য নহেন, অথচ শাস্ত্রাদি সকল কার্য্যই তাঁহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রমাণ যথা—

কুর্ব্বন্নপীহ জগতাং মহতামনন্তং
বৃন্দং ন কিঞ্চন করোতি কদাচনাপি।
আত্মন্যনন্তময় সংবিদি নির্ব্বিকল্পে
ত্যক্তোদয় স্থিতিমতি স্থিত এক এব ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

যে পরমাত্মা এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াও, বস্তুতঃ কিছুই করেন না, এবং যিনি অনন্ত, নির্ব্বিকল্প ও উদয়-স্থিতি-রহিত বিজ্ঞানাত্মায় অদ্বৈতরূপে এক হইয়া স্থিতি করেন, তিনিই মহাপ্রলয়ে কেবল অবশিষ্ট থাকেন।

যৎসংকোচ বিকাশাভ্যাং জগৎ প্রলয় সৃষ্টয়ঃ।
নিষ্ঠা বেদান্ত বাক্যানামথ বাচামগোচরং ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

যে বস্তুর অস্ফুরণে, মায়ালয়হেতু জগল্লয়, ও স্ফুরণে মায়াপ্রকাশে, জগৎপ্রকাশ হয়, এবং যাহাতে নিষ্ঠা-বেদান্ত-বাক্যের পর্য্যবসান হয়, তাহা বাক্যের অবিষয়।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যানুযায়ীক, মনুষ্যকৃত শিল্পাদি পর্য্যন্ত জগতস্থ যাবতীয় কার্য্য, নিরাকার ব্রহ্মের দ্বারা সাধিত বলিলে অত্যুক্তি হইতে পারে

না। যেহেতু তাঁহার বিকাশে, অর্থাৎ স্ফুরণে, সকল বস্তু এবং সকল কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার সংকোচে, কিম্বা অস্ফুরণে, (অর্থাৎ কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় যখন তিনি তাঁহার সেই অঘটনপটিয়শী বিচিত্রশক্তিবিশিষ্টা মায়াকে সংকোচ করিবেন) সকল পদার্থ এবং ক্রিয়া অব্যক্ত হইবে। ইহাতে, শাস্ত্রাদি সকল কার্য্যই তাঁহারই কৃত ভিন্ন, আর কি বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রপ্রণেতাগণ আমাদের ন্যায় সামান্য লোক নহেন।

সেই বেদ নির্ম্মাতা ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ, নারদ, সনৎকুমার প্রভৃতি দেবর্ষিগণ জীবের শিবের জন্য, বেদাদির সারমর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়া, নিবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে, বশিষ্ঠ দেবের জন্মবৃত্তান্তই তাহার প্রমাণ। যথা,—

রাম উবাচ।

কেনেদং কারণেনোক্তং ব্রহ্মন্ সর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা।
কথঞ্চ ভবতা প্রাপ্তমেতৎ কথয় মে প্রভো॥

রামচন্দ্র কহিলেন। হে ব্রহ্মন্, কি কারণব্রহ্মা আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, এবং আপনিই বা কিপ্রকারে তাহা প্রাপ্ত হয়েন, সে সকল বৃত্তান্ত কহিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্ত্যনন্ত বিলাসাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।
চিদাকাশোঽবিনাশাত্মা প্রদীপঃ সর্ব্ববস্তুষু॥

বশিষ্ঠ কহিলেন। চিদ্ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব বিধায়, অনন্তপদার্থস্বরূপ, এবং সর্ব্বগত অথচ সকল বস্তুর আশ্রয় এবং প্রকাশক, বিনাশরহিত, এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র স্থিত আছেন।

স্পন্দাস্পন্দ সমাকার স্ততো বিষ্ণুরজায়তে।
তস্যাপি হৃদয়াম্ভোজে পরমেষ্টী ব্যজায়ত॥

সেই ব্রহ্ম স্পন্দও অস্পন্দ স্বরূপ, তাঁহা হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হয়েন, ও সেই বিষ্ণুর হৃদপদ্ম হইতে পরমেষ্টী ব্রহ্মা জাত হইলেন।

সোঽসৃজৎ সকলং স্বাঙ্গাৎ বিকল্পোঘং যথা মনঃ।
এতস্মিন্ ভারতেবর্ষে নানা ব্যসন সঙ্কুলং॥

মন যেমন এই ভারতবর্ষে নানা ব্যসনযুক্ত বিকল্পসমূহ সৃষ্টিকরে, সেই রূপ ব্রহ্মা আপনার অঙ্গ হইতে এই নানা রূপ জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

জনস্যে তস্য দুঃখং স দৃষ্ট্বা সকল লোক কৃৎ।
জগাম করুণামীশঃ পুত্রদুঃখাৎ পিত যথা॥

পুত্র দুঃখ দর্শনে পিতা যেরূপ সকরুণ হয়েন, সেইরূপ সর্ব্বলোককর্ত্তা সেই ঈশ্বর, সকলের দুঃখ দর্শন করিয়া, সকরুণ হইলেন।

কএতেষাং হতাশানাং দুঃখ স্যান্তো হতায়ুষাং।
স্যাদিতিক্ষণ মেকাগ্রং শ্চিন্তয়িত্বা ন্বতপ্যত॥

কি উপায়ে এই সবল, অল্পায়ু, হতাশ লোক দিগের দুঃখ মোচন হয়, তিনি ক্ষণকাল এই চিন্তা করিয়া, তাপিত হইলেন।

তপোদানং জপস্তীর্থং নাত্যন্তং দুঃখ শান্তয়ে।
তত্ত্ববদ্দুঃখ শান্ত্যর্থং জ্ঞানং প্রকটয়াম্যহং॥

তপস্যা, দান, জপ, তীর্থ-সেবা ইত্যাদিতে অত্যন্ত—দুঃখ শান্তি (অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি) হয় না, অতএব আমি সেই দুঃখ শান্ত্যর্থ তত্ত্বজ্ঞান (অর্থাৎ

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক-তাপত্রয়-নাশক জ্ঞান), প্রকাশ করি।

ইতি নিশ্চিত্য ভগবান্ ব্রহ্মা সকল সংস্থিতঃ।
মনসা পরিসঙ্কল্প্য মামুৎপাদিত বানিমং॥

ভগবান ব্রহ্মা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া এবং সকল লোকের উপকারে স্থিত হইয়া, মনের সঙ্কল্প দ্বারা আমাকে উৎপন্ন করিলেন।

কমণ্ডলুদ্রবো নাথঃ স কমণ্ডলুনাময়া।
সাক্ষমালঃ সাক্ষমালং সপ্রণম্যাভিবাদিতঃ॥

তাহাতে আমি অক্ষমালা ও কমণ্ডলু যুক্ত হইয়া অক্ষমালা ও কমণ্ডলু-যুক্ত পিতা ব্রহ্মাকে, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম।

এহি পুত্রেতি মামুক্ত্বা স্বস্যাব্জ স্যোত্তরে দলে।
মাংনিবেশ্য মহাবাহো প্রোবাচ ভগবানজঃ॥

ভগবান্ অজ ব্রহ্মা আমাকে "হে পুত্র, আইস" বলিয়া, আপন পদ্মাসনের উত্তর পত্রে বসাইয়া বলিলেন—

মুহূর্ত্ত মাত্রং তে পুত্র চেতো বানর চঞ্চলং।
অজ্ঞানমভ্যাবি শতু বাস্পঃ সদ্দর্পণং যথা॥

হে পুত্র, তোমার চিত্ত এক মুহূর্ত্ত-মাত্র বানরের ন্যায় চঞ্চল হইয়া অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হউক, যেমত বাস্প অর্থাৎ চক্ষুর জল, সদ্দর্পণে প্রবিষ্ট হয়।

ইতি তেনানুশপ্তঃ সংস্তদ্বাক্য সমনন্তরং।
অহং বিস্মৃতবান্ সদ্যঃ স্বরূপং মমলং কিল॥

পিতা ব্রহ্মা, কর্ত্তৃক আমি এই প্রকার অভিশপ্ত হইলে, তাহার সেই বাক্যের পরেই নির্ম্মল আত্মস্বরূপকে তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হইলাম।

অথাহং দীনতামেত্য স্থিতোঽসং বুদ্ধয়াধিয়া।
দুঃখ শোকাভি সংতপ্তো জাতো জন ইবাধমঃ॥

অনন্তর মূঢ় বুদ্ধি দ্বারা অতি দীনত্ব প্রাপ্ত এবং দুঃখ শোকে সন্তপ্ত হইয়া, সামান্য লোকের ন্যায় অধম হইলাম।

অথাভ্যধাৎ স মাং তাতঃ কিং পুত্র দুঃখবানসি।
দুঃখাপঘাতং মাংপৃচ্ছ সুখী নিত্যং ভবিষ্যসি॥

তদনন্তর পিতা আমাকে কহিলেন, "হে পুত্র কেন দুঃখ যুক্ত হও, আমাকে দুঃখ-নাশক প্রশ্ন কর, তাহাতে আমার উক্ত জ্ঞানবাক্য শুনিয়া নিত্য সুখী হইবে।"

ততঃ পৃষ্টঃ স ভগবান ময়া সংসার ভেষজং।
কথং নাথ মহাদুঃখময়ঃ সংসার আগতঃ॥

পরে আমি সংসার ব্যাধির ঔষধ এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলাম।— হে নাথ! এই মহা দুঃখময় সংসার কিরূপে আগত হইল?

কথং বা ক্ষীয়তে নাথ ততস্তেন মহাত্মনা।
তজ্জ্ঞানং সুবহু প্রোক্তং যজ্জ্ঞাত্বাহং সুখীস্থিতঃ।

এবং কি প্রকারেই বা ক্ষয় পায়, তাহা কহিতে অনুমতি হউক। ব্রহ্মা এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, বহু বহু জ্ঞানবাক্য কহিলেন, তাহা জানিয়া আমি নিত্যসুখে স্থিত আছি।

ততো বিদিত বেদ্যং মাং নিজায়াং প্রকৃতৌ স্থিতং।
স উবাচ জগৎকর্ত্তা হর্ত্তা সকল কারণং॥

তদনন্তর আমি জ্ঞেয় বস্তু জানিয়া, পুনর্ব্বার, নিজ প্রকৃতিতে স্থিত হইলে সেই জগৎকর্ত্তা, হর্ত্তা, সর্ব্বকারণ পিতা আমাকে বলিলেন।

শাপেনাজ্ঞপদং নীত্বা প্রচ্ছকস্ত্বংময়া কৃতঃ।
পুত্রাস্য জ্ঞান সারস্যসমস্ত জন সিদ্ধয়ে॥

হে পুত্র, এই তত্ত্বজ্ঞান সকলের সিদ্ধি হইবেক, এজন্য আমি তোমাকে শাপ দিয়া অজ্ঞানী করিয়া, জ্ঞান-প্রচ্ছক করিয়াছিলাম।

ইদানীং শান্ত শাপস্ত্বং বোধং পরমুপাগতঃ।
গচ্ছ পুত্র মহীপৃষ্ঠে জম্বুদ্বীপান্তর স্থিতং॥

এইক্ষণে তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, শাপত্যাগে পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে। অতএব হে পুত্র, সম্প্রতি লোককে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপ মধ্যে স্থিত ভারতবর্ষে গমন করহ।

সাধো ভারতবর্ষং ত্বং লোকানুগ্রহ হেতুনা।
তত্রক্রিয়া কাণ্ড পরা ত্বয়া পুত্র মহাধিয়ঃ।
উপদেশ্যাঃ ক্রিয়া কাণ্ডক্রমেণ ক্রমশালিনা।

তুমি ভারতবর্ষে কর্ম্মকাণ্ডে রত মহাবুদ্ধি ব্যক্তি সকলকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক, ক্রিয়া কাণ্ড ক্রমেতে জ্ঞানোপদেশ করিও।

বিরক্ত চিন্তাশ্চ তথা মহাপ্রজ্ঞা বিচারিণঃ।
উপদেশ্যা ত্বয়া সাধো জ্ঞানেনানন্দদায়িনা॥

এবং যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মবিচারক্ষমপ্রযুক্ত চিন্তাশূন্য (অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা শূন্য) মহাবুদ্ধি, তাহাদিগকে কেবল পরমানন্দ - সাধন জ্ঞান বলিও।

ইতি তে নাভিযুক্তোঽহং পিত্রা কমল জন্মনা।
ইহ সধোঽবতিষ্ঠামি যাবদ্ভূত পরম্পরা॥

পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আমি এই প্রকার নিযুক্ত হইয়া, এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছি এবং যাবৎ পর্য্যন্ত এই প্রাণিসমূহ থাকিবেক, তাবৎপর্য্যন্ত অবস্থিতি করিব।

কর্ত্তব্যমস্তি ন মমেহ হি কিঞ্চিদেব
স্থাতব্যমিত্য বিমলং ভুমি সংস্থিতোঽস্মি।
সংশান্তয়া সতত সুপ্তধিয়েব বৃত্ত্যা
কার্য্যং করোমি নচ কিঞ্চিদহং করোমি।

এস্থলে আমার নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই নাই; কেবল এই পৃথিবীতে স্থিতি করিতে হইবেক, এই বলিয়া নির্ম্মলরূপে স্থিত আছি, আমি সুষুপ্তের ন্যায় শান্তবুদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম করি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ, কিছুই করিনা, অর্থাৎ আমার শরীরাদি কর্ম্ম করে, আত্মা স্বরূপে আমি কর্ম্ম করি না।

যোজ্ঞাতুং যততে পূর্ব্বং কর্ত্তুর্নির্ণীয় কার্য্যতঃ।
যঃ করোতি নরঃপ্রশ্নং প্রচ্ছকঃ স মহামতিঃ॥

যে ব্যক্তি কার্য্য নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার কর্ত্তাকে জানিতে ইচ্ছা করে, সেই জ্ঞানী জিজ্ঞাসক মহামতি হয়।

পূর্ব্বাপর সমাধানে ক্ষমবুদ্ধাবনিন্দিতে।
পৃষ্টং প্রাজ্ঞৈঃ প্রবক্তব্যং নাধমে পশুধর্ম্মিণি॥

পূর্ব্বাপর বাক্যে ঐক্যার্থ নিশ্চয় করিতে যাহার বুদ্ধি যোগ্য হয়, সেই অনিন্দিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইলে তাহাকে জ্ঞান বলিবেক, পশু-বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিকে বলিবেক না।

অতএব শাস্ত্র মনুষ্যকৃত ভাবিয়া কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা আমাদের উচিত হয় না। আর নিরাকার ব্রহ্মের দ্বারা কখন শাস্ত্র রচনা হইতে পারে না, অথচ এই প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত এবং বেদাদি শাস্ত্র সমূহ তাঁহারি কৃত স্বীকার করিতে হইবে*। কারণ মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে

* ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
ভগবদ্গীতা।

সকলেই অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন যে, যদ্যপি আমাদের ন্যায় মূর্খতম সহস্র সহস্র মনুষ্যকে গর্ভ হইতে নিঃসরণ হইবামাত্র কোন নিবিড় অরণ্য-মধ্যে রক্ষা করা হয় এবং তাহাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রত্যহ নিয়মিত কালে আহারীয় এবং পানীয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কি বেদ, পুরাণ, ন্যায়, পাতঞ্জল, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিতে পারিবেক? তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, ভূমণ্ডলে জ্ঞানগর্ভশাস্ত্রসমূহ, গুরূপদেশ, সাধুসঙ্গ, প্রভৃতি সত্ত্বেও, যখন লোক সকল বিমূঢ় হইয়া স্ব স্ব চিত্তকে স্বাধীন বিবেচনাপূর্ব্বক, স্বেচ্ছাচারিত্বলাভের প্রত্যাশায় অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা কেহ কেহ বহু প্রকার সংজ্ঞা লাভ করিয়াও; গুর্ব্বঙ্গনাগমন, বর্ণসঙ্করউৎপাদন প্রভৃতি নানাপ্রকার কুৎসিৎ কার্য্যে রত হইতেছে, তখন তাহারা যে নিভৃত স্থানে থাকিয়া পশুবৎ না হইয়া, আর্য্যগণের ন্যায় শাস্ত্রাদি রচনা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা কোন ক্রমেই যৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না।

স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনের আবশ্যক কি, এবং প্রকৃত রূপে জাতিভেদ পরিত্যাগ করা কাহাকে বলে?

সেই অব্যক্তরূপ প্রকৃতির পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) নারায়ণ, ইচ্ছানুসারে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া বারম্বার দেহ ধারণপূর্ব্বক ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের মর্ম্মানুযায়ী শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়া থাকেন। স্ব স্ব ধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা ব্যতীত, সেই বেদের সার নিবৃত্তিমার্গে আরূঢ় হইবার উপায়াভাব হেতু, ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনবাক্যানুযায়ী*

* অর্থাৎ এই কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ হইবে, ইহাতে নরক হইবে, এরূপ অনুষ্ঠানেরদ্বারা মুক্ত হইবে, এবং ইহাতে বন্ধন প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি।

বর্ণোচিত স্ব স্ব ধর্ম্ম, নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য, ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠানরূপ প্রবৃত্তিমার্গে বাসনাশূন্য হইয়া বিচরণ করিলে, শুদ্ধচিত্ত হওত জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক, সমদর্শনরূপ সকল নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা মনুজ-জাতির উৎকৃষ্ট উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সুখে সংসারে কালযাপন এবং পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, জাতিভেদাভিমান ইত্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে সকল প্রাণীকে মিত্রবৎ জ্ঞান করিতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যবন ও ম্লেচ্ছ উহাদিগের জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির জাতিভেদকেই প্রকৃত জাতিভেদ বলা যায়, প্রকৃত সমদর্শীর তাহাও উপলব্ধি হয় না। প্রমাণ, যথা ঃ—

বিদ্যাবিনয়সংপন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

ভগবদ্গীতা।

সমদর্শী পণ্ডিত মহাত্মাগণ বিদ্যা এবং বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ; গাভী, হস্তী, কুক্কুর এবং চণ্ডালকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, কখন পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করেন না।

কি জ্ঞানে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিকে পঞ্চভূতের উপাসনা, এবং পৌত্তলিক ধর্ম্ম-সংস্থাপন হইয়াছে ?

সেই সমদর্শনগুণের প্রভাবে, বেষ্টিরূপ, মৃত্তিকা, তৃণ, বংশ শলাকা, রজ্জু প্রভৃতি বস্তুতে, (যাহার সমষ্টিতে দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতি প্রতিমা, নির্ম্মাণ করা হয়,) সেই সকল প্রতিমায়, সূর্য্য, অগ্নি, জল ও বায়-বাদিতে,* সকল দেবতায়, সকল মনুষ্যে, সকল পশুতে সকল পক্ষিতে

* সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাতে যে সকল বস্তুর উপাসনা নিদ্ধারিত হইয়াছে।

এবং কীট পতঙ্গাদি সমুদায় পদার্থে সেই এক অব্যয় ব্রহ্মানুভব হইয়া, থাকে এবং সকল জীবের সহিত সখ্যভাব উপস্থিত হয়, কাহারও সহিত স্বপ্নেও শত্রুতা হয় না। এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম" এই শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া, সমদর্শীব্যক্তিগণ এক অদ্বিতীয় জ্ঞানে, জীবহিংসাদি হইতে নিবৃত্ত হওত, সদা সন্তোষলাভ পূর্ব্বক, সদানন্দচিত্তে সুখে বিহার করেন।

"একমেবাদ্বিতীয়ম" এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অবগত না হইয়া, যাঁহারা "এক ঈশ্বর দ্বিতীয় নাস্তি" এই জ্ঞানে, কুলক্রমাগত প্রচলিত দেবদেবীর উপাসনারূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হন, তাঁহাদের সেই জ্ঞান, বাহ্যিকশৌচাচার ও প্রতিমাপূজাদিকে শাস্ত্রে যে অধমাধম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধম, কারণ, "সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্মঃ" ইতি শ্রুতে। পুনঃ প্রমাণ, যথা —

"সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মৈব বিস্তৃতং।
অহমন্যদিদং চান্যদিতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

হে অনঘ, অর্থাৎ হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র! এই সকল বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, এবং পরমাত্মাই এই বিস্তৃত সকল বস্তু, অতএব "আমি অন্য" এবং "এই সকল বস্তু অন্য" এই ভ্রান্তি ত্যাগ কর।

ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে অন্যকোন পদার্থ নাই, ইহাই শ্রুতি বাক্যের প্রকৃতার্থ। সমুদ্রলঙ্ঘনে বৃহৎকায় বানরদিগের মস্তক অবনতের ন্যায়, মূঢ়, বিবেকহীন, মোহান্ধ লোকদিগকে ব্রহ্মানুভবে সম্পূর্ণ অক্ষম দেখিয়া, কি উপায়ে তাহারা চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ মনের পবিত্রতা লাভানন্তর তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইবে, অদ্বৈতভাবের ভাবুকগণ কৃপাপরবশতাগুণে, দয়াদ্রচিত্ত

হইয়া সাধারনের মঙ্গলাকাঙ্খায় বিশেষ পর্য্যালোচনার সহিত বিচার পূর্ব্বক, বাহ্যিক প্রতিমা পূজা, মানসিক প্রতিমূর্তিধ্যান, উপাসনা, নাম জপাদি এবং ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাতে সূর্য্য, বায়ু, তেজঃ এবং বরুণাদির উপাসনা, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞানে অবধারিত করিয়াছেন। সকলেই স্ব স্ব সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখিলে, জানিতে পারিবেন যে, ব্রহ্মানুভব করিতে কেহই সক্ষম নহেন। যাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধিলাভ করতঃ, তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আত্মানাত্মবিচারে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল যোগাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্মানুভব এবং প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতিরেকে লোকের তুষাবঘাতের ন্যায় বৃথা আকাঙ্খা মাত্র।

ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

সকলে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক সমদর্শনগুণে ভূষিত হইয়া, সকল প্রাণীর হিতাচরণে রত হইবে, এই নিমিত্ত জগৎপাতা জগদীশ্বর মনুজজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি তাঁহার সেই অভিপ্রায় সফল করিয়া সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হন, তাঁহাকে বারম্বার গর্ভযন্ত্রণানুভব করিয়া পুনঃ পুনঃ তাপত্রয়ে তাপিত হইতে হয় না। প্রমাণ যথা—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমংপশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন! যিনি আপন উপমা দ্বারা * সকল স্থলে সুখ ও দুঃখে সমান রূপ দৃষ্টি করেন, সেই যোগী পরম ভক্ত বলিয়া মান্য হন।

---

* অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি আমার শিরশ্ছেদনে কৃতনিশ্চয় হয়, তাহাতে আমি যদ্রূপ ভীত হইয়া থাকি, এবং সেই বিপদ হইতে রক্ষা হইলে যে প্রকার সন্তোষলাভ করি, সেইরূপ সকল জীবেরই হইয়া থাকে।

লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্ন দ্বৈধায়তাত্মানঃ সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ॥

ভগবদ্গীতা।

ক্ষীণপাপ, নিঃসংশয়, সংযতচিত্ত এবং সকল প্রাণীর হিতকর্ম্মে-নিযুক্ত ঋষিগণ, ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

তাঁহাদের ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয় ব্যক্তি আর কেহই নাই।

প্রিয়োহিজ্ঞানিনো হত্যর্থ মহং স চ মম প্রিয়ঃ।

আমি জ্ঞানীসাধকের অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রীতিপাত্র হয়েন।

ঈশ্বরের প্রিয়ানুষ্ঠানকারী সেই ভক্তের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞানহেতু পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি আর কিছুই থাকে না। প্রমাণ, যথা;—

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো নবা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

যাহার মনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ধ্যাতা ও ধ্যেয়াদি আর কিছুই নাই। কারণ তত্ত্বজ্ঞানীর দেহে আত্মবুদ্ধি না থাকাতে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াও তিনি তাহাতে বদ্ধ হয়েন না এবং কামনারাহিত্য হেতু, তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মের ফলরূপ স্বর্গ, নরকও হইতে পারে না। আরও যখন তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াছেন, তখন তিনি আর কাহার ধ্যান করিবেন এবং ধ্যানই বা কে করিবে।

কিছুদিন হইল একজন স্বধর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণ, যিনি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বহুকালাবধি নিরাকার-ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, আমাকে বলিলেন, যে "প্রাচীন মতাবলম্বী অজ্ঞ মনুষ্যদের ব্রহ্ম-জ্ঞানাভাব হেতু এবং সূর্য্য, অগ্নি, জল, ও বায়ু দ্বারা জীবন রক্ষা এবং শস্যাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহারা ঐসকল বস্তুকেই স্রষ্টা জ্ঞান করিয়া ঈশ্বর বোধে, উপাস্য দেবতার ন্যায়, ঐ সকল বস্তুর উপাসনা ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাতে বিস্তার করিয়াছেন"। তাঁহার ঐরূপ বাক্যে ("পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ") ভগবদ্গীতোক্ত শাসনবাক্য সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হইল। কারণ, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হয়েন, তাঁহাদের ঐ প্রকার জ্ঞানলাভই সম্ভব। "সর্ব্বমাত্মৈব বিস্তৃতং" অর্থাৎ আত্মাই এই বিস্তৃত সকল বস্তু, এই জ্ঞানে, আর্য্য মহাত্মারা ঐ সকল পদার্থের উপাসনা সংস্থাপিত করিয়াছেন। যাঁহারা নির্ভীক হৃদয়ে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণুরও দোষানুশীলন করিতে লজ্জিত হয়েন না, কিন্তু কল্পকোটি-কাল তাঁহারা বারম্বার গর্ভযন্ত্রণানুভব করতঃ পুনঃ পুনঃ মানবদেহ ধারণ করিয়া বহু পর্য্যটন করিলেও, আর্য্য মহাত্মাগণের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়া চির-বিশ্রাম সুখানুভব করিতে পারিবেন না।

প্রতিমাদি পূজা করিলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় কি না?

উত্তমোব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥

ব্রহ্মানুভব রূপ যে সদ্ভাব, তাহাই উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, জপ ও স্তুতিভাব অধম এবং বাহ্য পূজাদি অধমাধম ভাব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু চিত্তশুদ্ধি না হওয়াতে, যাঁহারা ব্রহ্মানুভবে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহারাই এই শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া, ঐ মধ্যম, অধম এবং অধমাধম ভাব সকল ত্যজ্য মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানে শ্লোকার্থ বিচার করিতে পারিলে, উহার মধ্যে কোন ভাবই ত্যজ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই, ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান।

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥

কুলার্ণবতন্ত্রং।

জ্ঞান দ্বিবিধ—আগমোত্থিত এবং বিবেকোত্থিত। আগমোত্থিত জ্ঞান শব্দব্রহ্ম, অর্থাৎ নাম রূপাদিবিশিষ্ট এবং বিবেকোত্থিত জ্ঞান পরব্রহ্ম, অর্থাৎ নাম-রূপাদিরহিত।

এক্ষণে পক্ষপাতবিহীন হইয়া বিচার করিলে, আগমোত্থিত ব্রহ্ম যদি নাম রূপাদিবিশিষ্ট হয়েন, তবে মধ্যম, অধম এবং অধমাধম ভাবরূপ উপাসনা (অর্থাৎ ধ্যান, স্তুতি, জপ এবং বাহ্যপূজাদি) ব্রহ্মোপাসনারূপে গ্রহণ না করিয়া, কিরূপে ত্যজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাহা অবশ্য নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা বলিয়া সকলের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নাম-রূপাদিবিশিষ্ট হয়েন না। সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, তিনিই যুগে যুগে নাম রূপাদিবিশিষ্ট হইয়া, ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মানুভব রূপ যে সদ্ভাব, তাহা উত্তম বলিয়া প্রথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই বিবেকোত্থিত যে পরব্রহ্ম, তাহা

কেবল বোধ-স্বরূপ *। এবং নাম রূপাদিরহিত হওয়াতে, তাঁহার কোন প্রকার উপাসনা কিম্বা পূজাদি বিধান সম্ভব হইতে পারে না †। শ্রবন, মনন এবং নিদিধ্যাসন সহকারে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে (অর্থাৎ বাহ্যিক পদার্থের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইলে) পরম গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। নতুবা বিবেকোত্থিত নাম-রূপাদি বর্জ্জিত পরব্রহ্ম যুগে যুগে অবতার হইয়া যে সকল রূপধারণ করেন, সেই সেই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অনুক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদের পদারবিন্দ চিন্তায় নিরত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে, স্বল্পায়ু মনুষ্য সকল অতি শীঘ্র ব্রহ্মানু-ভবে সক্ষম হইতে পারেন। আর মনের স্থৈর্য্যাভাবে অর্থাৎ চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিধ্যানে অপারক হইলে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বক্ষণ বিশেষ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক, স্তোত্রাদি পাঠ এবং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট নামামৃত পান করিয়া প্রকৃত জাপক রূপে বিখ্যাত হইবে, যাহা অধম ভাব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু, সকল লোকেই নিতান্ত ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত বিষয়াশক্ত হওয়াতে, যদ্যপি তাঁহাদের নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং স্তোত্রাদি পাঠেও সম্পূর্ণ অক্ষম হন, তাহা হইলে দিনান্তে

---

* সৎ সমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মনেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

সৎস্বরূপ, সাতিশয় আনন্দশালী, স্বতঃসিদ্ধ, শুদ্ধ, বোধরূপ অতুল্য একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানা প্রকার কিছুই নাই।

† আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতেদ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥

আনন্দ স্বরূপ, বিকল্পরহিত, একরূপ ও সচ্চিদানন্দব্রহ্মে দ্বিতীয়ের অভাব হেতু কিরূপে পূজা বিধান হইতে পারে।

একবার মাত্র বাহ্যিক প্রতিমাপূজাদি করিলে, (যাহা অধমাধমভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে) সেই ত্রিগুণাতীত নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইবে। যেহেতু, তিনি সকল স্থানে এবং প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্বাহ্যে অবস্থান করিতে-ছেন। ইহাই ঐ শ্লোকের প্রকৃতার্থ, অধিকারিভেদে উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ প্রণালীর কল্পনা হইয়াছে মাত্র।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

"অব্যক্তা, পরমেশ্বর-শক্তি, অনাদি, অবিদ্যা, ত্রিগুণময়ী, পরমা মায়া, কার্য্যদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুমেয়া হন। সেই মায়া দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়"।

অর্থাৎ, যাঁহারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ("চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম") স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বিচারদ্বারা জ্ঞানলাভ করত, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনকে প্রাপ্ত হয়েন, সেই তত্ত্ববিদ্-পণ্ডিতগণ কার্য্যনির্ণয়ক্রমে, অর্থাৎ, কার্য্যমাত্রেরই কারণ থাকা সম্ভব বিধায়ে, এই বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বরের অব্যক্ত শক্তিকে অনুমান করেন। অন্য ব্যক্তি তাহাতে সক্ষম হন না।

দীর্ঘসংসার মায়েয়ং রাম রাজসতামসৈঃ।
ধার্য্যতে পৌরুষৈর্নিত্যং সুস্তম্ভৈরিব মণ্ডপঃ।

যোগবাশিষ্ঠ।

স্তম্ভে যেমন মণ্ডপ ধারণ করে, হে রাম! সেইরূপ, রাজসিক ও তামসিক পুরুষেরাই, এই দীর্ঘ সংসারমায়া নিত্য ধারণ করিতেছে।

কিরূপে সকল বস্তু পাঞ্চভৌতিক হইয়াছে।

পিতা মাতার গুণ যেরূপ সন্তানে লক্ষিত হয়, সেইরূপ যে যে বস্তু হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাদের গুণ সেই সকল বস্তুতে বিদ্যমান থাকে। যথা. প্রথম-জাত আকাশের শব্দ-গুণ বায়ুতে, আকাশ এবং বায়ুর শব্দও স্পর্শগুণ তেজে ও আকাশ, বায়ু এবং তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ-গুণ জলে বিদ্যমান আছে এবং ঐ ভূতচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন হইয়া এবং উহাদের গুণ সকল গ্রহণ করিয়া, মৃত্তিকা, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং, যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, শাস্ত্রে সকল পদার্থকেই পাঞ্চভৌতিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে; এবং ইহা সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবার নিমিত্ত, এই পুস্তকের প্রথম প্রকরণে "মৃত্তিকারস" বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যেমন কোন সছিদ্রপাত্রস্থ শর্করায় জলসেচন করিলে, সেই জল তাহার মিষ্টগুণ গ্রহণপূর্ব্বক নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ জল (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস) এই চারিগুণবিশিষ্ট হইয়া, মৃত্তিকাসংযোগে তাহার গন্ধ-গুণ গ্রহণপূর্ব্বক, পঞ্চগুণবিশিষ্ট হইয়াছে। এবং সকল সৃষ্ট-পদার্থই সেই জল অর্থাৎ মৃত্তিকারস হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, পাঞ্চভৌতিক বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

মৃত্তিকা বহুগুণবিশিষ্ট।

ঈশ্বরের বিশ্বসৃক্ শক্তি অর্থাৎ মায়া, ইন্দ্রজালিকের ন্যায়, এক মৃত্তিকা-রসে যাবতীয় পার্থিব পদার্থ সৃষ্টি করিয়া, মূঢ় লোকদিগকে যেরূপ ভ্রান্ত

এবং মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, পঞ্চগুণবিশিষ্ট মৃত্তিকাও সেইরূপ বহুগুণ-বিশিষ্ট হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। পঞ্চভূতে, তাহাদের স্ব স্ব গুণ অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে বিদ্যমান আছে; কেবল মৃত্তিকা সংযোগহেতু, সেই গুণ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যথা—

ষড়্জর্ষভ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তপ্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সপ্তবিধ গানাঙ্গধ্বনি, সুর।

ষড়্বিধ রাগ। যথা,—ভৈরব, মালব, সারঙ্গ, হিন্দোল, দীপক এবং মেঘ, আর এই (৬)ছয় রাগের পত্নীস্বরূপ (৩৬)রাগিণী। এবং তৎব্যতীত ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, তানপূরা, ঘড়ি, কাঁসর, সোণা, রূপা ইত্যাদি সকল বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ শব্দ। কোমল, কঠিন ইত্যাদি স্পর্শ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ রূপ। কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল এবং মধুর এই ষড়্বিধ রস এবং নানাবিধ সংগন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই সমস্ত এক্ষণে সেই মৃত্তিকার গুণ বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, আকাশে ঐরূপ বহু প্রকার শব্দ, বায়ুতে বিবিধ স্পর্শ, তেজে নানাবিধ রূপ কিম্বা জলে ষড়্বিধ রস কখন উপলব্ধি হয় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কিরূপ?

ত্রিগুণাত্মিকা * মায়ার কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! এই অস্থি, মাংস, শোণিত এবং মজ্জাময় দেহ মায়া কর্ত্তৃক পঞ্চভূতে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ পঞ্চভূতের কোন ভূতই উপলব্ধি হয় না, অথচ

* সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

ইহা অন্য কোন পদার্থ নহে। পিতা মাতার শোণিতশুক্রের যোগাবধি যৌবন কালের শেষ পর্য্যন্ত, মানব দেহ আহারীয় দ্রব্যের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়; পরে যখন আর বৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে না, তখনও আহার ভিন্ন, অর্থাৎ পঞ্চভূতের সাহায্য ভিন্ন, রক্ষা হয় না, অথচ বৃদ্ধিলাভও করে না, বরং এই দেহের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে। আর সেই পঞ্চভূতের মধ্যে জল, তেজঃ ও বায়ু এই স্থূল দেহের জীবন স্বরূপ বলিতে হইবে। যেহেতু উল্লিখিত ভূতত্রয় হইতে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, উহাদের সাহায্যে স্থিতি করিতেছে এবং তৎ সাহায্যব্যতীত কখন রক্ষা হইতে পারে না। আর উহাদের সাম্যাবস্থায় মনুষ্যসকল সুস্থশরীরে অবস্থান করে এবং তাহাদের মধ্যে একটির কিম্বা দুইটির আধিক্য হইলে অসুস্থ বলা যায়। অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত এবং কফ ইহাদের সাম্যাবস্থায় সুস্থতা এবং উহাদের মধ্যে কোনটির আধিক্য হইলে অসুস্থতা হইয়া থাকে। যথা, একটির আধিক্যতায় জ্বর হইলে, বাতিকের, পৈত্তিকের, কিম্বা কফের জ্বর, আর দুইটির আধিক্যতায় পীড়া হইলে বাতশ্লেষ্মা, বাতপৈত্তিক অথবা পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর বলিয়া, নিদান-বিদ্‌পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক, অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, কোন কোন ব্যক্তির ব্যাপককাল ধরিয়া উহাদের মধ্যে কোনটির আধিক্য থাকিলে, বাতিকের, পৈত্তিকের, অথবা কফের ধাতু, বলিয়া, উক্ত হয়। অতএব, এই অন্নময় কোষ, অর্থাৎ স্থূল দেহ পঞ্চভূত সম্ভূত হওয়াতে, বিশেষ রূপে ঐ ভূতত্রয়ের যেরূপ গুণ দৃষ্ট হয়; সেইরূপ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পৃথক্ পৃথক্ তিনটি গুণ, এই আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম দেহে পরিদৃষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে বায়ুপিত্তাদির ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে। যথা—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

হে ভারত! রজঃ এবং তমোগুণকে অভিভব করিয়া সত্ত্বগুণের এবং সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাজয় করিয়া, রজোগুণের এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভব করিয়া, তমোগুণের উদ্ভব হয়।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে যৎকালে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বোধ করিতে হইবে।

লোভঃ প্রবৃত্তি রারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যোগ, কর্ম্মের অশান্তি এবং স্পৃহা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

অপ্রকাশো ঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

হে কুরুনন্দন! তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি অনবধানতা এবং মোহ জন্মিয়া থাকে।

যদা সত্ত্বেপ্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।

তদোত্তম বিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

দেহী যদি সত্ত্বগুণের আধিক্য সময়ে দেহ ত্যাগ করেন, তাহাহইলে তিনি তত্ত্ববিদ্দিগের নির্ম্মল ধাম প্রাপ্ত হয়েন।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীন স্তমসি মূঢ়যোণিষু জায়তে॥

রজোগুণে মৃত্যু হইলে, কর্ম্ম সঙ্গে জন্ম হয়, সেইরূপ তমোগুণে প্রলীন হইয়া মূঢ়যোনি প্রাপ্ত হয়।

এই ভগবদ্গীতা জ্ঞানিদিগের হৃদয়স্বরূপ, ইহাতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হওয়াতে, পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে।

যেমন কোন ব্যক্তির বাতাধিক, কাহার বা পিত্তাধিক এবং কোন লোকের কফাধিক বলিয়া উক্ত হয়, সেই রূপ কাহারও সত্ত্বগুণাধিক্য কাহারও রজোগুণাধিক্য আর কাহারও বা তমোগুণাধিক্য হইয়া জন্ম-গ্রহণ হইয়া থাকে এবং তাহাদের গতিও পৃথক্ পৃথক্।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণে সুখে অভিমুখী, রজোগুণে কর্ম্মে লিপ্ত এবং তমোগুণে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া অনবধানতায় যোজনা করিয়া দেয়।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতো২জ্ঞানমেব চ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞানতা জন্মে।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

সাত্ত্বিকেরা ঊর্দ্ধগামী হয়েন, রাজসিকেরা মধ্যে থাকেন এবং তামসি-কেরা জঘন্য গুণ ও বৃত্তিস্থিত হইয়া অধোগমন করেন।

এই সূক্ষ্ম শরীর ঐরূপে গুণযুক্ত হইয়া, স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতির গুণানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া, সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত বারম্বার দেহধারণ পূর্ব্বক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয়ে তাপিত হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপ কাহাকে বলে।

মানসিক এবং শারীরিক দুঃখ আধ্যাত্মিক তাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ, রোগাদিজন্য শারীরিক, এবং কাম ক্রোধাদির নিমিত্ত মানসিক পীড়া উপস্থিত হয়। মনুষ্য অন্তভুত হইতে অর্থাৎ অপর মনুষ্য, ব্যাঘ্র, সর্প, মশা প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা আধিভৌতিক তাপ বলিয়া জ্ঞাতব্য। আর দৈব হইতে অর্থাৎ বজ্রপাত, গৃহদাহ, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা আধিদৈবিক তাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? তাহাতে কোন যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য আছে কি না? কেহ ধনবান, কেহ নির্দ্ধন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ ইত্যাদি হওয়াতে ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ দৃষ্ট হয় কি না? পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? পৃথক্ স্বর্গ নরক আছে কি না? সুখ এবং দুঃখ কেন উপস্থিত হয়?—ইত্যাদি।

পবিত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানবিদ্ শাস্ত্রপ্রণেতাগণ কর্ত্তৃক, শাস্ত্রে এক-টিও যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ হয় নাই। কেবল মূর্খতা এবং অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিচারের দ্বারা মীমাংসা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়ায় আমা-

দের মূঢ়বুদ্ধিতে শাস্ত্রোক্ত বাক্য সকল সম্ভব, অসম্ভব, সত্য, মিথ্যা, উত্তম, অধম, ন্যায্য এবং অন্যায্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-গণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক, সেই সকল বাক্য বিশ্বাস্য, যৌক্তিক এবং প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্র লোকের হিতের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। আশ্রমিক কার্য্যসমূহ সেই শাস্ত্রানুযায়ী, যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, জ্ঞানলাভপূর্ব্বক অনিবার্য্য গর্ভযন্ত্রণা হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যে সকল লোকহিতার্থী মহাত্মাগণ এরূপ হিতকর কার্য্য * সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মিথ্যাবাদী জ্ঞান করা একটি ভয়ানক পাপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা কি লাভের প্রত্যাশায়, প্রবঞ্চকের ন্যায় সকলকে বিমুগ্ধ করিবার নিমিত্ত, "ধ্রুব জন্ম মৃতশ্চ" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিশ্চয় জন্ম হইবে, শাস্ত্রে এরূপ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? সেই পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিলে কেবল যে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হয়, তাহা নহে, ঈশ্বরকেও বৈষম্য দোষাক্রান্ত করা হয়। নতুবা কেহ ধনবান্, কেহ নির্ধন, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ কেহ বল-বান্, কেহ দুর্ব্বল ইত্যাদি রূপে লোকে উত্তমাধম অবস্থাপন্ন হইবে কেন? অতএব, লোকের জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ উত্তমাধম অবস্থা সজ্ঘটন হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ অজ্ঞানান্ধ, পক্ষপাতী, মূঢ় ব্যক্তিগণের ন্যায় নির্ব্বিকার ব্রহ্মেরও বৈষম্য

---

* যাহার অভাবে সকলেই "কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়" হইয়া ভ্রমান্ধের ন্যায় পরম সুখ, পরম জ্ঞান এবং পরম লাভ ("যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখং যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং") ইত্যাদি কিছুই অনুভব করিতে পারিত না।

দোষ ঘটে, যাহা, মূর্খ কিম্বা বাতুল ভিন্ন যৎসামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও স্বীকার করিতে পারেন না। যেহেতু, তিনি কি মহাত্মা, কি দুরাত্মা, সকলেরই ঈশ্বর। যদি তিনি কেবল "আমার" কিম্বা "তোমার" হইতেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহাকে জগন্নাথ না বলিয়া, নিতান্ত পক্ষপাতী বলিয়া সম্বোধন করিত। অনেকে জগতে ঐরূপ ইতর বিশেষ দর্শন করিয়া, ইহলোক ভিন্ন আর পৃথক্ স্বর্গ ও নরক আছে, এরূপ স্বীকার করেন না। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। যেহেতু, কি পূজনীয়, কি ঘৃণিত—কি ভূস্বামী, কি নিরাশ্রয়—কি বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল—কি বিদ্বান, কি মূর্খ—কি সুস্থ, কি ব্যাধিগ্রস্ত সকলেই ত্রিতাপে তাপিত এবং প্রবাহিত জন্ম মৃত্যু-রূপ ভবব্যাধির অধীন। যদিও ইহলোকে সুখ ও দুঃখ উভয়ানুভব হয় সত্য, তত্রাচ ইহাকে কর্ম্মভূমি বলিয়া, শাস্ত্রে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হেতু, প্রিয় ও অপ্রিয় (যাহা সুখ দুঃখ নামে খ্যাত) অনিবার্য্য ও অলঙ্ঘনীয়, এবং স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ, আপনা হইতেই অনুভব হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃপ্রিয়াপ্রিয়য়োরপোহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ"। অর্থাৎ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা দেহস্থ হইলে, প্রিয় এবং অপ্রিয় স্বতঃ অনুমিত হইয়া থাকে,—উহা অপরিহার্য্য। অতএব, যে সুখ দুঃখ কি ইতর, কি মহৎ, সকল প্রাণীই ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কখন স্বর্গ ও নরকরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। পৃথক্ স্বর্গ ও নরক যদ্যপি না থাকিত, তাহা হইলে বেদে "এই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে অক্ষয় স্বর্গভোগ হইবে" এরূপ অলীক বাক্য উক্ত না হইয়া, "জন্মান্তরে ইহলোকেই অতুল ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ হইবে" বলিলে কি ক্ষতি হইত? অতএব, কর্ম্মজ পৃথক্ স্বর্গ ও নরক অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অনুমান হইতেছে। সসাগরা ধরার অধীশ্বরও

যে প্রকার বৈষয়িক সুখদুঃখানুভব করেন, সামান্য ইতর লোকও সেইরূপ করিয়া থাকে। রাজা সুবর্ণময়ী প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়া তাঁহার রাজ্ঞীকেআলিঙ্গন করিয়া যদ্রূপ ইন্দ্রিয়সুখানুভব করেন, এক জন ইতরলোকও তাহার প্রিয়তমার সহবাসে সেই রূপ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা লাভ করে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ইতর বিশেষ হইতে পারে না। রাজা অতি উপাদেয় সামগ্রী পান ভোজন করিয়া যেরূপ প্রাণাদির তৃপ্তি বিধান করেন, একজন ভিক্ষুকও কদন্ন ভোজন করিয়া তদ্রূপপরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। বরং অবস্থানুসারে কখন কখন রাজাকে অতীব অসুখী, এবং দীন দরিদ্রকে সদানন্দচিত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন ভূপতি অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া, স্ত্রী এবং রাজ্যাদি ভোগে বঞ্চিত হওত অতি দুঃসহ যন্ত্রণায় কালাতিপাত পূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হন, আর একজন ভিক্ষুক সুস্থশরীরে সদানন্দ চিত্তে পান ভোজন করিয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রোমোদে কালযাপন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তির স্বর্গভোগ, এবং কাহারই বা নরকভোগ হইল বলা যাইতে পারে ?

ইতর এবং মহৎকুলে জন্ম গ্রহণ, অবশ্য, কর্ম্ম জন্য হইয়া থাকে,— তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত নহে। সেই সকল বিহিত ও অবিহিতকার্য্যের ফল রূপ যে সুখ ও দুঃখ, তাহা পৃথক্ স্বর্গ এবং নরক নামে বিখ্যাত—উহা এই বৈষয়িক সুখ দুঃখ বলিয়া যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না। কেবল কর্ম্মের জন্য বারম্বার দেহ ধারণ হইয়া থাকে। আর এই দেহ ধারণে যে বৈষয়িক সুখ এবং দুঃখ তাহা সতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, উহা সদসৎ কর্ম্মের ফলরূপে মীমাংসিত হইতে পারে না।

দিন গত হইলে আর প্রত্যাগত হয় না, এই হেতু বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বার্দ্ধক্যে শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানলাভ করত ব্রহ্মানুভবে সক্ষম হইব ভাবিয়া বাল্য ও যৌবনকাল যেরূপ বৃথা বিষয় ভোগে ক্ষেপন করেন না, * সেই রূপ আমার উপস্থিত মনোভাব সময় অনুসারে প্রকাশ করিব ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, যদি পুনঃ স্মরণ না হয়, এই আশঙ্কায়, এস্থলে অনাবশ্যক হইলেও, প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা বেদের মর্ম্মানুযায়ী যোগশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং যে সকল মহাত্মাগণ তাহা অনুশীলনপূর্ব্বক জ্ঞানলাভানন্তর ব্রহ্মানুভবে সক্ষম হইয়াছেন, এ জগতে তাঁহাদের ন্যায় পবিত্র আর কে আছে? কারণ ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে "ব্রহ্মবিদ্ স এবব্রহ্মঃ" অর্থাৎ, ব্রহ্মকে যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম। আমার মূঢ় বুদ্ধিতে এই রূপ বিবেচনা হয় যে, বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি এবং বিশ্বাস লাভ অপেক্ষা, অনন্যচিত্তে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ সেই মহাত্মাদের নাম উচ্চারণ, স্মরণ এবং তাঁহাদের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলে, চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ মনের পবিত্রতা লাভ করিয়া, অনায়াসে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

---

* আবাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্র সৎসঙ্গমাদিভিঃ।
গুণৈঃ পুরুষকারেণ স্বার্থঃ সংপ্রাপ্যতে যতঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

বাল্যাবধি অত্যর্থ শাস্ত্রাভ্যাস এবং সৎসঙ্গাদি গুণবিশিষ্ট হইলে পুরুষকার দ্বারা স্বার্থ প্রাপ্তি হয়।

প্রমাণ যথা —

এতাবত্যাপি যে ভীতাঃ পাপভোগ রসে স্থিতাঃ।
স্ব মাতৃবিষ্ঠা ক্রিময়ঃ কীর্ত্তনীয়া ন তেঽধমাঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

এই ঘোর সংসারে যোগশাস্ত্র শ্রবণাদি না করিয়া, অভীত রূপে পাপভোগরসে যে স্থিত হয়, সেই-ই অধম ব্যক্তি, সেব্যক্তি মনুষ্য নহে, মাতৃ-উদরস্থবিষ্ঠার ক্রিমি মাত্র, তাহার নাম উচ্চারণ করাও অকর্ত্তব্য।

সেই সকল যোগশাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে, সকলেই অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষযোগে জগৎ উৎপন্ন হওয়ায়, সকল বস্তুই যোগসাপেক্ষ, প্রকৃতিও পুরুষ দুই হওয়ায় সকল বস্তুই দুই প্রকার,— এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অভেদ এই নিমিত্ত প্রত্যেক বিষয়ই অভেদ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। সেই অভেদজ্ঞান ব্যতীত কখন মুক্তি হইতে পারে না। এক্ষণে, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই প্রকার হওয়ায় সকল বস্তু যে দুই প্রকার হইয়াছে, তাহার প্রমাণ, যথা—সৎ এবং অসৎ। সৎবস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহার সত্তায়, অসজ্জগতের ভাণ হইতেছে। সেই সৎবস্তুর যদ্যপি অভাব হইত, তাহা হইলে এই অসজ্জগদ্ভাণ সম্ভব হইত না। অতএব, সৎবস্তুর অসত্তায় এই অসজ্জগদ্ভাণ যদ্যপি সম্ভব না হইল, তাহাহইলে সতের সহিত অসতের যোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আর এই যোগহেতু প্রকৃতিও পুরুষ যে প্রকার অভেদ, সেইরূপ সৎ এবং অসৎ অভেদ এবং অভিন্ন বলিয়া মীমাংসিত হইল। কারণ, সূর্য্য অভাবে যদ্যপি সূর্য্যপ্রতিবিম্বের অভাব সঙ্ঘটন হয়, তাহাহইলে সূর্য্য এবং সূর্য্যপ্রতিবিম্ব অভেদ ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে?

আস্তিকতা এবং নাস্তিকতার অর্থ কি এবং কেন উদয় হয় ?

প্রকৃতি ও পুরুষ দুইপ্রকার, যৌগিক এবং অভেদ হওয়ায় সকল বিষয়ই দুই প্রকার, যোগসাপেক্ষ এবং অভেদরূপে উদ্ভব হইয়াছে। যথা "অস্তি" এবং "নাস্তি" অর্থাৎ, ঈশ্বর আছেন এবং নাই। এই পৃথক্ পৃথক্ শব্দদ্বয় যৌগিক এবং অভেদ, অর্থাৎ, পৃথকার্থ বিশিষ্ট নহে, একার্থ বোধক বলিয়াই বোধ হইতেছে। যথা—

আস্তিকেরা, "ঈশ্বর অস্তি" এরূপ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন বলিয়া, নাস্তিকগণের মনে "ঈশ্বর নাস্তি" এরূপ তাঁহার অবিদ্যমানতা উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম পক্ষ যদি ঐরূপ স্বীকার না করিত, তাহাহইলে, নাস্তিকতার উদ্ভব হইত না, এবং আস্তিকতাও থাকিত না। অতএব, "অস্তি" বাক্যটির অভাবে যদ্যপি "নাস্তি" বাক্যটির অভাব হয়, তাহাহইলে "নাস্তি" বাক্যটি অবশ্য "অস্তি"মূলক বলিতে হইবে, আর সেই জন্যই উক্ত বাক্যদ্বয় যৌগিক এবং অভেদ, অর্থাৎ, একার্থবিশিষ্ট যথা "অস্তি" অর্থাৎ, ঈশ্বর আছেন।

যদি কেহ ইহার বিপরীত অর্থ ঘটাইবার অভিলাষ করেন, অর্থাৎ, "ঈশ্বর নাস্তি" এরূপ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, তাহার উপায়ান্তর নাই। যথা—

এই ভূমণ্ডলে অর্থের বিদ্যমানতা হেতু অভাব সঙ্ঘটন হয়, অর্থাৎ জগতে অর্থ আছে বলিয়া বিষয়ী লোকের মধ্যে মধ্যে অর্থাভাব হইয়া থাকে। কিন্তু, জগতের অর্থাভাব কখন সম্ভব হইতে পারে না। জগতে অর্থ যদি না থাকিত, তাহাহইলে অর্থাভাবের ক্লেশ কাহাকেও সহ্য করিতে হইত না। সেইরূপ স্বরূপতঃ ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে লোকের মনে নাস্তি-

কতার উদয় হইত না। যেরূপ সূর্য্যাভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, কিন্তু প্রতিবিম্বাভাবে সূর্য্যাভাব সম্ভবে না, এবং ব্রহ্মাভাবে জগদভাব বলা যায়, কিন্তু জগদভাবে ব্রহ্মাভাব সম্ভব হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর আছেন এই হেতু জগদ্ভাণ হইতেছে এবং আস্তিকতা ও নাস্তিকতার বিদ্যমানতা দেখা যাইতেছে। কিন্তু তিনি যদ্যপি না থাকিতেন, তাহা-হইলে ঐ বাক্যদ্বয়ের বিদ্যমানতা সম্ভব হইত না; এবং এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বেরও অভাব হইত। অতএব "অস্তি" এবং "নাস্তি" এই শব্দদ্বয় অভেদ প্রতিপন্ন হইল।

প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ।

কর্ম্মযোগের নাম প্রবৃত্তিমার্গ, এবং জ্ঞানযোগের নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মে আশক্তি, এবং নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মত্যাগ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও দুই প্রকার, যৌগিক, এবং (বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখিলে) অভেদ বলিয়াও মীমাংসিত হইতে পারে। প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, নিবৃত্তিমার্গের জ্ঞানলাভে সক্ষম হওয়া যায়। এই হেতু উভয় মার্গকে যৌগিক এবং অভেদ বলিয়া, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত জ্ঞানলাভের উপায়ান্তর নাই।

কর্ম্ম না করা, এবং কর্ম্ম ত্যাগ করা ইহাদের বিশেষ বিষমত্ব অনুভব হইতেছে। কারণ কর্ম্ম না করিলে, কোন ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি প্রথমে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, তিনিই কর্ম্মত্যাগের প্রকৃত ফল, অর্থাৎ, জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন। আর যিনি কর্ম্ম না করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্ন

প্রকাশ করেন, তিনি কখন জ্ঞানলাভে সক্ষম হইতে পারেন না, এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া, প্রত্যবায় হেতু, তাঁহার পরম গতি না হইয়া অধোগতি হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে কি রূপে তিনি ত্যাগের ফলপ্রাপ্ত হইতে পারেন? কর্ম্ম না করিয়া কেবল জ্ঞান লাভেই মুক্তি হয়, ইহা শ্রুতির মত নহে। কর্ম্মের সহিত জ্ঞান, মুক্তির হেতু উক্ত হইয়াছে। মানবগণ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় সহকারে কৃতার্থ হইবে। শ্রুতিপ্রমাণ, যথা—"মৃত্যুং বাহবিদ্যয়াতীত্বা, বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত হইবে। শ্রুতিতে আরও প্রমাণ আছে, "কুর্ব্বন্নেবহি কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছ শতং সমাঃ"। কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মর্ত্য-লোকের আয়ুঃ শত বর্ষাধিক নহে, তাবৎ কর্ম্ম করিবে। "যাবজ্জীবমগ্নি-হোত্রং জুহুয়াৎ" অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র জুহন করিবে। শ্রুতি কহিতেছেন মানবগণের ইহলোকে যাবজ্জীবন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহার বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত ব্রহ্মাত্মায় অসন্দিগ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্ম সম্ভব হয় না। অদ্বিতীয়পরব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ব শূন্য, ইহাই বেদের মত। আত্মস্বরূপে বিজ্ঞাত হইলে, অকর্ত্তাভাব আবির্ভাব হয়, তখন আর ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। "আমি কর্ত্তা" "একর্ম্ম আমি করিব" "এই কর্ম্মের ফল আমার হইবে"এমন যাঁহার জ্ঞান, তাঁহারই সমস্ত কর্ম্ম শ্রুতি আদেশ করেন। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানীকে কেহ কর্ম্মে নিয়োগ করিতে শক্য হয় না, সুতরাং আগমও করেন না।

কর্ম্ম না করিলে মুক্তি হয় না। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর, যদ্যপি কেহ কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে মুক্তি লাভ হইতে পারে। শ্রুতিঃ যথা; "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেমামৃতত্বমানশুঃ"

অন্বয়ার্থ ;—কর্ম্মদ্বারা, পুত্রদ্বারা কিম্বা ধনদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, কেবল এক ত্যাগদ্বারাই হইয়া থাকে।

অপিচ ;—

কর্ম্মণাবধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্মং ন কুর্ব্বন্তি, যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥

জীব কর্ম্মে বদ্ধ হয়, আর জ্ঞানে মুক্ত হয়। এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিগণ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মানুভবে পারদর্শী হইয়াছেন) আর কর্ম্ম করেন না।

যদিও জ্ঞান লাভ হইলে, কর্ম্মত্যাগের বিধি শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহার পৃথক্ মর্ম্ম অনুভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মযোগে ইষ্টলাভ হইবে ভাবিয়া, যদ্যপি লোক সকল নিতান্ত অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্মে-অত্যন্ত আসক্ত হয়, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা না করে, তাহা হইলে জ্ঞান লাভে একেবারে বঞ্চিত হইয়া উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা, এই হেতু আর্য্যমহাত্মাগণ শাস্ত্রে কর্ম্ম ত্যাগের অনুজ্ঞা করিয়াছেন। ফলতঃ যিনি জ্ঞানলাভপূর্ব্বক ব্রহ্মানুভবে সক্ষম, তিনি যদ্যপি সমাধিস্থ না হইয়া সংসারে বিচরণ কিম্বা আশ্রমে অবস্থিতি করেন, লোকসংগ্রহার্থ তাঁহারও কর্ম্ম করা বিধেয়। প্রমাণ যথা ;—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥

ভগবদ্গীতা।

জনকাদি ঋষিরাও কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষলাভে প্রবৃত্ত হয়েন অতএব এই লোকসংগ্রহ (অর্থাৎ লোকের কুপথে গমন নিবারণার্থ প্রয়োজন) দৃষ্টি করিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

নাবার্থীহি ভবেৎ স্তাবৎযাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণেতু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং ॥

উত্তরগীতা।

মনুষ্য যতক্ষণ নদী পার না হন, ততক্ষণ তাঁহার নৌকার আবশ্যক হয়, কিন্তু, নদীর পর পারে গমন করিলে, তাঁহার যেরূপ নৌকায় আর প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞানার্জ্জন হইলে, কর্ম্মের আর আবশ্যক হয় না। কিন্তু নদীর পর-পারগত ব্যক্তি নিজের আবশ্যক না থাকিলেও যেরূপ সকলের হিতার্থে সেই নৌকাখানি রক্ষা করিয়া থাকেন, (যদ্দ্বারা সকলেই অনায়াসে সেই নদীর পর পারে গমন করিতে পারে) সেই রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম অনাবশ্যক হইলেও সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। প্রমাণ, যথা—

যদযদা চরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবে তরো জনঃ।
সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥

ভগবদ্গীতা।

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, ইতর লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়, এই হেতু জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ করা অবশ্য অবৈধ কার্য্য বলিতে হইবে। অতএব, প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ উভয়ই অভেদ বলিয়া মীমাংসিত হইল—পৃথক্ মনে করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহাদের কখন পণ্ডিত বলা যাইতে পারে না। প্রমাণ, যথা;—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলং ॥

ভগবদ্গীতা।

বালস্বভাব অপণ্ডিত লোকেরা সাংখ্য (অর্থাৎ জ্ঞানযোগ) এবং যোগ (অর্থাৎ কর্ম্ম যোগ) পৃথক্ মনে করে, ফলতঃ, যথাবিধি একের অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়।

যদি বলেন একের অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই যখন ফললাভ করা যায়, তখন আর কর্ম্ম যোগের আবশ্যক কি, কেবল জ্ঞান যোগের অনুষ্ঠান করিলেই ত উভয়ের ফল লাভ হইতে পারে? ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। প্রমাণ, যথা;—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

ভগবদ্গীতা।

কর্ম্মের আরম্ভ বিনা কোন পুরুষ নৈষ্কর্ম্য (অর্থাৎ জ্ঞান) প্রাপ্ত হন না, এবং কেবল ত্যাগ মাত্রেই কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।

প্রকৃতি ও পুরুষ দুই প্রকার, যৌগিক এবং অভেদ হওয়ায় সকল বিষয়ই দুই প্রকার, যোগসাপেক্ষ এবং একার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। যথা,—সত্য, মিথ্যা—নিত্য, অনিত্য,—পাপ, পুণ্য—স্বর্গ, নরক—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম—উত্তম, অধম—জ্ঞান, অজ্ঞান ইত্যাদি—সকলই দ্বিবিধ, যোগ সাপেক্ষ এবং একার্থবোধক। যেমন দুগ্ধের অভাবে দধির অভাব হয়, সেই রূপ সত্যের অভাবে মিথ্যা,—নিত্যের অভাবে অনিত্য, পুণ্যের অভাবে পাপ,—স্বর্গের অভাবে নরক,—ধর্ম্মের অভাবে অধর্ম্ম,—উত্তমের অভাবে অধম এবং জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানের অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক বিপরীতার্থবোধক শব্দদ্বয় যোগসাপেক্ষ এবং একার্থ-বোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

যদি বলেন পাপ এবং পুণ্য এই বাক্যদ্বয়ের একার্থ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কর্ম্ম মাত্রেরই ফল থাকায় পাপ ও পুণ্যের বিভাগ হইয়াছে। সেই ফলের যদি অভাব হইত, (অর্থাৎ কর্ম্মফল যদ্যপি না থাকিত,) তাহা হইলে, পাপ ও পুণ্য পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ হইত না। অপিচ কর্ম্ম জন্য যখন বারম্বার গর্ভযন্ত্রনা ভোগ, এবং পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হয়, তখন পুণ্যকর্ম্ম এবং পাপকর্ম্ম উভয়ই ত্যজ্য, সুতরাং উভয়ের একই অর্থ বলিতে হইবে।

বিষয়, বিষয়াসক্তি, বিষয়বৈরাগ্য এবং বিষয়ত্যাগ।

মনুষ্য বিষয়াসক্ত হইলে বন্ধন প্রাপ্ত হয়, এবং বিষয় বিরাগী হইলে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শাস্ত্রে ঐরূপ উক্ত হওয়ায়, প্রায় সকল লোকেই স্ত্রী, পুত্র, অট্টালিকা, আরাম, যান, বাহন এবং ধনাদিকে বিষয় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সকল রূপান্তর বিষয় মাত্র, স্বরূপ বিষয় নহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ তন্মাত্রই যথার্থ বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ থাকায় সুখ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, ত্বগেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, জিহ্বেন্দ্রিয়ের বিষয় রস এবং ঘ্রানেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধতন্মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ ঐ সকলে আসক্ত হইলে লোকে বিষয়াসক্ত, উহাতে আসক্তি ত্যাগ করিলে বিষয়—বিরাগী এবং ইন্দ্রিয় গণের বহির্মুখ বৃত্তিকে কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় ঐ সকল বিষয় হইতে একেবারে সঙ্কোচ করিতে পারিলে বিষয় ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়। নচেৎ কেবল সংসার আশ্রম ত্যাগ করাকে বিষয়বৈরাগ্য অথবা বিষয়-ত্যাগ বলা যায় না।

সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, দেহে আত্ম-বুদ্ধি, অনুরাগ, দ্বেষ, অভিমান, অবিবেক, অজ্ঞান ইত্যাদি কেন উপস্থিত হয়? পৃথক্ স্বর্গ নরক আছে কি না? কেন জন্ম হয়?—ইত্যাদি।

ইহলোকে প্রিয় এবং অপ্রিয় এই পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্য সুখ এবং দুঃখ নামে প্রসিদ্ধ; ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়ের সংযোগ থাকায় শৈশবকাল হইতে স্বতঃ অনুমিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর অভ্যাসের ন্যায় বোধ হয়। প্রিয় ও অপ্রিয় হইতেই কাম ক্রোধাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমান্ধ হইয়া, জন্ম মৃত্যু রূপ সংসার ব্যাধি হইতে কোনক্রমেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। শিশুকালে পিতামাতার ক্রোড় এবং মাতার স্তনদুগ্ধ প্রাপ্তে প্রিয় এবং অপ্রাপ্তে স্বতঃ অপ্রিয় অনুভব হইয়া থাকে। পরে যখন অন্য বস্তু ভক্ষণ করিতে পারে, তখন পিতা-মাতা-দত্ত-মিষ্টান্নের রসাস্বাদন করিয়া, তাহাতে অনুরাগ এবং দ্বেষ স্বতঃ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, তাঁহারা একটি লড্ডুকার অর্দ্ধাংশ যদি অন্য বালককে দেন, তাহাতে বিদ্বেষ হইয়া থাকে। সেই অনুরাগ এবং দ্বেষ হইতে অভিমান (অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি) উপস্থিত হইয়া, "আমার মাতা" "আমার পিতা" "আমার খাদ্যদ্রব্য" "আমার ঘর" ইতাদি রূপে "আমার আমার" করিয়া থাকে। সেই অভিমান হইতে অবিবেক উপস্থিত হয়। অবিবেক হইতে অজ্ঞানতা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা অথর্ব্ববেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যথা;—

প্রশ্ন। কিমজ্ঞানং। অর্থাৎ অজ্ঞান কাহাকে বলে।

উত্তর। রজ্জুসর্প জ্ঞানমেবাদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুস্যূতে সর্ব্বময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তির্য্যগবানর স্ত্রী পুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধমোক্ষাদি নানা কল্পনায় জ্ঞানমজ্ঞানং।

অন্বয়ার্থ। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে পশু-পক্ষি-সুরনরাদি এবং স্ত্রী পুরুষ বর্ণাশ্রম ও বন্ধমোক্ষাদি সমুদয় বিষয় সঙ্কল্পিত আছে। অতএব, দেব-মনুষ্যাদি-কল্পিত বস্তুকে সত্যপদার্থ বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অজ্ঞান।

সেই অজ্ঞান হইতে সদসৎ কর্ম্মে আসক্তি, সেই কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ফল-ভোগ এবং ভোগান্তে পুনর্দ্দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব ধনবান এবং নির্দ্ধন সকল লোকেরই অনুভব হওয়ায়, ইহলৌকিক সুখ ও দুঃখ কখন স্বর্গ ও নরকরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। অতি কঠিন যোগাদির অনুষ্ঠান এবং অত্যন্ত ঘৃণিত অবিহিত কার্য্য সমূহের এরূপ সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত ফল সম্ভব হইতে পারে না। সেই নিমিত্ত দুঃখাসত্তিন্ন পৃথক্ স্বর্গ এবং সুখাসত্তিন্ন পৃথক্ নরক, অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রমাণ, যথা ;—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং এয়ীধর্ম্ম মনুপ্রপন্না গতাগতং
কামকামালভন্তে॥

ভগবদ্গীতা।

অন্বয়ার্থ। সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যের শেষ হইলে, তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হন ; এইরূপে বেদধর্ম্মের অনুগামী সাধকেরা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া, গমনাগমনের ফলভোগ করেন।

অপিচ।

যএষু মূঢ়া বিষযেষু বদ্ধা রাগোরুপাশেন সুদুর্দ্দমেন।
আয়ান্তি নির্য্যান্ত্যধ উর্দ্ধ মুচ্চৈঃ স্বকর্ম্ম দূতেন জবেন নীতাঃ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

যে সকল মূঢ়মতি মনুষ্য দুশ্ছেদ্য বিষয়ানুরাগ রূপ মহাপাশদ্বারা বিষয়ে বদ্ধ হয়, তাহারা স্বকীয় কর্ম্মস্বরূপ দূত কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক গৃহীত হইয়া কখন উর্দ্ধলোকে (স্বর্গে) কখন অধোলোকে (নরকে) কখন মর্ত্ত্যলোকে (পৃথিবীতে) পতিত হওতঃ, বারম্বার জন্ম-মরণ-গতাগত গতিগত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে। অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি ব্যতীত সদসৎ কর্ম্মজন্য যাঁহাদের স্বর্গাদি ভোগ হয়, সেই ভোগান্তে অগত্যা তাঁহাদিগকে ইহলোকে পুনর্ব্বার দেহধারণ করিয়া, উন্নতির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাই আর্য্য-শাস্ত্রের মত। আর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহারা স্বর্গলাভ করেন, ভোগান্তে তাঁহারা উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণ নরক-ভোগান্তে কেবল অধমকুলে উদ্ভব হইয়া থাকে।

জাতিভেদ আছে কি না?

জাত্ পাঁত গণিয়ে যাঁহা, হো যায় বরণ্ বিচার।
তুলসী কহে হরি ভজন্ বিনে, চারি জাত চামার॥
চারি জাত মিলে হরি ভজিয়ে, এক বরণ হো যায়।
(জ্যায়সা) অষ্ট ধাতমে পরশ লাগায়ে, এক মূল্সে বিকায়॥

যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ভেদানুসারে মনুষ্যলোকে উত্ত-মাধম বর্ণ বিচার হয় সত্য, কিন্তু তুলসীদাসের মতে হরিভজন না করিলে ঐ সকল বর্ণ অতি নীচ চামার জাতি মধ্যে গণ্য হয়। যদ্রূপ পরশ-মণি-স্পর্শে পৃথক্ পৃথক্ ধাতু সুবর্ণ হইয়া সুবর্ণমূল্যে বিক্রয় হয়, তদ্রূপ উত্তমাধম জাতি একত্র হইয়া হরিভজনা করিলে এক বর্ণ হইয়া যায়।

সর্ব্বক্ষণ নিদিধ্যাসন করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই অদ্বৈতজ্ঞান দৃঢ়তর অভ্যস্ত হওয়ায় সমদর্শনকারী মহাত্মাগণের চিত্তে আর পৃথক্ পৃথক্

জাতিভেদ উদয় হয় না। কিন্তু স্বধর্ম্মচ্যুত, বিধর্ম্মাবলম্বী, হতবুদ্ধি, লোভী লোক সকল যদেচ্ছাচারী হইয়া ভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবার প্রত্যাশায় "জাতিভেদ মনুষ্যকৃত" "ঈশ্বর কৃত নহে" "সকলকেই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন" নিতান্ত গর্ব্বের সহিত এইরূপ উক্তিকরিয়া জাতিভেদ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহাদের সৃষ্টির উপর নেত্রপাত করিয়া একবার দেখা উচিত যে স্বরূপতঃ জাতিভেদ আছে কিনা এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে কি না?

মনুষ্য, পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গাদি পৃথক্ পৃথক্ জাতি। তাহাদের মধ্যে আবার পুরুষজাতি এবং স্ত্রীজাতি দেখা যায়। পশুমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, অশ্ব, গর্দ্দভ, গো, মহিষ, হরিণ, ছাগ, মেষ, শৃগাল, কুক্কুর, বিড়াল ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ জাতি। পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য পক্ষি-জাতি। ধাতুমধ্যে সুবর্ণ, লৌহ, পারদ প্রভৃতি। পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তর। নানা-বিধ বৃক্ষজাতি। পৃথক্ পৃথক্ লতা, ওষধি। অসংখ্য মৎস্যজাতি ইত্যাদি। এই প্রকার জগৎস্থ প্রত্যেক বস্তুতে জাতিভেদ কেন দৃষ্ট হয়? ঐ জাতিভেদের সৃষ্টি কে করিল? সকল বস্তুতে যদি জাতিভেদ সম্ভব হয়, তাহা হইলে মনুষ্যদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিবার কারণ কি? যদি বলেন গো-মহিষ এবং কাক-কোকিল চতুষ্পাদ এবং দ্বিপদ সত্য, কিন্তু উহাদের আকার স্বতন্ত্র হওয়ায় জাতিভেদ হইয়া থাকে। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে জাতিভেদ কি কারণে না হইবে? হিংস্রক জন্তুগণের যাহা খাদ্য, গো-মহিষাদির তাহা অখাদ্য। কাকে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে অন্য পক্ষিতে তাহা কদাচ ভক্ষণ করে না। ইহাতে উহা-দেরও খাদ্যাখাদ্য বিচার লক্ষিত হইতেছে। মনুষ্য জাতির যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাষা, উহাদেরও পৃথক্ পৃথক্ রব শ্রুত হইতেছে। যখন পশু পক্ষীর

পৃথক্ পৃথক্ আকার, ভিন্ন ভিন্ন রব, এবং খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকাতে জাতিভেদ স্বীকার করা যায়, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার—ব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য, ভাষা, পরিচ্ছদ দৃষ্টি করিয়া মনুষ্যগণের মধ্যেও জাতিভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলেন যে পৃথক্ পৃথক্ আচার ব্যবহার এবং ভাষাদি দৃষ্টি করিয়া হিন্দু, যবন এবং ম্লেচ্ছ কেবল এই তিন প্রকার জাতি স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতী আছে, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। উত্তর—প্রথমে দেখা উচিত যে এই পৃথক্ পৃথক্ চারিবর্ণের সৃষ্টি কেন হইয়াছে? আর এরূপ জাতিভেদ থাকিলে কোন ক্ষতি আছে কি না? অধুনাতন বিচারক্ষম সভ্যগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া শাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছেন। বেদাধ্যয়নের দ্বারা কেবল আপনাদেরই ইষ্ট লাভ হইবে, ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বেদে অন্য জাতির অধিকার নাই, এই রূপ বিষমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন"। যাঁহারা এরূপ উক্তি করেন তাঁহাদের নিতান্ত অর্ব্বাচীন বলিতে হইবে। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং স্বপ্রকৃতিসহযোগে মানবদেহ ধারণ করিয়া, সৃষ্টি-প্রণালী অনুযায়ী চতুর্ব্বর্ণের কার্য্যাকার্য্য ভেদে শাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছেন। স্বস্ত্যয়ন করিলে যেরূপ নিজের ইষ্টলাভ এবং গৃহস্থেরও ইষ্ট-সিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই রূপ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, হোম, তপস্যা, অনশন ব্রত, বেদাধ্যয়ন এবং যোগাদির অনুষ্ঠানদ্বারা নিজের ইষ্টলাভ এবং জগতের হিত সাধন করিবেন। অর্থাৎ সকল বিষয়ই যোগসাপেক্ষ হওয়ায়, তাঁহাদের সেই সকল অনুষ্ঠানদ্বারা বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ এবং গাভী দুগ্ধবতী হইবে সুতরাং প্রজাসকল পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। ইহাতে তাঁহাদিগকে কিরূপে স্বার্থপর বলা যাইতে পারে?

যাঁহারা বলেন আর্য্য ব্রাহ্মণগণ ঘোর স্বার্থপর ছিলেন, তাঁহাদের স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় রাজাগণ অধুনাতন সভ্যগণের অপেক্ষা নিতান্ত হীনবুদ্ধি বা হীনবীর্য্য ছিলেন না। তাঁহারা বুদ্ধিমান্ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্, বীর্য্যবান্ অপেক্ষা বীর্য্যবান্, এবং প্রতাপশালী অপেক্ষাও প্রতাপশালী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যদ্যপি ঐরূপ স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া, নিজের ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত যথার্থ পথ গোপন করিয়া, সকলকে কুপথগামী করিতেন, তাহা হইলে রাজাগণ তাঁহাদের এতাধিক শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া, তাঁহাদের নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনায়াসেই স্বতন্ত্র বিধি সংস্থাপন করিতে পারিতেন। যদিও ব্রাহ্মণগণের বেদে অধিকার আছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা বৈষয়িক সুখ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া অহোরাত্র কঠিন তপশ্চারণপূর্ব্বক দেশের হিত-সাধন করিতেন। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যভোগ, যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যরক্ষা, প্রজা-পালন, বেদাধ্যয়ন এবং দানাদির অনুষ্ঠান করিতেন। বৈশ্যজাতিরও বেদে অধিকার আছে দেখা যাইতেছে। *

কেবল শূদ্রজাতির বেদে অধিকার নাই। তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতি-পালনপূর্ব্বক ঐ তিন জাতির সেবা শুশ্রূষা করিলে অনায়াসে ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করিয়া পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদিশাসন, বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্য এবং শূদ্রগণ উহাদের আব-শ্যকীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে। প্রমাণ, যথা ;—

মনু প্রথম অধ্যায়ঃ।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনংতথা।
দানংপ্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানাম কল্পয়ৎ ॥ ৮৮ ॥

---

* বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদান রুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।

বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ৮৯ ॥

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।

বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥ ৯০ ॥

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ ৯১ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপণ, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ করিবে ॥ ৮৮ ॥ ক্ষত্রিয়গণ বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া, দান, অধ্যয়ন, যাগ এবং প্রজাপালন করিবে ॥ ৮৯ ॥ বৈশ্যগণ বৃদ্ধিজীবী (অর্থাৎ টাকা এবং ধান্য কর্জ্জ দিয়া সুদগ্রাহী) হইয়া ক্রয়, বিক্রয়, কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন করিবে ॥ ৯০ ॥ শূদ্রগণ অসূয়াশূন্য হইয়া, ঐ তিন বর্ণের অভীপ্সিত-কার্য্য-সম্পাদনদ্বারা পরিচর্য্যা করিবে ॥ ৯১ ॥

অর্থাৎ কর্ম্মকার, মালাকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, ইহারা সকলে স্ব স্ব কুলক্রমাগত কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে সকল জাতির কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহাই সেবা শুশ্রূষা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বর্ণ এবং বর্ণোচিত কার্য্য-সকল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়াছে, মনুষ্য কর্ত্তৃক নহে। এই বর্ণবিভাগ যাঁহারা মনুষ্যকৃত জ্ঞান করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, সকল মনুষ্যই অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক চক্ষুর্নিমীলন করিয়া ঈশ্বরারাধনায় যাবজ্জীবন নিযুক্ত হইবে। তাহাহইলে তিনি অনুপম বৈষয়িক সুখের সৃষ্টি করিতেন না। সকলে একেবারে সুখাভিলাষবর্জ্জিত হইলে, তাঁহার প্রজা বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল বিষয় অনুধ্যান করিয়া বিচার

করিলে জানিতে পারা যায় যে, জাতিভেদ থাকায় উপকার ভিন্ন, অপকার নাই। যদি বলেন যে শূদ্রজাতির ইষ্টলাভের উপায় কি? দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া যাঁহারা পরনিন্দায় রত হন, তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই। সকলের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, দয়া এবং সন্তোষপ্রদর্শন এবং বিষয়ে অনুরাগশূন্য হইতে পারিলে, সকলেই অনায়াসে শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। প্রমাণ, যথা ;-

মুক্তি মিচ্ছসি চেত্তাত! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়া তোষ সত্যং পীযুষবদ্ভজ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের উক্তি। বৎস! যদি তুমি মুক্তি কামনা কর, তাহা হইলে বিষের ন্যায় বিষয় পরিত্যাগ কর এবং অমৃতের ন্যায় ক্ষমা, ঋজুতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্যের সেবা কর।

স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতে সকল জাতিরই অধিকার আছে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। প্রমাণ, যথা ;-

প্রাপ্তাজ্ঞানদশামেতাং পশুম্লেচ্ছাদয়োপনে।
সদেহা বা বিদেহা বা তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

পশু, ম্লেচ্ছাদিও (দেহযুক্ত বা দেহ শূন্যই হউন) এই জ্ঞানদশা প্রাপ্ত হইলে মুক্ত হয়েন—ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

পুনঃ প্রমাণে অনুমিত হইতেছে যে, ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ শ্বপচ অপেক্ষা অধম এবং ভক্তিমান্ চণ্ডাল মুনিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা ;—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যেরূপ খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা জাতিভেদে পরস্পর বার্য্য পরিণত দেখা যায়। এবং ঐ সমস্ত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর উহাদের সামান্য জ্ঞানের দ্বারা আপন আপন জাতীয় সংযোগ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কোন ক্ষুদ্র পিপীলিকা স্বধর্ম্মানুসারে, যেমন আপন জাতির সঙ্গ ত্যাগ করে না, সেইরূপ বৃহৎ পিপীলিকাগণ ও স্বজাতির সঙ্গ ত্যাগানন্তর, কখন বিজাতীয় ক্ষুদ্র পিপীলিকার আশ্রয় গ্রহণ করে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি করিবার সময় হইতেই, উহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও স্বজাতীয়-জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহারা যথা সময়ে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, আপন আপন জাতিতেই আসক্ত হইয়া থাকে। যখন ইতর প্রাণিগণও স্ব স্ব জাতি ও বর্ণ অনুভব করিতে সক্ষম, তখন মনুষ্যমধ্যে জাতিভেদ অস্বীকার করিবার কারণ দেখা যায় না। স্ব স্ব জাতীয় মিলন ব্যতীত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না, এই হেতু ঈশ্বর সৃষ্টি করিবার প্রারম্ভেই, পৃথক্ পৃথক্ জাতীয়জ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জাতিভেদজ্ঞান ধর্ম্মের একটী প্রধান অংশ বলিতে হইবে। ঐ জ্ঞানের অভাবে, স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়িক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। এই জগৎসংসারে জাতিভেদ থাকাতে, কোন বস্তুরই অভাব নাই। যথা—কুম্ভকার ঘটাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, কর্ম্মকার অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মান করে, কৃষক ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ জাতি ও বর্ণ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যদ্যপি সকলেই বেদাধ্যয়নতৎপর হইতেন, তাহা হইলে প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় বস্তুর অভাবে সংসার একেবারে অচল হইত। এই কারণে স্রষ্টার

অভিপ্রায় অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এবং সেই জাতিভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে পরস্পর ঈর্ষাপরতন্ত্র হওয়ায়, স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্মের সম্পূর্ণ হানি হইতেছে এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ একেবারে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সামান্য পরিশ্রমের দ্বারা স্বল্পজ্ঞ হইলে যেরূপ স্বকার্য্য সাধন হইত, এক্ষণে বহু আয়াস স্বীকার, বহু অর্থ ব্যয় এবং জীবন উৎসর্গ করিয়া বহুজ্ঞ কিম্বা অদ্বিতীয় হইলেও, সেরূপ লাভের প্রত্যাশা নাই ; তত্রাচ ভ্রান্ত পিতা-মাতাগণ সন্তান দিগের অনিষ্টাচরণে কৃতনিশ্চয় থাকিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

ঈশ্বরের নিয়ম ও আজ্ঞা কি, পাপপুণ্য কাহাকে বলে, ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইবার কারণ কি, সিদ্ধিলাভ হয় না কেন, বহু বিবাহ দোষ কি গুণ এবং এক্ষণকার লোক সকল ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ এবং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে পশু এবং পক্ষিজাতি অপেক্ষা অধম হইয়াছে কি না ?

যাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে এবং অম্লানবদনে বলেন যে, ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা, এবং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন না করাই মনুজ-জাতির প্রধান ধর্ম্ম, তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ। কারণ ঈশ্বরের নিয়ম ও আজ্ঞা কি, ধর্ম্ম কি বস্তু এবং তাহার গতিই বা কিরূপ, এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাঁহারা ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারেন, কেবল তাঁহারাই ঐ সকল বিষয় নির্ণয় করিতে সক্ষম। তদ্ব্যতীত কেহই তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না। প্রকৃত পুণ্যই বা কি এবং প্রকৃত পাপ কাহাকে বলে, স্থিরচিত্ত বিচার করিয়া তাহাতে রত কিম্বা বিরত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। আমরা পশ্বাদি অপেক্ষা “শ্রেষ্ঠ”, “মহৎ”, “পণ্ডিত”,

"পরম ধার্ম্মিক", "ত্রিকালজ্ঞ", "জ্ঞানী", ইত্যাকার বিশেষণবিশিষ্ট মনে করিয়া কাহারও কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। শাস্ত্রে বিহিত-কর্ম্মের নাম পুণ্য এবং অবিহিতকর্ম্মের নাম পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টিকৌশলের উপর অনন্য-চিত্তে নেত্রপাতপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন যে,"বৃদ্ধিই" ঈশ্বরের প্রধান নিয়ম। ব্যাপককালস্থায়ী অশ্বত্থ-বটাদি বৃক্ষের এক একটি ফলের অসংখ্য বীজ, প্রত্যেক বীজ এক একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, প্রত্যেক বৃক্ষ অসংখ্য ফল প্রদান করে এবং প্রত্যেক ফলের বীজ হইতে অসংখ্য অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অম্র নারিকেলাদি ফল হইতে এক একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বহুকাল অসংখ্য ফল প্রদান করিতেছে, এবং সেই সকল ফল হইতে অসংখ্য অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সেইরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। বহুবিধ বৃক্ষ, এবং শস্য, শাখা কিম্বা মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্য অল্পকাল স্থায়ী এই নিমিত্ত একটি বীজ হইতে প্রবৃত্ত একটি ঝাড় হইয়া, অনেক শস্য প্রদান করে এবং তাহাহইতে অসংখ্য অসংখ্য ঝাড় হইতে পারে। গর্ভসঞ্চার হইলে "শ্রেষ্ঠ" জীব মনুষ্য ভিন্ন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি কদাচ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের নিমিত্ত,পুনর্ব্বার আসক্ত হয় না; এবং পুরুষেও ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গর্ভাবস্থায় স্ত্রীগমন করত, মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া বৃথা বীজের অপব্যয় করিতে যত্ন প্রকাশ করে না। পশ্বাদিরও মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয় সুখানুভব হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের ঐরূপ অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম প্রত্যক্ষ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি হইতেছে যে, ঈশ্বর কেবল প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন,—মূঢ় মনুষ্যগণের বিলাসের জন্য নহে। অতএব তাঁহার সেই নিয়মানুযায়ী কেবল পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত ঋতুরক্ষা ভিন্ন, ইন্দ্রিয়চরিতার্থে

বৃথা শুক্র বিসর্গ করা কি অবিহিত অর্থাৎ পাপকর্ম্ম বলিয়া অনুমান হয় না? ইহা অপেক্ষা ভয়ানক পাপকর্ম্ম মনুষ্যজাতির আর কিছুই নাই। জীবহত্যা আর ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। কেবল এই দোষের নিমিত্ত ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়াছে এবং বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা কেহই এক্ষণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।

প্রায় সকল লোকেই এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করাতে ক্রমশঃ ব্যভিচারিণী-দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সতী স্ত্রীলোকের অভাব সঙ্ঘটন হইতেছে। যথার্থ নিয়মানুসারে লোকে যদ্যপি স্ত্রীগমন করে, অর্থাৎ ঋতুরক্ষা ভিন্ন স্ত্রীসম্ভোগ যদি না করা হয়, তাহাহইলে অনায়াসে স্ত্রীলোকে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তাহা-দের সতীত্বরক্ষা করত দময়ন্তীর ন্যায় বাক্‌সিদ্ধ হইতে পারে এবং বহুবিবাহ একটি প্রকৃত গুণ ভিন্ন, কখন দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

মহিষজাতি কখন গোজাতিতে কিম্বা গোজাতি কখন মহিষজাতিতে আসক্ত হয় না। কাক কখন কোকিলে কিম্বা কোকিল কখন কাকে আসক্ত হয় না। অতএব, মনুষ্য সকল যদি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে কিম্বা পশুতে আসক্ত হয়, তাহা কি অবিহিত কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না? কোকিল যখন "কা" "কা" রব করিতে করিতে বিষ্ঠাদি কাকভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে না, তখন ব্রাহ্মণ হইয়া স্বতন্ত্র ভাষায় বাক্যালাপ করিতে করিতে অভক্ষ্যভক্ষণ কি যুক্তি সঙ্গত? যদি বলেন কোকিল অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত আমাদের ন্যায় সভ্যতা শিক্ষা করিতে পারে না, এবং তাহার সেই চিরমূর্খতার নিমিত্ত ভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, —ইহা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় না। কারণ তাহাদের স্বাভা-বিক স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ চাতুর্য্যের উপর দৃষ্টিপাত করিলে, সকলকেই চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইতে হইবে। যখন আমরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াও তাহাদের

ন্যায় চতুরতালাভ করিতে পারিলাম না, তখন আমাদেরই মূর্খতার আধিক্য প্রকাশ পাইতেছে বলিতে হইবে। তাহারা অণ্ডাবস্থাবধি কাকের সহিত একত্রে বাস, কাকের রব শ্রবণ এবং কিছুকাল তাহাদের আহারীয় বিষ্ঠাদি ভক্ষণ করত বর্দ্ধিত হইয়া সময়ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, বিজাতীয় কাকের ঘৃণিত রব ও আচার ব্যবহার ত্যাগানন্তর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে নিরত হইয়া, কুহু কুহু ধ্বনিতে জগৎ পরিপূরিত করত, তাহাদের পিতা মাতার অপার আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট জীব হইতে প্রত্যহ এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াও যখন মূঢ়চেতা মানবগণ স্ব স্ব জনক জননীর এবং তাহাদের কুলক্রমাগত ধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক, রাহুগ্রস্থ শশধরের ন্যায় তাঁহাদের বদনকমল এবং দীপ্তিমান্ ধর্ম্ম ম্লান করিতেছেন, তখন মনুষ্য কিরূপে পশুজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? স্বভাবের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সামান্যবুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে "জগতে বৃদ্ধিলাভই" ঈশ্বরের প্রধান "নিয়ম"এবং পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকলেই "স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে" ইহাই তাঁহার "আজ্ঞা"। তাঁহার সেই "নিয়ম" ভঙ্গ এবং "আজ্ঞা" লঙ্ঘন করাতে সকলেই অত্যন্তদুঃখাবসানরূপ মুক্তি-লাভে বঞ্চিত হইয়াছে।

ত্রিকালজ্ঞ, বেদবেত্তা, জ্ঞান-চক্ষু-বিশিষ্ট আর্য্য মহাত্মাগণ (ঈশ্বরের উক্তনিয়ম এবং আজ্ঞানুযায়ী) বিহিত এবং অবিহিতকার্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক, পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই সকল বহুবিধ বিহিত এবং অবিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্রে যাহার বিধি এবং নিষেধ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিচার করিয়া দেখিলে এক মর্ম্মানুযায়িক বলিয়া অনুমান হয়। অর্থাৎ সকলে বৃদ্ধিলাভ করিয়া শ্রেণিবদ্ধ হওত স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, ইহাই সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যানুযায়িক ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মারা কার্য্যাকার্য্য

ভেদে সকলের ইষ্টলাভের নিমিত্ত শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদিতে নানাবিধ সদসৎ কর্ম্মের বিধি ও নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সকল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্যাকার্য্যের দোষানুশীলন করিতে মূর্খ ভিন্ন কেহই যত্ন প্রকাশ করে না। কারণ সে সকলই যুক্তিসঙ্গত। সেই যুক্তি আবিষ্কারপূর্ব্বক যাঁহারা মীমাংসা করিতে না পারেন, কেবল তাঁহারাই সেই সকল কার্য্যে দোষারোপ করিয়া থাকেন।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কেন হয়? জন্ম মৃত্যু কেন হয়? মুক্তিলাভের উপায় কি? কর্ম্ম সত্য কি না? জগতে আত্মপর বিচার হইতে পারে কি না?

আত্মার বিকাশে জগৎ প্রকাশ, এবং তাঁহার সঙ্কোচে জগৎ লয় হয়; অর্থাৎ, তাঁহার স্ফুরণে মায়াপ্রকাশ হেতু জগৎপ্রকাশ এবং অস্ফুরণে মায়ালয় হওয়ায় জগৎ লয় হইয়া যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কেবল কার্য্যদ্বারা জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি হয়, এবং কার্য্যাভাবে জগতের লয় হইয়া থাকে। যেরূপ কোষকার কীট আপনার লালে আপনি বদ্ধ হয়, সেইরূপ কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া সকলকেই বারম্বার গতায়াত করিতে হয়। সেই তন্তুকীট আপনার কর্ম্মসূত্র সকল ছেদন করিয়া যেরূপ মুক্ত হয়, সেইরূপে কর্ম্মসূত্রছেদনব্যতীত লোকের মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। তন্তুকীট এক জন্মে তিনপ্রকার দেহধারণ করে। প্রথমে কীটরূপ ধারণ করিয়া সামান্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ন্যায় অনবরত কার্য্যে রত হয়, দ্বিতীয়াবস্থায় গুটিরূপ ধারণ করত সমাধিস্থ যোগিগণের ন্যায় অনাহারে নিষ্ক্রিয় ভাবে কিছুকাল অবস্থান করে ও তৎপরে জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় সকল কর্ম্মসূত্রছেদনপূর্ব্বক সৃষ্টির একটি প্রধান বিচিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া (অর্থাৎ প্রজাপতি রূপধারণ করিয়া) আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে জগতে বিচরণ

করিয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বর্ণোচিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান এবং সাকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্যানাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া, সকলকর্ম্মসূত্রচ্ছেদনরূপ জ্ঞানলাভপূর্ব্বক, জীবসংজ্ঞা ত্যাগ, এবং শিবসংজ্ঞা ধারণ করত, দগ্ধ বীজের ন্যায় জীবন্মুক্তপদ প্রাপ্ত এবং অদ্বৈতভাবে সংস্থিত হইয়া যেরূপে ঈশ্বরের অপার মহিমার একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন, তন্তুকীটও সেইরূপে সকল কর্ম্মসূত্র (অর্থাৎ তাহাদের নিজমুখনিসৃত লাল রূপান্তর হইয়া যাহা সূত্র হইয়াছে) ছেদন করিয়া বিচিত্র দেহধারণ করিয়া থাকে। এই রূপে সকল কর্ম্মসূত্রচ্ছেদন করিতে পারিলেই সেই প্রজাপতির ন্যায় সকলেই মুক্ত হইতে পারেন।

ব্রহ্ম সদ্বস্তু—জগৎ অসদ্বস্তু। ব্রহ্ম ভিন্ন সদ্বস্তু না থাকায় জগৎ যখন অসৎ হইল, তখন সেই জগৎস্থ ক্রিয়াসমূহ কিরূপে সৎ হইবে? স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রকে বিনাশ করিতে যত্ন প্রকাশ, কিম্বা সেই ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কা যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান্ ভ্রমাত্মক জগৎ স্বপ্নবৎ হওয়ায় কি বিহিত— কি অবিহিত সকল কর্ম্মই, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের চক্ষে মিথ্যাবলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষে সমগ্র জগৎ যেরূপ স্বপ্নসদৃশ এবং ভ্রমমূলক, ক্রিয়াকাণ্ড সমূহ ও সেইরূপ অজ্ঞানমূলক বলিয়া দৃষ্ট হয়। অজ্ঞানমূলক কর্ম্ম অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণকে যেরূপ আবদ্ধ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে সেরূপ করিতে পারে না। দগ্ধ বীজের যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ যাহার মন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকে আর জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। অবিবেকী মূঢ় মনুষ্যগণ অনিত্য জগৎ নিত্য মনে করিয়া, কর্ম্মে নিতান্ত আসক্ত হন ও তজ্জন্য তাঁহারা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বারম্বার গর্ভযন্ত্রনা অনুভব করিয়া থাকেন।

অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায়, সকলকে পর বলিয়া জ্ঞান হয়। সুতরাং পরস্ব অপহরণ একটী পাপ। কিন্তু পর, পরদ্রব্য, অপহরণ এবং অপহর্ত্তা এসমস্তই অজ্ঞানমূলক। কারণ, প্রথমতঃ "আত্মা এক ভিন্ন দুই নাই ইহাই বেদের মত"। ম্লেচ্ছই হউন, যবনই হউন কিম্বা কীট পতঙ্গই হউক, কাহার সহিত আত্মপর বিচার হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সকল পদার্থই ইন্দ্রজালের ন্যায় ভ্রম মাত্র। তৃতীয়তঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ" ইতি শ্রুতে। ইহাতে পরই বা কে? পরদ্রব্যই বা কি? অপহরণ বা কাহাকে বলে? এবং অপহর্ত্তাই বা কে? উক্ত বেদবাক্য এবং বেদের মত যদ্যপি গ্রাহ্য না করা যায়, তাহা হইলেও অপহরণ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কারণ ইহসংসারে কোন ব্যক্তিই দ্রব্যের সহিত আবির্ভাব কিম্বা তিরোভাব হয়েন না। সকল পদার্থই প্রথমে অব্যক্ত থাকে, মধ্যে ব্যক্ত হয় এবং পরেও অব্যক্ত হইয়া যায়। পদার্থ মাত্রেই জগতে উৎপন্ন হয় এবং জগতেই থাকে। যদি কোন ব্যক্তি অন্য স্থান হইতে কোন বস্তু ইহলোকে আনয়ন করিতে পারিতেন, এবং এই সংসার হইতে গমনকালীন অন্যস্থানে লইয়া যাইতে সক্ষম হইতেন, তাহাহইলে সেই বস্তু তাঁহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করিত। যখন সেরূপ অনুষ্ঠান করিতে কেহই সক্ষম নহেন, তখন জগৎস্থ কোন পদার্থই পরের কিম্বা নিজের বলিয়া নির্দ্দেশ হইতে পারে না। এই হেতু পর, পরদ্রব্য, অপহরণ এবং অপহর্ত্তা এসমস্তই মিথ্যা বলিতে হইবে। যদিও উহা সত্য নহে, তত্রাচ, লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত "পর দ্রব্য অপহরণ" একটি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে রাজদণ্ডাজ্ঞাদ্বারা মনুষ্যকে যেরূপ কারারুদ্ধ হইতে হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানমূলক সদসৎ কর্ম্মানুষ্ঠানজন্য অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের স্বর্গনরকভোগ, অবশ্যম্ভাবী বলিতে হইবে।

কর্ম্মক্ষয় কিরূপে হয়? কর্ম্মক্ষয় হয় না কেন? কর্ম্মক্ষয় না হইলে কি ক্ষতি? দেহধারণ কেন করিতে হয়? সৎ এবং অসৎ কর্ম্ম উভয়ই ত্যজ্য কি না? কর্ম্ম কিরূপে কর্ত্তার অনুগামী হয়?—

কর্ম্মফলের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। কোন্ কর্ম্মে কি ফল হয়, তাহা অনুমান করা অতি দুঃসাধ্য। অনেক শুভফলপ্রদ কর্ম্ম, রাজসিক কিম্বা তামসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। কর্ম্মকর্ত্তা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ইহা অবগত হইতে পারেন না। কর্ম্মের ফলভোগ ব্যতীত, কখন কর্ম্ম ক্ষয় হয় না; এবং কর্ম্মক্ষয় না হইলে, কখন মুক্তি লাভ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি কোন জন্মে অসংখ্য অসংখ্য সদসৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন, তাহাহইলে তাঁহাকে (দেহান্তে) সেই সকল কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত কখনই একবার স্বর্গে, একবার নরকে, পুনঃ স্বর্গে পুনঃ নরকে নীত হইতে হইবে না; কেবল (অনুষ্ঠিত কর্ম্মের মধ্যে) কোনএকটীর ফল ভোগের নিমিত্ত হয় স্বর্গে না হয় নরকে গমন করিতে হইবে, এবং ভোগান্তে অন্য অসংখ্য অসংখ্য (অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম সত্ত্বেও পুনশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অবশ্য দেহ ধারণ করিতে হইবে। সেই জন্মে আবার নানা প্রকার বিহিত অবিহিত কর্ম্ম করিয়া দেহান্তে উক্তরূপে ফলভোগের দ্বারা একটি কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিবেন। এবম্বিধ রূপে দেহান্তর প্রাপ্তাবস্থায়, অসংখ্য অসংখ্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া, যদ্যপি প্রত্যেক দেহান্তে কেবলমাত্র একটি কর্ম্ম ফলভোগের দ্বারা ক্ষয় করা হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্ত্যভিলাষ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। প্রমাণ, যথা;—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেববা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষ নৃণাংকল্প শতৈরপি॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

যদবধি শুভাশুভ উভয় কর্ম্ম একেবারে ক্ষয় হইয়া না যায়, তদবধি মনুষ্যের শতকল্প কাল বারম্বার দেহ ধারণ হইলেও মুক্তি হয় না।

কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। প্রমাণ, যথা;—

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মাভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

যেরূপ সুবর্ণ অথবা লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইলে উভয় হইতে মুক্তিলাভের উপায়াভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ শুভাশুভ কর্ম্মজন্য স্বর্গ-নরক উভয়ই শৃঙ্খলের স্বরূপ হওয়ায়, যাবৎ সেই কর্ম্ম সকল ক্ষয় না হয় তাবৎ বদ্ধ থাকিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ধৃত না হয়, তাহা হইলে রাজদণ্ডাজ্ঞা হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিল সত্য, কিন্তু তাহাকে কোন সময়ে অর্থাৎ দেহান্তেই হউক, কিম্বা পুনর্দেহ প্রাপ্তেই হউক, অবশ্য তাহার ফল-ভোগ করিতে হইবে। যেহেতু কর্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন কখন কর্ম্ম ক্ষয় হইতে পারে না। প্রমাণ, যথা;—

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

অর্থাৎ কর্ম্ম, ভোগ ব্যতীত শত কোটিকল্পকালেও ক্ষয় হইতে পারে না।

যদি বলেন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মসাৎ হইলে যখন লয় প্রাপ্ত হয়,

তখন সেই নশ্বর দেহকৃত পাপ-পুণ্য কিরূপে পশ্চাৎ গমন করে, এবং তাহার ফলভোগই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সে বিষয় তন্ত্রে এই রূপ ব্যক্ত হইয়াছে। যথা;—

"দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে।
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ এই নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইলে, দেহকৃত সদসৎ কর্ম্ম পুনর্দেহে উপস্থিত হয়। যেরূপ সহস্র সহস্র ধেনু মধ্যে বৎস তাহার মাতাকে নিদর্শন করিয়া থাকে, সেই রূপ শুভাশুভ কর্ম্ম, কর্ত্তার অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহের অনুগামী হয়।

জীবিতাবস্থায় সহস্র সহস্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, দেহান্তে ফলভোগের দ্বারা কেবল একটি মাত্র কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই জন্মকৃত অন্য কর্ম্মের নিমিত্ত অসংখ্য অসংখ্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ইহা যোগোপনিষতে ব্যক্ত আছে। যথা;—

একস্য নহি জন্মার্থে শতজন্মনি বিভ্রমঃ।

অর্থাৎ এক জন্মকৃত কর্ম্ম শত শত জন্ম ভ্রমন করায়।

কিন্তু তন্তুকীট যেমন প্রথম জন্মকৃত কর্ম্ম সূত্র, দ্বিতীয় জন্মে ছেদন করিয়া মুক্ত হয়, সেই রূপ যিনি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি শত শত জন্মকৃত কর্ম্মফাঁশ এক জন্মেই ছেদন করিতে সক্ষম হন। নতুবা সহস্র উপায় অবলম্বন করিলেও লোকের মুক্তি হয় না। প্রমাণ, যথা,—

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্ট শতান্যপি।
তাবন্নলভতে মোক্ষং যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

যদবধি জ্ঞানলাভ না হয়, তদবধি নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শত শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

অর্থাৎ যেমন মানব কামনারহিত হইয়া দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্ম জন্য ব্যবস্থামত ফলভোগ করে, তদ্রূপ যদবধি জ্ঞানলাভ না হয়, তদবধি নিষ্কাম কর্ম্মও ফলপ্রদান করে, কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে কি সৎকর্ম্ম, কি অসৎকর্ম্ম, সকলই ধ্বংস হইয়া যায়। প্রমাণ, যথা ;—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন! প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সমূহ ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও সেইরূপ সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

জ্ঞান কাহাকে বলে।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।

ভগবদ্গীতা।

এই সংসারে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, কারণ সিদ্ধযোগী কালসকারে সেই জ্ঞান লাভ করেন।

বহু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস করিলে জ্ঞানলাভ হয়,—ইহা একটি ভয়ানক কুসংস্কার। উক্ত শ্লোকার্থ বিচার করিয়া দেখিলে

সেই সংস্কার অনায়াসে অপনীত হইতে পারে। বহুকাল যোগাদির অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। সিদ্ধযোগী কালসহকারে, আকাশ হইতে ফলপতনের ন্যায়, সেই পবিত্র জ্ঞান লাভ করেন। অতএব, বিদ্যাভ্যাস করিলেই লোকে জ্ঞানী হইতে পারে না। যেমন ব্যাপককাল অতি প্রযত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিলে অর্থোপার্জ্জন ও বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গৈশ্বর্য্যাদি ফল লাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ বহুকাল যোগাদির অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞানলাভ হয়। অতএব, সেই জ্ঞান অবশ্য কোন অমূল্য ও অসামান্য বস্তু বলিয়া বিবেচনা হইতেছে, নতুবা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অতি কঠিন যোগাদির অনুষ্ঠান করিতে অনুজ্ঞা হইবার আবশ্যক কি? কিন্তু জগতে জ্ঞান নামক কোন পদার্থ আছে বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে না। মনের দৃঢ় সংস্কারের নাম জ্ঞান। অর্থাৎ গো, মনুষ্য, সর্প, পক্ষী ইত্যাদি যে পৃথক্ পৃথক্ মনের সংস্কার, তাহারই নাম জ্ঞান। শৈশব অবস্থায় মনুজজাতির সেই জ্ঞানের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পশ্বাদির কদাচ সেই জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় না। শিশুগণের অগ্নি, সর্প ইত্যাদি জ্ঞান থাকে না, কিন্তু গো মহিষ, সর্প, ব্যাঘ্র কিম্বা অগ্নি দর্শন করিলে, এবং মৎস্যগণ, মনুষ্য, কুম্ভীরাদি অবলোকন করিলে অতিদূরে পলায়ন করিয়া থাকে। মনের দৃঢ়তর সংস্কারকেই জ্ঞান বলাযায় বটে কিন্তু তাহা কোনক্রমেই সৃষ্টপদার্থে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ ঐরূপ জ্ঞান পশ্বাদিরও আছে। অতএব সকল প্রাণীর অনায়াস লব্ধজ্ঞান (অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের সংস্কার) যদ্যপি স্বরূপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান বাক্যটি কখন কোন জীবে প্রয়োগ হইত না। জীব মাত্রকেই জ্ঞানী বলা যাইতে পারিত।

দৃশ্য বস্তুর সংস্কারকে কখন জ্ঞান বলাযাইতে পারে না উহাকেই

অজ্ঞান বলিতে হইবে। সেই দৃশ্যবস্তুর মার্জ্জন অর্থাৎ নাশ ব্যতীত কোন ক্রমেই অজ্ঞানের অভাব এবং জ্ঞানের উদয় সম্ভবে না। কারণ অন্ধকার ও আলোকের কখন এক সময়ে একস্থানে অবস্থিতি হয় না। যেমন সূর্য্যোদয়ে তিমির এবং দীপালোকে গৃহাভ্যন্তরস্থ তমোরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দৃশ্যবস্তুর নাশ হইলে জ্ঞানোদয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে দৃশ্যবস্তুর নাশ হয়। উভয় এক কালে একস্থানে অবস্থিতি করে না। প্রমাণ, যথা ;—

দৃশ্যং সংত্যজতো হেয় মুপাদেয় মুপেয়ুষঃ।
দ্রষ্টারং পশ্যতো নিত্যমদ্রষ্টার মপশ্যতঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

নশ্বর দৃশ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে, দ্রষ্টাপরমাত্মার দর্শন হয়,—আর দৃশ্যবস্তুর দর্শন হয় না।

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃ স্মরণং সাধো মন্যে বিস্মরণং বরং॥

যোগবাশিষ্ঠ।

আকাশে নীল ও পীতবর্ণ যেমন ভ্রম হয়, সেই রূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম জাত হয়, জন্ম-মরণ দ্বারা এই ভ্রমের পুনঃ পুনঃ স্মরণ অপেক্ষা, ভ্রমনাশ দ্বারা জগৎ বিস্মরণ ভাল।

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনং।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরা নির্ব্বাণ নির্ব্বৃতিঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

দৃশ্যবস্তু মিথ্যা ভ্রম মাত্র, "নাই" এই নিশ্চয় বোধদ্বারা যদি মনের দৃশ্যবস্তু মার্জ্জন, অর্থাৎ নাশ হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাণদ্বারা পরম নির্ব্বৃতি হয়।

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমময় দৃশ্যবস্তুতে মনের যে দৃঢ়তর সংস্কার, তাহারই নাম অজ্ঞান। ইহাকে কদাচ জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ইহা অনায়াসলভ্য। যে জ্ঞানের নিমিত্ত যোগাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা অথর্ব্ববেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদে ভরদ্বাজ মুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা;—

প্রশ্ন। কিংজ্ঞানমিতি। জ্ঞান কাহাকে বলে।

উত্তর। একাদশেন্দ্রিয় নিগ্রহেণ সদ্গুরূপাসনয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দিক্দৃশ্য প্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং ঘটপটাদি বিকার পদার্থে চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানং।

অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক, সদ্গুরূপাসনা দ্বারা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট-পট-মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্যপদার্থের নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া, তত্তদ্বস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, এতদ্রূপ অনুভবাত্মক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নামই জ্ঞান।

বুদ্ধাপ্যত্যন্তবৈরস্যং যঃ পদার্থেষু দুর্ম্মতিঃ।
বধ্নাতি ভাবনাং ভূয়ো নরো নাসৌ স গর্দ্দভঃ।

যোগবাশিষ্ঠ।

সকল পদার্থের পরিণাম বিরস জানিয়াও, যে দুর্ম্মতি পদার্থের ভাবনা করে, সে মনুষ্য নহে,—গর্দ্দভ তুল্য।

অসত্যাবাসতীতাপ নদ্যেব লহরী চলা।
মাননেনেন্দ্রজালশ্রীর্জ্জাগতী প্রতিতন্যতে॥

যোগবাশিষ্ঠ।

যেমন মরীচিকায় নদতিরঙ্গ ভ্রম হয়, সেইরূপ পশুবুদ্ধির মনে, ইন্দ্রজালের ন্যায়, মিথ্যা জগতের শ্রী সত্যরূপে বিস্তার পায়।

"বন্ধোঽয়ং দৃশ্য সদ্ভাবে দৃশ্যাভাবে ন বন্ধনং"।
"ন সংভবতু দৃশ্যংতু যথেদং শৃণু কথ্যতে"॥

যোগবাশিষ্ঠ।

এই দৃশ্যবস্তু সত্যরূপে স্থায়ী এরূপ জ্ঞান হইলে, মনুষ্য বন্ধন প্রাপ্ত হন এবং মিথ্যার ন্যায় জ্ঞান হইলে মুক্ত হয়েন। অতএব যে প্রকারে দৃশ্যবস্তুর সম্ভব না হয় অর্থাৎ মিথ্যা বোধ হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

"যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং"।
"তৎপ্রসুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে পরিণশ্যতি"॥

যোগবাশিষ্ঠ।

স্বপ্ন যেরূপ সুষুপ্তিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়,—অতএব সকলই অনিত্য।

"অতস্তিমিত গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততং"।
"অনাখ্যমনভিব্যক্তং যৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে"॥

যোগবাশিষ্ঠ।

এই সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইলে, ইহার প্রকাশক নিস্পন্দ, দুর্গমা, তেজ ও অন্ধকার শূন্য, নামরহিত, অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিবেন।

"ঋতমাত্মা পরংব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ"।
"কল্পিতা ব্যবহারার্থং তস্যসংজ্ঞা মহাত্মনঃ"॥

যোগবাশিষ্ঠ।

জ্ঞানিব্যক্তিগণ ব্যবহারার্থে সেই নামরহিত মহাত্মার নাম ঋত, আত্মা, পরংব্রহ্ম, সত্য ইত্যাদি শব্দে কল্পনা করিয়াছেন।

"সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ"।
"স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ ভবেৎ"॥

রাগদ্বেষাদিসঙ্কুল এই সংসার স্বপ্নসদৃশ; অর্থাৎ স্বাপ্নিক কল্পনা সমূহ যেরূপ স্বপ্নকালেই সত্য ও জাগ্রৎকালে অসত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই সংসার অজ্ঞানাবস্থায় সত্য ও জ্ঞানাবস্থায় মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

নেতি প্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদাসমাস্বাদিতচিদ্ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলং॥

রামগীতা।

জ্ঞানিব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা "ইহা আত্মা নহে" "ইহা আত্মা নহে" এতদ্রূপে সমস্ত জগৎ নিরাশ করিয়া, চিদ্ঘন স্বরূপ অমৃত আস্বাদন-পূর্ব্বক সত্ত্বারূপ আনন্দরস প্রাপ্ত হওত, সমস্ত নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা জানিয়া, লোকে যেরূপ জম্বীরাদি ফলের রস পান করিয়া অসার ফল পরিত্যাগ করে সেইরূপে পরিত্যাগ করিবে।

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽমরঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ং প্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ॥

রামগীতা।

এই আত্মা কখন জাত বা মৃত হয়েন না, তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি বর্দ্ধমান ও

হয়েন না, সুতরাং এতদ্দ্বারা তাঁহার জন্ম, জন্মান্তর, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, এই ষড়্‌বিকার নিরস্ত হইল। এই আত্মা অতিশয় সুখাত্মক ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, সর্ব্বগত ও অদ্বিতীয়।

এবম্বিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ?
অজ্ঞানতোধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥

রামগীতা।

এবম্ভুত সচ্চিদানন্দময় আত্মায় দুঃখময় সংসার কিরূপে প্রতীতি হয় ?—স্বস্বরূপের অজ্ঞানহেতু পরোক্ত প্রকার অধ্যাসবশতঃ সংসার প্রতীতি হয়, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইবা মাত্র, পরস্পর বিরোধহেতু, অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়।

যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমা
দধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ।
অসর্পভূতেঽহি বিভানং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥

রামগীতা।

পণ্ডিতেরা বলেন, এক বস্তুতে যে অন্য বস্তুর ভান তাহার নাম অধ্যাস। রজ্জ্বাদিতে যেরূপ সর্প ভ্রম হয় সেই রূপ অজ্ঞান হেতু জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ জগদীশ্বরে জগৎ প্রতীত হইয়া থাকে।

পুনর্দিনং পুনারাত্রিঃ পুনঃ কার্য্যপরম্পরা।
পুনঃ পুনরহং মন্যে প্রাজ্ঞস্যেয়ং বিড়ম্বনা ॥

আপাত মাত্র মধুর মাবশ্যক পরিক্ষয়ং।

ভোগোপভোগমাত্রং হি কিন্নামেদং সুখাবহং॥

পুনরালিঙ্গ্যতে কান্তা পুনরেব তু ভুজ্যতে।

তমেব ভুক্তবিরসং ব্যাপারৌঘং পুনঃ পুনঃ॥

দিবসে দিবসে কুর্ব্বন্ প্রাজ্ঞঃ কস্মান্নলজ্জতে॥

যোগবাশিষ্ঠ।

পুনঃ২ দিন, পুনঃ২ রাত্রি ও পুনঃ২ কার্য্যসমূহ হইতেছে। এই রূপে প্রতিদিন যে এক কর্ম্ম পুনঃ২ কর্ত্তব্য ইহা জ্ঞানীর পক্ষে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, ইহাতে পরমার্থ কিছুই নাই। এই সকল বিষয় উপভোগ আপাতত ভোগমধুর, পরে অবশ্য ক্ষয়শীল, ইহাতে কি সুখ আছে। পুনঃ২ কান্তাকে আলিঙ্গন এবং পুনঃপুনর্ভোজন, কিন্তু আলিঙ্গন ও ভোজনাদির পরে তাহা বিরস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সকল কর্ম্ম দিন দিন করাতে জ্ঞানী ব্যক্তির কি হেতু লজ্জা হয় না॥ —

কর্ম্ম।—

ইহ সংসারে কোন বিষয়েরই স্থিরতা নাই,—সকল বিষয়ই অস্থির। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ইহ সংসারে মৃত্যু অপেক্ষা নিশ্চিত বিষয় আর কিছুই নাই। কারণ মৃত্যু সকলেরই অপরিহার্য্য। কিন্তু যোগিগণ প্রাণায়াম অভ্যাসদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, সেই মৃত্যুও অনায়াসে অতিক্রম করেন। যে সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্ম জন্য আবদ্ধ হইয়া লোকে বারম্বার দেহ ধারণ করত সুখ দুঃখ অনুভব করে, সেই সকল কর্ম্মদ্বারা মুক্তিলাভও করিয়া থাকে। অতএব, সকল বিষয়ই অনিশ্চিত।

কর্ম্ম তিন প্রকার। যথা, কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম। বিহিত

কর্ম্মের নাম কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্মের নাম বি-কর্ম্ম এবং কর্ম্ম পরিত্যাগের নাম অকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সেই বিহিত কর্ম্ম আবার দ্বিবিধ। যথা,—সকাম এবং নিষ্কাম।

এই সকল বেদবিহিত কর্ম্ম আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল অর্থাৎ "আমি" করিলাম, এরূপ ধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ফলাভিলাষ থাকুক বা নাই থাকুক,—ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে হউক বা নাই হউক,—শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু বলুক বা নাই বলুক—সে সকল কর্ম্মই সকাম।

ঈশ্বর আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন*।—তাঁহার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়া, অর্থাৎ তাঁহার সহিত যোগ থাকায়, আমি কার্য্যক্ষম হইয়াছি, নচেৎ আমি কখন কার্য্যক্ষম হইতে পারিতাম না—ঈশ্বরই এই সকল বেদবিহিতকর্ম্মের যোজক—তিনি যেরূপে আমাকে নিয়োগ করিতেছেন, অর্থাৎ যোজনা করিতেছেন, তদনুযায়ী আমি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেছি।—এ সকল কর্ম্ম আমার নহে, সকলই তাঁহার কর্ম্ম।—এইরূপে একেবারে অহঙ্কার বর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য বলিয়া যেসকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মবলে। এরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই। ইহাই মুক্তিপ্রদ।

বাসনা।

যোগাদির অভ্যাস, জ্ঞানের আলোচনা, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অথবা অব্যভিচারী ভক্তিমার্গে অনবরত বিচরণ করিলেও, বাসনা পরিত্যাগ

---

* ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভগবদ্গীতা।

ব্যতীত কখন মুক্তিলাভ হইতে পারে না। বাসনা ত্যাগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান সাধনা।

বাসনা দ্বিবিধ। যথা,—শুদ্ধা ও মলিনা।

মলিনা বারম্বার জন্মমৃত্যুর কারণ এবং শুদ্ধা মুক্তির হেতু। যে বাসনা অজ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়াসক্ত করে, তাহার নাম মলিনা—তাহা পুনর্জ্জন্মের কারণ এবং যে বাসনা জন্মান্তরাভিলাষ বর্জ্জিত করিয়া দগ্ধ বীজের ন্যায় জগতে অবস্থিতি করিতে বাধ্য করে, তাহার নাম সুদ্ধা—এবং তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ।

চিত্তশুদ্ধি।

আর্য্যজাতির সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেহ তত্ত্ববিচারে সক্ষম হয়েন না,—তত্ত্ববিচার করিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কখন মুক্তি হয় না। অতএব, সেই চিত্তসুদ্ধি কাহাকে বলে?—কেন হয়?—এবং কি উপায়ে হইতে ইহা সকলেরই জ্ঞাতব্য।

চিত্ত, মনঃ, অন্তকরণ, হৃদয় ইত্যাদি একই পদার্থ। ইহা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণসমষ্টি হইতে মায়াকর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে,বৃত্তিভেদে উহার পৃথক্ পৃথক্ নাম কল্পিত হয়; এবং ইহা দর্পণের ন্যায় অতি সুনির্ম্মল এবং স্বচ্ছ পদার্থ হওয়াতে সকলবস্তুর প্রতিবিম্ব ইহাতে পতিত হয়। চিত্ত, প্রতিবিম্বিত হইলেই; তৎক্ষণাৎ সংস্কার জন্মে। কোন পবিত্র কিম্বা অপবিত্র পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণ যেরূপ পবিত্রাপবিত্র হয় না, মন সেরূপ নহে; উহাতে পবিত্র বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে পবিত্র হয়, এবং অপবিত্র পদার্থের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইলে অপবিত্র হইয়া যায়। স্পর্শগুণবিশিষ্ট অদৃশ্য বায়ু গন্ধগুণবিশিষ্ট না হইয়াও চন্দন-তুলসী-পুষ্প সংযুক্ত

দেবালয় দিয়া গমন করিলে যেরূপ পবিত্র, এবং বিষ্ঠাগার হইতে আসিলে যেরূপ অপবিত্র জ্ঞান হয়, মন সেইরূপ সৎসঙ্গে সৎ, অসৎসঙ্গে অসৎ, পবিত্র চিন্তায় পবিত্র এবং অপবিত্র চিন্তায় অপবিত্র হইয়া যায়।

মনের পবিত্রতার নিমিত্ত প্রথমে বাহ্যিক শৌচাচার নিতান্ত আবশ্যক। স্নান করিয়া ভোজন করিলে মনের যেরূপ তৃপ্তি বিধান হয় স্নান না করিলে সেরূপ হয় না। পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান করিলে মনের যেরূপ প্রীতি সম্বর্দ্ধন হয়, মলিন বস্ত্র পরিধানে সেরূপ হয় না। মার্জ্জিত পাত্রে ভোজন করিতে মন যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, অপরিষ্কার পাত্রে সেরূপ হয় না। উত্তম সৌরভযুক্ত বস্তুর আঘ্রাণ লইতে মন যেরূপ প্রফুল্লিত হয়, দুর্গন্ধবিশিষ্ট বস্তুর আঘ্রাণে সেরূপ হয় না। প্রাতঃকাল এবং সায়ংকালের নির্ম্মল বায়ু সেবনে মনের যেরূপ স্ফুর্ত্তি হয় মধ্যাহ্নে সেরূপ হয় না—ইত্যাদি বহুবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উত্তম বস্তু গ্রহণ এবং অধম বস্তু পরিত্যাগের নাম বাহ্যিক এবং আন্তরিক শৌচাচার। তজ্জন্য সদ্বস্তু চিন্তা, সজ্জনসঙ্গ সদালাপ, সৎকথাশ্রবণ, সচ্চরিত্রানুকরণ, সচ্ছাস্ত্র পাঠ, ইত্যাদিতে মনের পবিত্রতা লাভ হয়।

মৃত্তিকায় বীজ রোপন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যেরূপ ফল প্রসব করে না, বর্ণপরিচয় না হইলে লোকে যেরূপ একেবারে নৈয়ায়িক হয় না, সম্পাজ্ঞ না হইলে কেহই যেরূপ বহুজ্ঞ হইতে পারে না, সেইরূপ একেবারে লোকের চিত্তশুদ্ধি হয় না,—ধারাবাহিক নিয়মে হইয়া থাকে। সুকৃতিহেতু কর্ম্মপ্রবৃত্তি চিত্তশুদ্ধির বীজ, স্ব স্ব বর্ণোচিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ইহার অঙ্কুর, ঈশ্বর ও গুরুজনে প্রগাঢ় অব্যভিচারিণী ভক্তি ইহার কাণ্ড, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থসেবা ইত্যাদি ইহার শাখা-প্রশাখা, নিষ্কাম-কর্ম্মসমূহ ইহার পত্র, সাকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্যান এবং তত্ত্ববিচার

ইহার পুষ্প এবং অদ্বৈতজ্ঞান ইহার প্রকৃত ফল। এক্ষণে সাকার দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিধ্যান করিলে চিত্তশুদ্ধি কেন হয় তাহা বলিতেছি।

সুখ ও দুঃখ মনের সংস্কার মাত্র। স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করিলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে স্পর্শসুখ অনুভব হয়, তাহা মন ভোগ করিয়া থাকে—সেইভোগহেতু মনের সংস্কার জন্মায়—সেই সংস্কারবশতঃ ভোগচিন্তা করিলেই, চিত্তবিকৃত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় স্বাপ্নিককল্পনাসম্ভূত স্ত্রীবিলাস যদিও মিথ্যা, কিন্তু তাহাতে চিত্ত আসক্ত এবং স্পর্শসুখানুভবাভিভূত হইয়া এরূপ বিকৃত হয় যে, দেহস্থ ধাতু স্খলিত হইয়া যায়। চিত্ত যদ্যপি চিন্তাকালে স্পর্শসুখানুভব করিতে না পারিত, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থায় বিনালিঙ্গনে ঐরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইত না। জাগ্রদবস্থায় ও অসৎ গ্রন্থাদিপাঠে এবং নারিচিন্তায় মনোবিকার উপস্থিত হয়। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, চিন্তাকালে কল্পিত বস্তু মন স্পর্শ করিয়া থাকে। তদ্ধেতু সদ্বস্তুর চিন্তায় মন পবিত্র এবং অসদ্বস্তুর চিন্তায় একেবারে অপবিত্র হইয়া যায়। হরপার্ব্বতীর অপরূপ রূপকান্তি, শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি, নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম-রাম-রূপ ইত্যাদির ধ্যানে অনুক্ষণ নিরত হইলে, চিত্তের পবিত্রতা লাভ হয়। এই নিমিত্ত পুণ্যশ্লোক দিগের গুণানুবাদ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং সাকার দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিধ্যান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

অসচ্চিন্তায় মন কলুষিত হইলে চিত্তশুদ্ধির বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই হেতু পরনিন্দা একটি মহাপাপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কতকগুলি লোক একস্থানে সমবেত হইয়া এক ব্যক্তির নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যতক্ষণ সেই নিন্দনীয় পাপাত্মার পরিবাদব্যাখ্যা সমাপ্ত না হইবে ততক্ষণ তাহার প্রতিমূর্ত্তি সকলের চিত্তে স্থিরভাবে অবস্থান করিবে; এবং তৎসংস্পর্শে চিত্ত কলুষিত হইবে। এরূপ লোকনিন্দা যাঁহাদের অভ্যস্ত হয়, তাঁহাদের চিত্ত-

শুদ্ধি হওয়া সুকঠিন। সেই জন্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিবার সময় দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগের মুখাবলোকন, তাহাদের নাম স্মরণ, শ্রবণ কিম্বা কীর্ত্তন করা সকলেরই অকর্ত্তব্য। এবং যাহাতে তাহারা কোন সময়ে লোকের মনে স্থান না পায় এবং পবিত্রচিত্ত অপবিত্র করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে সাধুব্যক্তিগণ পরনিন্দা একটি মহৎ দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি কেন হয় তাহা বলা যাইতেছে।

কামনাবশবর্ত্তী হইয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কামনানুযায়ী ফল লাভ হয়। আর ফলাভিলাষবর্জ্জিত হইয়া এবং কর্ত্তব্য ভাবিয়া ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করিলে, মুক্তি হইয়া থাকে। বিনা বেতনে অকপট হৃদয়ে নিতান্ত অনুরক্ত এবং আজ্ঞা প্রতিপালনতৎপর হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সেবা-শুশ্রূষা করিলে সমৃদ্ধিশালী প্রভু যেমন সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা প্রদর্শন করেন, সেইরূপ ঈশ্বরার্পিত চিত্তে নিস্পৃহ হইয়া দেবতাগণের প্রীত্যর্থ কর্ত্তব্য বিবেচনাপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের কৃপা হইয়া থাকে। সেই কৃপাই চিত্তশুদ্ধি। সেই চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেহই ব্রহ্মানুভবে সক্ষম হইতে পারেন না। এবং ব্রহ্মানুভব না হইলে, কখন মুক্তি হয় না। যেরূপ সেই সমৃদ্ধিশালী প্রভু পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সেই অনুরক্ত ভৃত্যকে এরূপ অনুগ্রহ করেন যদ্দ্বারা তাহার নিজের দাসত্ব মোচন হয় এবং তাহার বংশাবলীর মধ্যে আর কখন কাহাকেও দাসত্ব করিতে হয় না, সেইরূপ বংশের মধ্যে যদি কেহ বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা বিষ্ণুকৃপা (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি) লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশে আর কাহাকেও জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া বারম্বার দেবতাগণের উপাসনা করিতে হয় না, সকলেই মনের পবিত্রতা লাভ করতঃ ব্রহ্মানুভবে সক্ষম হইয়া মুক্ত হইতে পারেন।

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়। লোভশূন্য অবস্থা অপেক্ষা মনের পবিত্র ভাব আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সুখানুভব হইলে মনের একটি সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কার হইতে লোভ, লোভ হইতে বিষয় চিন্তা, বিষয়চিন্তা হইতে বিষয়-বাসনা, বিষয়-বাসনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ মোহ হইতে স্মৃতিনাশ এবং স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে। সেই বুদ্ধিনাশ অপেক্ষা সর্ব্বনাশ আর কিছুই নাই। গৃহ দাহ হইলে যেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ একমাত্র বুদ্ধিনাশেই সকল নষ্ট হইয়া যায়। অতএব লোভই যদি ঐ সকল অনিষ্টের হেতু হইল, সেই লোভহীনতাপেক্ষা মনের পবিত্রতা আর কি হইতে পারে? আর যখন নির্লোভ না হইলে নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার হয় না, তখন নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে কিরূপ পবিত্রতা লাভ হইবে, তাহা উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণই বলিতে পারেন।

আমি কে?

রক্তমাংসাস্থিসংঘাতাদ্দেহাদেবাস্থি পঞ্জরাৎ।
কোঽহং স্যামিতি চিন্তেন স্বয়ং পুত্র বিচারয়॥

যোগবাশিষ্ঠ।

হে পুত্র! এই রক্তমাংসাস্থিসমূহস্বরূপ দেহ পঞ্জর হইতে "আমি" কোন্ বস্তু এই বিচার স্বয়ং কর, তবে জানিবে।

নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করত যিনি ব্রহ্মানুভবে সক্ষম, তিনি স্বয়ং অনায়াসে, "আমি কে" অর্থাৎ অহংপদের বাচ্য কোন্ বস্তু, বিচারদ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন।

প্রশ্ন।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্যচ।

কার্য্যস্য কারণং ব্রূহি কথং কিঞ্চপ্রসাদনং॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রম্।

ভগবতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জীব কি প্রকারে শিব হয় এবং কার্য্যের কারণ কি ও কিরূপে প্রসন্নতা লাভ হয় তাহা আমাকে বলুন।

উত্তর।

ভ্রান্তিবন্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।

কার্য্যংহি কারণং ত্বঞ্চ পুণর্বোধো বিশিষ্যতে॥

মহাদেব বলিলেন। ভ্রান্তিদ্বারা জীব বদ্ধ এবং ভ্রান্তিমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন। তুমি (অর্থাৎ প্রকৃতি কার্য্য এবং কারণসমূহ, কিন্তু জ্ঞান কেবল বিশেষ হয়। অর্থাৎ আমি চতুর্মুখ রক্তাঙ্গ ব্রহ্মা,—আমি জগৎ সৃষ্টি করি, আমি চতুর্হস্ত শ্যামাঙ্গ বিষ্ণু,—আমি বিশ্ব পালন করিতেছি, আমি পঞ্চমুখ শ্বেতাঙ্গ শিব,—আমি বারম্বার জগৎ সংহার করিয়া থাকি; এই-রূপ অধ্যাসবশতঃ সকলে ভ্রান্তিযুক্ত এবং অহঙ্কারবিশিষ্ট হইলেই স্থূল-জীব হয়েন। আর শ্রুতিপ্রমাণানুযায়ী "তত্ত্বমসি" তুমি ব্রহ্ম, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মা ব্রহ্ম, "অহংব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম এই সকল শ্রুতিবাক্য বিশেষরূপে অনুশীলনদ্বারা বোধগম্য হইলে জীব শিব হয়েন। অপিচ যোগবাশিষ্ঠে ব্যক্ত আছে যথা;—

ত্রিবিধোরাঘবাস্তীহঅহঙ্কারো জগত্ত্রয়ে।

দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শৃণুতে কথয়াম্যহং॥

হে রাঘব! এই ত্রিলোকে তিন প্রকার অহঙ্কার বিদ্যমান আছে, দুই প্রকার শ্রেষ্ঠ, এবং এক প্রকার অতি অপকৃষ্ট। এই অপকৃষ্ট অহঙ্কার সকলেরই ত্যাগ করা উচিত। তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমব্যয়ঃ।
নান্যদস্তীহ সম্বিদ্ধা পরমা সাহ্যহংকৃতিঃ॥

এই বিশ্বসংসার সমস্তই আমি, আমিই সেই অব্যয় পরমাত্মা, আমি ভিন্ন জগতে অন্য কোন বস্তু নাই এইরূপ বোধ এক শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার।

সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোহং বালাগ্র শতকল্পিতঃ
ইতি যা সম্বিদেষাহসৌ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা॥

আমি সকল বস্তুর অতিরিক্ত এবং কেশাগ্রের সতাংশের একাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এইরূপ যে বোধ তাহাই শুভজনক দ্বিতীয় অহঙ্কার।

মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।

উক্ত দ্বিবিধ অহঙ্কার দ্বারা মোক্ষলাভ হয়,—কদাচ বন্ধন হয় না। জীবমুক্ত পুরুষের ঐরূপ অহঙ্কার উপস্থিত হয়।

পাণিপাদাদি মাত্রোয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহংকার স্তৃতীয়োহসৌ লৌকিকস্তুচ্ছএব সঃ॥

হস্ত পদাদি যুক্ত এই দেহই আমি, এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান তৃতীয় অহঙ্কার, ইহা অতি তুচ্ছ ও সকলেরই মনে উদয় হইয়া থাকে।

বর্জ্যএব দুরাত্মা সৌ স্কন্ধঃ সংসার সন্ততেঃ।
অনেনাভিহতো জন্তুরবোধঃ পরিধাবতি॥

এই বর্জ্জনীয় তৃতীয় অহঙ্কার অতি দুরাত্মা ইহা সংসার বৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ, অর্থাৎ, প্রবাহিত জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারব্যাধির মূল কারণ, এই অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া জীব সকল বারম্বার সংসার প্রাপ্ত হয়।

অনয়া দূরহংকৃত্যা ভাবাৎ সংত্যক্তয়া চিরং।
শিষ্টাহংকারবান্ জন্তুর্ভগমান্ যাতি মুক্ততাং॥

জীব সকল যদি এই দৈহিক দুরহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ-অহঙ্কার-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ভগবান হইয়া মুক্ত হইতে পারে।

প্রথমৌ দ্বাবহংকারা বঙ্গী কৃত্য ত্বলৌকিকৌ।
তৃতীয়াহংকৃতি স্ত্যাজ্য' লৌকিকী দুঃখদায়িনী॥

প্রথম দুই প্রকার অলৌকিক অহঙ্কারযুক্ত হইয়া, লৌকিক দুঃখদায়ী তৃতীয় অহঙ্কার ত্যাগ করিবে।

স্ব স্ব জাতীয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ না করিলে, কেহই উক্ত অলৌকিক-অহঙ্কার-বিশিষ্ট হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারেন না,—ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শাস্ত্রপ্রণেতাগণের সেই অভিপ্রায় আর্য্যসন্তানদিগকে জ্ঞাত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। বিশেষ পর্য্যালোচনাদ্বারা সকলে ইহার মর্ম্ম অবগত হইলে, সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে নিবৃত্তিমার্গের যে সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল তাহাই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া যদি কেহ কর্ম্মকাণ্ড ত্যজ্য মনে করেন, তাহা হইলে ইষ্টলাভের পরিবর্ত্তে তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে। লোকের সেই অনিষ্টাশঙ্কা নিরাসোপযোগী নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক ভগবদ্গীতা এবং রামগীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া,এই পুস্তকের উপসংহার করা হইল। যথা,—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

ভগবদ্গীতা॥

অন্বয়ার্থ। যে মনুষ্য আত্মাতে ক্রীড়াযুক্ত ও আত্মাতে তৃপ্ত, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই।

অপিচ রাম গীতায় ব্যক্ত আছে। যথা—

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণাং।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্যতজ্
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥

যদবধি লোকের এই মায়াকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরাদিতে আত্ম-বুদ্ধি থাকে তদবধি বিধ্যুক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। আর যখন "ন ইতি" "ন ইতি" অর্থাৎ ইহা আত্মা নহে" "ইহা আত্মা নহে" এতদ্রূপে দেহাদি যাবতীয় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নিষেধ করিয়া-সর্ব্বব্যাপী একমাত্র পর-মাত্মাকে জ্ঞাত হইবেন, তখন সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ভূমিকা।

ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় লোক এক্ষণে সাত্ত্বিকসুখে একেবারে বঞ্চিত হইয়া রাজসিক সুখের লালসায় কতপ্রকার আয়াস স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা লেখা পুনরুক্তি মাত্র, কারণ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই রাজসিক এবং সাত্ত্বিক সুখ কি প্রকার তাহা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে, যথা ;—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজং।
বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতং॥

যে সুখ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত প্রথমে বিষতুল্য এবং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদে পরিণামে অমৃতোপম জ্ঞান হয়, তাহা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হেতু যাহা অগ্রে অমৃততুল্য হইয়া পশ্চাৎ বিষবৎ বোধ হয়, তাহা রাজসিক সুখ বলিয়া জ্ঞাতব্য।

কালের কি ভয়ানক কুটিল গতি! যে আর্য্যগণ কোন সময়ে এই রাজসিক সুখ অতি ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক, সর্ব্বক্ষণ সেই সাত্ত্বিক সুখানুভবে কৃতকার্য্য ছিলেন, সেই আর্য্যসন্তানগণ এক্ষণে সেই পবিত্র উপাদেয় সাত্ত্বিক সুখ হইতে অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতীব জঘন্য রাজসিক সুখের প্রত্যাশায় কতদূর কুৎসিত কার্য্যে রত হইয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। ইহা অপেক্ষা ভারতবর্ষের দুরবস্থা আর কি ঘটিতে পারে।

যদিও দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতমহোদয়গণকর্ত্তৃক সংস্কৃত মূল-

গ্রন্থসমূহ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে এক্ষণে সাধারণের সেই সাত্ত্বিক সুখাস্বভাবের পন্থা পরিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র অতীব বিস্তীর্ণ, এক্ষণকার লোকের সময় ও ধৈর্য্য অতি সংকীর্ণ, এবং বর্ত্তমান সমাজের কুসংস্কারহেতু বিশ্বাসের অভাব হওয়ায় সেই সকল গ্রন্থের অনাদর হইতেছে। অনেকেই গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত হয়েন বটে, কিন্তু সময় নষ্ট হইবার আশঙ্কায় পাঠকশ্রেণিভুক্ত হইতে পারেন না।

ইহলোকে যতপ্রকার দোষ দৃষ্ট হয় "মিথ্যা বস্তুতে সত্যজ্ঞান, এবং দেহে আত্মবুদ্ধিই" সকল দোষের আকর। সেই দোষ অপনোদনের নিমিত্ত শাস্ত্রসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বিশেষ পর্য্যালোচনাদ্বারা ঐ সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে, সকল দোষবর্জ্জিত হওয়া যায়। কিন্তু প্রথমেই যাঁহারা শাস্ত্রসমূহ "মনুষ্যকৃত" বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে দোষ থাকা না থাকা সমান। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত পবিত্র আর্য্যশাস্ত্রে লোকের মনে ঐরূপ শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

প্রকৃতি এবং পুরুষ কিরূপ? ঈশ্বরের বিশ্বসৃক্ শক্তি, মায়া, বিদ্যা, অবিদ্যা মোহ, ভ্রম, অজ্ঞান ও জ্ঞান কাহাকে বলে? ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত রূপে সেই সকল পদার্থ কি না? শাস্ত্র সকল মনুষ্যকৃত কিম্বা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সম্পাদিত? তাহা বিশ্বাস যোগ্য কি না? বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোষ এবং গুণ কি? ঈশ্বর একস্থানে কিম্বা সর্ব্ব-স্থানে আছেন? তিনি আমাদের নিকটস্থ কি দূরস্থ ও তাঁহার ব্যাপকতা কিরূপ? আমরা সকলে ঈশ্বরেতে কিরূপে অবস্থান করিতেছি? প্রস্তর, ইষ্টক, লৌহ ইত্যাদি পদার্থে ঈশ্বর অবস্থিত কি না? প্রতিমা পূজা করিলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় কি না? এবং কি জন্য ইহার বিধি

হইয়াছে? শ্রাদ্ধতর্পণাদির কি প্রয়োজন? দেহ ধারণ এবং দেহ ত্যাগ কেন করিতে হয়? কোন্ ক্ষমতাদ্বারা এই জড়ময় দেহ বর্দ্ধিত হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছে? কোন্ ক্ষমতাদ্বারা মন-বুদ্ধি চিন্তা করিতে সক্ষম হইয়াছে? পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? পাপ-পুণ্য কাহাকে বলে এবং উভয়ই ত্যজ্য কি না? স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম অবলম্বনে কি ক্ষতি? পৃথক্ স্বর্গ-নরক আছে কি না? ঈশ্বরের নিয়ম এবং আজ্ঞা কি? মানব-দেহ ধারণ করিয়া কি করা কর্ত্তব্য? সত্য-মিথ্যা কাহাকে বলে? চিত্ত-শুদ্ধি কাহার নাম? কি উপায়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়? বন্ধনপ্রাপ্তি এবং মুক্তিলাভ কেন হইয়া থাকে? দেহকৃত পাপ-পুণ্যের দেহাতিরিক্ত অন্য কেহ ফলভোক্তা আছে কি না? নিষ্কাম এবং সকাম কর্ম্ম কাহাকে বলে? জাতিভেদ আছে কি না? কি জন্য মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে? পশু-পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কি না? এবং এখনকার লোকের সেই শ্রেষ্ঠত্ব আছে কি না? বিষয়, বিষয়াশক্তি এবং বিষয়বৈরাগ্য কাহাকে বলে? সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ কিপ্রকার? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ কাহাকে বলে? ইন্দ্রিয় এবং আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ কি না? দারপরিগ্রহ কি নিমিত্ত করিতে হয়? কেহ ধনবান, কেহ নির্দ্ধন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ ইত্যাদি হওয়াতে পরমেশ্বরের বৈষম্যদোষ দৃষ্ট হয় কি না? এবং ঐরূপ হইবার কারণ কি? কর্ম্ম মাত্রেরই ফল আছে কি না? কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে ক্ষতি কি? কর্ম্ম ক্ষয় হইলে কি ফল এবং কি উপায়ে কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে? ব্রহ্মজ্ঞান কিপ্রকার? বহু-বিবাহ দোষ কি গুণ? ব্রহ্মতেজের হ্রাস হয় কেন? সিদ্ধিলাভ না হইবার কারণ কি? সৃষ্টি ও প্রলয় কেন হয়? আস্তিকতা এবং নাস্তিকতার অর্থ কি? আমি কে? ইত্যাদি।

এই সকল বিষয় সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবার নিমিত্ত, শাস্ত্রপ্রমাণ ও সংক্ষেপ অথচ ন্যায্য যুক্তিদ্বারা এই পুস্তকে মীমাংসা করা হইয়াছে।

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলের হৃদয়ে যদ্যপি ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা বিশেষরূপে ধারণা হয়, তাহা হইলে কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না এবং সকলেই দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা এবং হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন এবং ইহলোক স্বর্গতুল্য সুখাবহ হইতে পারে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ দৈবায়ত্ত। দৈব যদি অনুকূল না হয়েন, তাহা হইলে বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রকামনার ন্যায় সমস্ত আশাই বৃথা। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন পরিণাম ভাবিয়া সকল কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণে সফল হইবে না ভাবিয়া, তাহাতে একেবারে নিরস্ত হওয়া বিধেয় নহে, বরং তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যত্নবান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য শাস্ত্র অনন্ত। যদিও ঋষিদিগের মত বিভিন্ন কিন্তু তাহা এক মর্ম্ম-বিশিষ্ট। যেমন কোন যন্ত্রালয়ে, যন্ত্র সকল পৃথক২ হইলেও যখন সুরজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা তাহাদের ঐক্য বিধান করা হয়, তখন একসুর অনুভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মুনিদিগের মত বিভিন্ন হইলেও, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের এক মর্ম্ম অনুভব করিতে সক্ষম হয়েন। সেরূপ জ্ঞান লাভ করা অতি দুঃসাধ্য। জগতে জানিবার বিষয় অসংখ্য। মনুষ্যের সময় অতি সঙ্খেপ, আর কোন্ বস্তু জ্ঞাত হইলে সকল বিষয় জানা হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাহা নির্দ্ধারিত করা নিতান্ত সুকঠিন হওয়াতে, হংস যেরূপ জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধই পান করিয়া থাকে, এখনকার অল্পায়ুঃ লোকের সকল শাস্ত্র আলোচনাদ্বারা সেরূপ সার গ্রহণ

করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? আর যদিও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া বহু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক শাস্ত্রালোচনা করা যায়, তাহা হইলেই যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে তাহাও সন্দেহস্থল, কারণ উত্তর গীতায় ঐরূপ সন্দিগ্ধ-বাক্য উক্ত হইয়াছে।

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী,
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রানি বহূন্যধীত্য,
সারং নজানন্ খরবৎ বহেৎসঃ॥

যেমন গর্দ্দভ চন্দনকাষ্ঠের ভার বহনকালে সৌগন্ধগুণ গ্রহণ না করিয়া বিশেষরূপে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহু শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াও যদি সার সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে গর্দ্দভের ন্যায় মাত্র গ্রন্থাদির ভার বহন করা হয়।

কতকগুলি বিষয় সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু বহু শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত অবগত হওয়া অসম্ভব। যাহা জ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে শ্রেয়োলাভ, শাস্ত্রের গৌরব, শাস্ত্রপ্রণেতাগণের সম্মান-বৃদ্ধি, অনুবাদিত গ্রন্থপাঠে আসক্তি হয়, এবম্বিধ নানাপ্রকার উন্নতি হই-বার উপায়, সাধারণের বিদিতার্থ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। মূকের বাচালতাশক্তি এবং পঙ্গুর পর্ব্বতলঙ্ঘনের অভিলাষ যেরূপ অসম্ভব, মাদৃশ জনের গ্রন্থরচনাদ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আশাও সেই রূপ। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ লোকের হিতানুষ্ঠান করিয়া জগতে যেরূপ বিখ্যাত হইয়া থাকেন, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ গ্রন্থরচনাদ্বারা সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন আর পাপাত্মারা যে প্রকার অতি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সকলের

নিকট পরিচিত হয়, আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির গ্রন্থ প্রণয়নদ্বারা সমাজে পরিচিত হওয়াও সেইরূপ। তবে আমার এই মাত্র ভরসা যে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল প্রভৃতি বিষ্ণুদ্বেষী হইয়াও যখন ধ্রুবপ্রহ্লাদাদি ভক্তগণের ন্যায় পরম গতিলাভ করিয়াছেন, তখন জনার্দ্দনসদৃশ গুণগ্রাহী পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমার পণ্ডিতের ন্যায় গতিলাভ কেন না হইবে ?

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরম বন্ধুদ্বয় শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ ও ভাষা পরিবর্তন করিয়া আমাকে ইহা মুদ্রিত করিতে উৎসাহ প্রদান না করিলে বোধ হয় আমি ইহার প্রচারে সাহসী হইতাম না।

১২৯১ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ।
পূর্ব্ব নওপাড়া।

শ্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়।

পুস্তকাখ্যায়িকা

আর্য্য মহাত্মাগণের বেদাদি শাস্ত্ররূপ অত্যদ্ভূত এবং অসংখ্য দ্বার বিশিষ্ট একটী মনোহর এবং মনের শান্তিকর সুবর্ণ অট্টালিকা নয়নগোচর হইতেছে। সেই অট্টালিকায় তাঁহারা শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক একত্রে মিলিত হইয়া চিরকাল বাস করিতেন। তদুপরিস্থিত বেদান্তরূপ গৃহের তত্ত্বজ্ঞান রূপ অলিন্দোপরি আরোহণপূর্ব্বক যোগ রূপ চন্দ্রাতপের নিম্ন-ভাগে উপবেশন করিয়া সন্তোষ রূপ প্রাতঃ-সমীরণ সেবন এবং জ্ঞানরূপ অমৃত পান করিয়া মুক্তি ইচ্ছারূপ ক্ষুধার শান্তিবিধান করিতেন। এবং সময়ে সময়ে মায়া সমুদ্রের সুখ-দুঃখরূপ তরঙ্গ, এবং জীবরূপ জলবিম্ব-সমূহ অবলোকন করিয়া বোধ হয় সর্ব্বদাই ভীতান্তঃকরণে চক্ষুর্নিমীলন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেন। বহুকালাবধি তদবস্থায় অবস্থানহেতু, জগৎপ্রপঞ্চ রূপ ভ্রম বিস্মৃত হইয়া অপার ব্রহ্মানন্দে কালযাপন করিতেন। সেই অট্টালিকার সার মর্ম্মরূপ মধ্যস্থলে পরম পদ রূপ একটী অমূল্য রত্ন সংস্থাপিত হইয়াছে। "অহং বদ্ধো বিমুক্তস্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়" অর্থাৎ আমি বদ্ধ আছি, বিমুক্ত হইব, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা যিনি এইরূপ অবধারিত করিয়াছেন তিনি যদ্যপি অব্যভি-চারী ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে জীবন উৎসর্গ করিয়া চেষ্টা করিতে ত্রুটি না করেন তাহা হইলে সেই বস্তু অনায়াসে লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু সেই অট্টালিকা ন্যায়, পাতঞ্জল, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি অসংখ্য প্রশস্তদ্বারবিশিষ্ট হওয়াতে প্রকৃত একটী গোলকধাঁধা রূপে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই প্রশস্ত দ্বারসমূহের মধ্যে যে কোন দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক

আর্য্যশাস্ত্রের মুক্তদ্বার

শ্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত, প্রণীত ও প্রকাশিত।

যুক্তি যুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।

অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তংপদ্মজন্মনা ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

বালক যদ্যপি যুক্তি যুক্ত বাক্য কহে তাহাও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ

করা কর্ত্তব্য কিন্তু অযৌক্তিক কথা ব্রহ্মা কহিলেও

তাহা তৃণেরন্যায় ত্যাগ করা উচিত।

Calcutta:

PRINTED BY KRISTO CHUNDER DASS, AT THE "OSBORN PRINTING HOUSE" 11, BENTINCK STREET,